পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 217 Tuesday, 8 July, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২১৭ সংখ্যা ❋ ২৩ আষাঢ় ১৪৩২, মঙ্গলবার, ৮ জুলাই ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

৯ জুলাই বনধে ছুটি নয় অফিসে হাজিরা বাধ্যতামূলক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুলাইঃ ৯ জুলাই বুধবার কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকা সর্বভারতীয় ধর্মঘটে সামিল হচ্ছে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন। কিন্তু সেই বনধের দিনও স্বাভাবিক নিয়মে খোলা থাকবে রাজ্য সরকারের সমস্ত দফতর। কোনও ছুটি নয়, কর্মীদের বাধ্যতামূলক ভাবে হাজিরা দিতে হবে- স্পষ্ট নির্দেশ জারি করল নবান্ন। অডিট ব্রাঞ্চ থেকে জারি হওয়া নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ৯ জুলাই কোনওভাবেই ক্যাজুয়াল লিভ বা অন্য কোনও ছুটি গ্রহণযোগ্য নয়। যে কর্মীরা ওই দিন অনুপস্থিত থাকবেন, তাঁদের বেতন কাটা যাবে। অনুপস্থিতিকে 'ডাইস-নন' হিসেবে গণ্য করা হবে অর্থাৎ চাকরিজীবন থেকে একদিন বাদ যাবে। তবে বিজ্ঞপ্তিতে কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে-কোনও কর্মী হাসপাতালে ভর্তি থাকলে, পরিবারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে, ৮ জুলাইয়ের আগে থেকে গুরুতর অসুস্থতার কারণে ছুটিতে থাকলে, ৮ জুলাইয়ের

বিজ্ঞপ্তি জারি নবান্নের

আগেই অনুমোদিত মাতৃত্বকালীন ছুটি, চাইল্ড কেয়ার লিভ, মেডিক্যাল বা আর্নড লিভে থাকলে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৯ জুলাই যদি কোনও কর্মী অফিসে না আসেন, তবে তাঁকে শোকজ নোটিস পাঠানো হবে। সন্তোষজনক জবাব ও যথাযথ নথি না দিলে ছুটি মঞ্জুর করা হবে না। এমনকি, পরবর্তী সময়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া হতে পারে। এই নির্দেশিকা কার্যকর করতে সমস্ত দফতরের আধিকারিকদের ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে রিপোর্ট পাঠাতে বলা হয়েছে অর্থ দফতরে। নবান্নের তরফে অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের সই করা নির্দেশিকায় স্পষ্ট লেখা হয়েছে- যে করেই হোক, ৯ জুলাই দফতর খুলতে হবে এবং সমস্ত কর্মীদের হাজিরা নিশ্চিত করতে হবে। প্রসঙ্গত, ৯ জুলাই দেশজুড়ে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশনগুলির ডাকে ধর্মঘটের ঘোষণা হয়েছে। তাঁদের দাবি, মোদি সরকারের চালু করা নতুন শ্রম কোড বাতিল করতে হবে। ওই কোডে ১২ ঘণ্টার কাজের ব্যবস্থা এবং সংগঠিত ক্ষেত্রের ৭৫ শতাংশ কর্মী শ্রম সুরক্ষার বাইরে চলে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ সংগঠনগুলির। সেই দাবিতেই বুধবার সারাদিন ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। তবে রাজ্য সরকার বনধে নেই- সরকারি দফতরে কর্মব্যবস্থা থাকবে স্বাভাবিক

পদে বসেই বিরাট চমক দিতে চলেছেন শমীক ভট্টাচার্য!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুলাইঃ সুকান্ত পর্ব শেষ হয়ে শমীক যুগের সূচনা হতেই খোলনলচে বদলাতে চলেছে বঙ্গ বিজেপির দলীয় কমিটি। নতুন রাজ্য সভাপতির নেতৃত্বে নতুন করে সাজতে চলেছে বিজেপির সাংগঠনিক এবং অন্যান্য কমিটিগুলি। চলতি মাসেই বিজেপির রাজ্য কমিটি, মোর্চা ও বিভিন্ন সেলে ব্যাপক রদবদল আসতে চলেছে বলে খবর। জুলাইতেই হতে চলেছে রাজ্য বিজেপির নয়া কমিটি। বদল হতে পারে পাঁচ সাধারণ সম্পাদক এর মধ্যে দুজন। মোর্চা সভাপতি পদেও আসতে পারে বদল। নতুন করে রাজ্য কমিটি তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করেছে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সূত্রের খবর ২০ জুলাইয়ের পর হবে রদবদল। সভাপতি পদে আসার পর শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট করেছেন পুরোনো কর্মীদের গুরুত্ব। মনে করা হচ্ছে বিজেপির আদি ব্রাত্য কর্মীদের গুরুত্ব বাড়তে চলেছে এই নতুন করে তৈরি হওয়া কমিটিতে। বিজেপি সূত্রে খবর, রাজ্য কমিটি, মোর্চা ও বিভিন্ন সেলের পদাধিকারী স্তরে রদবদল হতে চলেছে। ২০ জুলাইয়ের পর পরিবর্তনের পালা। ছাব্বিশের নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষ ও সক্রিয় নেতাদের নিয়ে নিজের টিম গড়ে নিতে চাইছেন নয়া রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বঙ্গ বিজেপির যে সমস্ত

পদে বদলের কথা শোনা যাচ্ছে, তার মধ্যে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক, সহ-সভাপতি ও সম্পাদক পদ রয়েছে। সহ-সভাপতি পদ থেকে দু'জনকে সরানো হতে পারে। বর্তমানে রাজ্য সংগঠনে দশজন সহ-সভাপতি রয়েছেন। সেখানে পুরনো নেতাদের সক্রিয় করা হচ্ছে বলে খবর। এগারো জন সম্পাদকের নামেও আসতে পারে বদল। যুব ও মহিলা মোর্চার শীর্ষ পদে বদল আনা হতে পারে বলে খবর। দলের প্রধান মুখপাত্র রয়েছেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য নিজেই। বিজেপির নীতি অনুযায়ী এক ব্যক্তি এক পদের কারণে যেহেতু শমীক ভট্টাচার্য আর দলের প্রধান মুখপাত্র থাকতে পারবেন না তাই এবার প্রধান মুখপাত্র হিসাবে এক তরুণ নামের কথা ভাবনায় রয়েছে বিজেপির। বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। বঙ্গ বিজেপির মুখ্য কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল ইতিমধ্যে জানিয়েছেন ভোট শতাংশ বাড়ানোর লক্ষ্যে যাবতীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। আর সে কারণেই শেষবারের মতো লড়াইয়ের ময়দানে ঝাঁপানোর আগে সকল সংগঠন এবং কর্মী সমর্থকদের চাঙ্গা করতে চাইছে বঙ্গ বিজেপির নবনির্বাচিত রাজ্য সভাপতি।

'দাগি অযোগ্য' প্রার্থীদের বাদ দিয়েই নিয়োগ, এসএসসি-র নয়া বিজ্ঞপ্তি নিয়ে জানাল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুলাইঃ হাইকোর্টে বড় ধাক্কা খেলো রাজ্য তথা স্কুল সার্ভিস কমিশন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে এসএসসি যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেছে, হাইকোর্টের নির্দেশে তা বদল করতে হবে। নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে চিহ্নিত অযোগ্যদের বাদ দেওয়ার স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছিল সুপ্রিম নির্দেশে। এরপর নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয় এসএসসি। সেই বিজ্ঞপ্তি বদল করার নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। গত ৩০ মে এসএসসি যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, তাকে চ্যালেঞ্জ করে একযোগে ৯টি মামলা হয়েছে। ফেরত দেওয়ার কথা বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। তারপরেও এটা বলবেন?'' আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, ''বিজ্ঞপ্তি বেআইনি। শীর্ষ আদালত নির্দিষ্টভাবে জানিয়েছিল অযোগ্যদের নিয়োগ নয়।'' যাঁরা চাকরি হারিয়েছেন, তাঁদের ১০ নম্বর অতিরিক্ত কেন দেওয়া হল? তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে আদালত। যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের শিক্ষকদের আইনজীবী অনিন্দ্য মিত্রও এদিন অভিযোগ তোলেন বিজ্ঞপ্তিতে, যোগ্য-অযোগ্যদের আলাদা করা হয়নি। বিজ্ঞপ্তি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘনকারী। কারা বসতে পারবে পরীক্ষায়, সেটা স্পষ্ট বলে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আইনজীবী আরও বলেন, ''সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা আছে, চিহ্নিত

আজ, সোমবার সেই মামলার শুনানি ছিল বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে। শুনানির শুরু থেকেই এদিন নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত অযোগ্যদের পাশেই দাঁড়ায় রাজ্য ও এসএসসি। কমিশনের পক্ষে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য ছিল, সুপ্রিম কোর্ট কোথাও বলেনি যে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত অযোগ্যরা নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না। শুধু তাই নয়, কল্যাণের বক্তব্য, যদি নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত অযোগ্যরা নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ না নিতে পারেন, তাহলে ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া ব্যর্থ চাকরিপ্রার্থীরাও অংশ নিতে পারবেন না। এ কথা শুনে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ''কমিশনের কাছ থেকে এই ব্যাখ্যা প্রত্যাশিত নয়।'' অযোগ্য বলে যাঁরা চিহ্নিত হননি তাঁদের চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরি করার সুযোগ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। কল্যাণের বক্তব্য, নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত অযোগ্যদের গোটা প্রক্রিয়া থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, এমনটা নয়। বিচারপতি বলেন, ''এতবড় দুর্নীতির অভিযোগ! টাকা অযোগ্যরা কোনও সুযোগ পাবেনা পরীক্ষায় বসতে। তারপরেও যদি এসএসসি মনে করে যে প্রতারকদের বা জালিয়াতদের পুরস্কার দেবে, তারা দিতে পারে।'' কীভাবে অযোগ্যদের পরীক্ষায় বসার সুযোগ দিচ্ছে এসএসসি, প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি। কমিশনের তরফে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''পরীক্ষায় সবাই বসতে পারবে। অযোগ্যরা বয়সের ছাড় পাবে না। যোগ্যরা বয়সের ছাড় পাবে। এটা আমার ব্যাখা, আদালত মানতে পারে নাও পারে।'' বিচারপতি এ কথা শুনে বলেন, ''অযোগ্যরা পরীক্ষায় বসবে! যারা প্রতারণার কারণে অভিযুক্ত, সেই অযোগ্যরা আবার টিচার হিসেবে ১০ শতাংশ নম্বরের সুবিধা পাবে!'' এরপর হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, অযোগ্যদের পরীক্ষা থেকে বাদ দিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালাতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের সময়সীমার মধ্যেই সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। আইনজীবী কল্যাণ বলেন, ''কতবার তারা ফল ভুগবে, সাজা পাবে?'' বিচারপতি স্পষ্ট বলেন, ''তারা প্রতারণা করে চাকরি পেয়েছে তাই তারা বাদ যাবে।''

গুরুত্ব অনেকটা কমল আইপিএস জ্ঞানবন্ত সিংয়ের, আইবি থেকে পাঠান হল ট্রাফিকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুলাইঃ রাজ্য পুলিশের শীর্ষস্তরে ফের বড়সড় রদবদল। ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের এডিজি ও আইজিপি পদ থেকে জ্ঞানবন্ত সিংকে সরিয়ে পাঠানো হল ট্রাফিক অ্যান্ড রোড সেফটি বিভাগে। অনেকের মতে, কার্যত 'ডিমোশন' বলেই মনে করা হচ্ছে এই বদলিকে। ইতিমধ্যেই বিষয়টি ঘিরে কানাঘুষো শুরু হয়েছে আইপিএস মহলে। নবান্ন থেকে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এসসিআরবি-র ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্ত এবার দায়িত্ব নিচ্ছেন ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ডিজি ও আইজিপি পদে। অন্যদিকে, এতদিন যিনি ট্রাফিক বিভাগ সামলাচ্ছিলেন, সেই ডঃ রাজেশ কুমার সিংকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এডিজি ও আইজিপি (পলিসি), পশ্চিমবঙ্গ পদে। সরকারি নির্দেশিকায় বদলিকে 'রুটিন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রান্সফার' বলা হলেও, আইপিএস মহলের একাংশ মনে করছে, যেভাবে জ্ঞানবন্ত সিংকে ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ থেকে ট্রাফিক বিভাগে সরিয়ে আনা হল, তা আদতে গুরুত্ব কমারই ইঙ্গিত। যদিও সরকারি ভাবে একে নিছক রুটিন বদলি বলেই দাবি করা হয়েছে।

স্নাইপার হাতে পেলেই শেষ, মাথার দাম ৮ লক্ষ টাকা! সেই মাওবাদী নেতাকে খতম করল বাহিনী

রায়পুর, ৭ জুলাইঃ মাথার দাম ছিল ৮ লক্ষ টাকা। সেই মাওবাদী নেতাকেই খতম করল নিরাপত্তারক্ষীরা। গত শুক্রবার ছত্তীসগঢ়ের বিজাপুরের জঙ্গলে অভিযান চালিয়েছিল যৌথবাহিনী। সেই অভিযান পর্বেই এই কুখ্যাত মাওবাদী নেতাকে শেষ করেছে বাহিনী। সোমবার প্রকাশ্যে এনেছে নিহতের নাম। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এনকাউন্টার হওয়া ওই মাওবাদী কোনও সাধারণ নেতা নয়। নাম সোধি কান্না। মাওবাদীদের সশস্ত্র শাখা 'পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি'র বা পিএলজিএ-এর ব্যাটালিয়ন ১-র ডেপুটি কমান্ডার ছিল এই মাওবাদী নেতা। বন্দুক চালাতে অত্যন্ত দক্ষ। মাওবাদীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোধির ব্রহ্মাস্ত্র ছিল তার স্নাইপার রাইফেল। এই নেতার স্নাইপারের দূরবিনে চলে আসা প্রাণ রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। এতটাই নিখুঁত লক্ষ্যভেদের

ক্ষমতা বর্তমান মাওবাদী নেতাদের মধ্যে রয়েছে কিনা সন্দেহ। তবে সোধির থেকে সব সময় এক ধাপ উপরেই ছিল বাসবরাজ। বলা হয়, তার হাতে নাকি সব সময়ই একটা একে-৪৭ থাকত। সেটি ছাড়া কোথাও নড়ত না সে। মাস কতক আগেই সেই অস্ত্র-পটু বাসবরাজকেও খতম করেছে বাহিনী। উল্লেখ্য, শুক্রবার বিজাপুরের জঙ্গলে ডিআরজি বিজাপুর, ডিআরজি দন্তেওয়াড়া, এসটিএফ, কোবরা, সিআরপিএফ-সহ একটি যৌথবাহিনী এই দমন অভিযান শুরু করেছিল। শনিবার পর্যন্ত জঙ্গলেই সার্চ অপারেশন চালায় তারা। তখন সোধির দলের লোকেদের সঙ্গে হয় গুলি চালাচালি। যাতে বাহিনীর গুলিতে খতম হয় সোধি। উদ্ধার হয় বেশ কিছু অস্ত্র। একটি রাইফেল, একে-৪৭-র ম্যাগাজিন এবং প্রচুর বিস্ফোরক বাজেয়াপ্ত হয়েছে বলে খবর।

তিলোত্তমার মামলায় ফের সন্দীপ ঘোষকে বড় নির্দেশ কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুলাইঃ এক বছর হতে চলেছে আরজি কর-কাণ্ডের। সরকারি এই হাসপাতালের ভিতর এক তরুণী চিকিৎসক পড়ুয়াকে খুন ও ধর্ষণ করা হয়। এই মামলায় নাম জড়ায় আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের। এবার ফের একবার সংবাদ শিরোনামে তাঁরা। এই দু'জনকে আবারও সশরীরে আদালতে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিলেন বিচারক অরিজিৎ মণ্ডল। আরজি করে যেখানে তিলোত্তমা ধর্ষণ ও খুন হয়, সেই ঘটনাস্থল ঘুরে দেখার আবেদন করেছে পরিবার। সেই মামলার শুনানিতে সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডলকে সশরীরে আদালতে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিলেন বিচারক অরিজিৎ মণ্ডল। মঙ্গলবার দু'জনকে সশরীরে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে। কোনও মতামত থাকলে তাঁরা জানাবেন আদালতে। শুনানিতে রাজ্যের তরফ থেকে সরকারি আইনজীবীকেও উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আরজি কর-কাণ্ডে টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। পরবর্তীতে জামিন পান তিনি। কিন্তু নির্যাতিতার পরিবার দাবি জানায়, জামিনের পর একবারও কোর্টে হাজিরা দেননি। পরবর্তীতে কোর্টের নির্দেশে হাজিরা দেন প্রাক্তন ওসি। তবে একা অভিজিৎ নয়, আরজি করে ধর্ষণ-খুনকাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। অভিজিতের মতো তিনিও এই মামলাটিতে জামিন পেয়েছেন। কিন্তু দুর্নীতির মামলায় জেলে আছেন সন্দীপ। আরজি করের আর্থিক দুর্নীতির মামলায় তিনি অভিযুক্ত।

অঙ্গদানে নজির বাংলার, প্রতিস্থাপনের অপেক্ষায় ৯৬৫

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুলাইঃ বাংলার চিকিৎসা-ইতিহাসে তৈরি হল এক বিরল নজির। একে একে চারদিন- ২৭ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত- রাজ্যে পরপর ঘটেছে ব্রেন ডেথের ঘটনা। এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরিবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অঙ্গদানের। চিকিৎসকদের মতে, এই ধারাবাহিকতা আগে কখনও দেখা যায়নি। রাজ্যে এই প্রথম টানা চারদিন অঙ্গদান হয়েছে। পিজি হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে ব্রেন ডেথ ঘোষণা হয়েছে অভিষেক দলুই (২৩), শান্তনু মাজি (২১) এবং শুভঙ্কর মণ্ডল (২১)-এর। অন্যদিকে বাইপাস লাগোয়া এক নামী কর্পোরেট হাসপাতালে পাপিয়া কর (৫১)-এর ব্রেন ডেথ ঘোষণা করে সেখানকার মেডিক্যাল বোর্ড। চারজনের দেহ থেকে মিলেছে মোট ২৩টি অঙ্গ- যার মধ্যে রয়েছে ৮টি কিডনি, ৮টি কর্নিয়া, ৩টি লিভার ও ৩টি হৃদযন্ত্র। এছাড়া দু'জনের দেওয়া ত্বক অগ্নিদগ্ধ শিশু-সহ একাধিক রোগীর প্রাণরক্ষা করতে সাহায্য করবে। সোটো'র এক শীর্ষ কর্তা জানান, এই চারদিন বাংলার অঙ্গদানের ইতিহাসে এক আলাদা স্থান পাবে। এত ধারাবাহিক ব্রেন ডেথ ও সফল অঙ্গদান রাজ্যে আগে হয়নি। কিন্তু চাহিদা আর জোগানের তফাৎ এখনও পাহাড়প্রমাণ। সোটো সূত্রে খবর, রাজ্যে বর্তমানে কমপক্ষে ৯৬৫ জন রোগী অঙ্গ প্রতিস্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছেন। এর মধ্যে ১২১ জন হার্ট, ১৫৫ জন লিভার, ৬৬২ জন কিডনি এবং ২৭ জন ফুসফুসের প্রয়োজন রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

শান্তনু সেনের ডাক্তারির রেজিস্ট্রেশনের ওপর থেকে সাসপেনশন প্রত্যাহার হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুলাইঃ সাসপেন্ডেড তৃণমূল নেতা শান্তনু সেনের চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা শান্তনুবাবুর রেজিস্ট্রেশন সাসপেন্ডের সিদ্ধান্ত খারিজ করে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। একই সঙ্গে একগুচ্ছ নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলরকে। রাজ্য মেডিক্যোল কাউন্সিলকে না জানিয়ে বিদেশি ডিগ্রি ব্যবহার করে চিকিৎসা করায় গত বৃহস্পতিবার শান্তনু সেনের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে কাউন্সিল। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল বিধায়ক সুদীপ্ত রায় বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে একথা ঘোষণা করেন। পালটা শান্তনুবাবু জানান, তিনি যে ডিগ্রি ব্যবহার করছেন সেটি সাম্মানিক ডিগ্রি। সেটি ব্যবহার করতে মেডিক্যাল কাউন্সিলের অনুমতি লাগে না। মেডিক্যাল কাউন্সিলের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শান্তনুবাবু। সোমবার সেই আবেদনের শুনানিতে বিচারপতি সিনহা জানান, কারণ না জানিয়েই সাসপেন্ড করা হয়েছে শান্তনু সেনকে। তাছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত রিপোর্টও তাঁকে দেওয়া হয়নি। ফলে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাননি চিকিৎসক সেন। রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলকে এই সংক্রান্ত সমস্ত নথি রাজ্য

মেডিক্যাল কাউন্সিলকে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সঙ্গে গ্লাসগোর যে প্রতিষ্ঠান থেকে শান্তনুবাবুকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বলে তিনি দাবি করেছেন, তার জবাব আসার আগেই কেন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা হল সেই প্রশ্নও করেছেন তিনি। হাইকোর্টের সেই রায়ের পরই সাংবাদিক বৈঠকে বসেন শান্তনু সেন। সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা তাঁকে প্রশ্ন করেন, এবার কি বিজেপি-তে যোগ দেবেন তিনি? তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড এই নেতা স্পষ্ট জানালেন না। বস্তুত, গত বছরের আগস্টে আরজি কর-কাণ্ডের সময় মুখ খোলার পর থেকে দলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয় শান্তনুর। আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন। একাধিক মন্তব্য করতে শোনা যায় তাঁকে। সেই সময়ই প্রাক্তন বিধায়ক আরাবুল ইসলাম ও শান্তনু সেনকে সাসপেন্ড করে তৃণমূলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি। এরপর আবার পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যোল কাউন্সিল তাঁর ডিগ্রি অবৈধ বলে। এ দিন, কোর্টের শুনানির পর শান্তনু বলেন, ''এই দলটা করার জন্য মার খেয়েছি। আমার পরিবার আক্রান্ত হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় দু'দুবার কাউন্সিলর করেছেন। রাজ্যসভার সাংসদ করেছেন, দলের মুখপাত্র করেছেন। আমার স্ত্রী এখন কাউন্সিলর। আমি এতটাও বেইমান নই যে সেই দলের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করব। আমি তৃণমূলের অনুগত সৈনিক ছিলাম, আছি, থাকব।''

মঙ্গলবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন

কলকাতা, ৭ জুলাই ঃ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় একজন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার এবং ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ৮ জুলাই, ১৯৭২ সালে, কলকাতার বেহালায় একটি প্রতিষ্ঠিত পরিবারে। বাঁ-হাতি ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ভারতের একজন সফলতম টেস্ট অধিনায়ক। তাঁর অধিনায়কত্বে ভারত ৪৯টি টেস্ট ম্যাচের মধ্যে ২১টি ম্যাচে জয়লাভ করে। ২০০৩ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপে তার অধিনায়কত্বেই ভারত ফাইনালে যায়। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কেবলমাত্র অধিনায়কই ছিলেন না, তাঁর সময়ে যে সকল তরুণ ক্রিকেটাররা খেলতেন, তাঁদের কেরিয়ারের উন্নতিকল্পেও তিনি সহায়তা করতেন।সৌরভের টেস্ট অভিষেক ২০ জুন ১৯৯৬ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন ৬ নভেম্বর ২০১৮ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন ১১৩ টি। করেছেন ৭২১২ রান। সেঞ্চুরি ১৬ টি আর অর্ধ সেঞ্চুরি ৩৫ টি।একদিনের ম্যাচ অভিষেক ১১ জানুয়ারি ১৯৯২ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। শেষ ম্যাচ খেলেছেন ১৫ নভেম্বর ২০০৭ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। একদিনের ম্যাচ খেলেছেন ৩১১ টি। করেছেন ১১৩৬৩ রান। সেঞ্চুরি ২২ টি ও অর্ধ সেঞ্চুরি ৭২টি। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল-এর প্রেসিডেন্ট পদে দায়িত্ব পালন করছেন সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও। এর আগে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অন্যতম সফল এই অধিনায়ক বিসিসিআইয়ের টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেছেন।

আমরা এসআইআর-এর বিরুদ্ধে নই, তবে সময় দিতে হবেঃআসাদুদ্দিন ওয়াইসি

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই ঃসাংসদ আসাদুদ্দিন ওয়াইসির নেতৃত্বে এআইএমআইএম প্রতিনিধিদল সোমবার দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল।স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআই আর) ইস্যুতে এআইএমআইএম প্রতিনিধিদল নির্বাচন কমিশনে দফতরে যায়। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওয়াইসি বলেছেন, যদি ১৫-২০ মানুষ তালিকা থেকে বাদ পড়েন, তবুও তাদের নাগরিকত্ব হারাবেন। আমরা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআহ আর)-এর বিরুদ্ধে নই, তবে সময় দিতে হবে।তিনি আরও বলেন, যদি কারও নাম বাদ পড়ে, তাহলে সেই ব্যক্তি কেবল তার ভোটই বাদ পড়বে না, বরং এটি জীবিকারও একটি বিষয়। আমাদের একমাত্র সমস্যা হল নির্বাচন কমিশন কীভাবে অল্প সময়ের মধ্যে এই ধরনের একটি পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে পারে? জনগণ এই সমস্যার মুখোমুখি হবে এবং আমরা এই বিষয়গুলি নির্বাচন কমিশনের কাছে উপস্থাপন করেছি, বাস্তবিক অসুবিধাগুলি তুলে ধরে।

লোহিত সাগরে জাহাজে হামলা

সানা, ৭ জুলাই ঃ ইয়েমেন উপকূলের কাছে লোহিত সাগরে একটি বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালানো হয়েছে বলে জানা গেছে। অভিযোগ, গুলি ছুড়ে ও রকেট-চালিত গ্রেনেডের সাহায্যে হামলা চালানো হয়। এখনও পর্যন্ত কেউ হামলার দায় স্বীকার করেনি।প্রসঙ্গত, ইজরায়েল হামলা সংঘাতের আবহে হামাসের পাশে দাঁড়িয়ে লোহিত সাগরে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকবার জাহাজে হামলা চালিয়েছে হুথি গোষ্ঠী। এই হামলার জেরে এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি স্পষ্ট নয় বলে মনে করা হয়েছে ।

বারাণসীতে গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধি, সতর্কতায় এনডিআরএফঃঘাটের নিচু এলাকাগুলি জলের তলায়

বারাণসী, ৭ জুলাইঃউত্তর ভারতের বারাণসীতে টানা বর্ষণের জেরে গঙ্গা নদীর জলস্তর লাগাতার বেড়ে চলেছে। উত্তর প্রদেশের অন্যতম পবিত্র শহর বারাণসী গঙ্গার তীরে অবস্থিত। এই শহরের নানা ঘাট, বিশেষ করে দশাশ্বমেধ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মনিকর্ণিকা কিংবা পঞ্চগঙ্গা ঘাটগুলি প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শনার্থী, তীর্থযাত্রী ও স্থানীয় মানুষের ভিড়ে সরগরম থাকে। কিন্তু টানা বৃষ্টির ফলে বর্তমানে ওই ঘাটগুলির একাধিক অংশ ডুবে গিয়েছে জলের তলায়। সেই সঙ্গে বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (NDRF)-কে মোতায়েন করা হয়েছে বারাণসীর গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে। এনডিআরএফের দলগুলি নৌকায় করে শহরের বিভিন্ন ঘাটে টহল দিচ্ছে এবং তীর্থযাত্রীদের সতর্ক করছে যাতে কেউ জলের গভীরে না নামেন। স্থানীয় প্রশাসনও সরব হয়েছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে। ভক্তদের গঙ্গায় না নামার জন্য সতর্ক করা হয়েছে এবং নিচু এলাকাগুলিতে অতি প্রয়োজন ছাড়া যাওয়া নিষেধ করা হয়েছে।বারাণসীর ঘাটগুলিতে এই মুহূর্তে যেসব কার্যকলাপ নিয়মিত হত, তার অনেকটাই ব্যাহত হয়েছে। গঙ্গা আরতি যেটা প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্ত ও পর্যটকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়, সেটিও এখন স্থানান্তরিত করতে হচ্ছে। গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধির কারণে নিচের দিকের সিঁড়িগুলি জলে তলিয়ে যাচ্ছে, তাই আরতির স্থান উপরের দিকে সরিয়ে নিতে হচ্ছে পুরোহিতদের। বারাণসীর ঘাটের এক পুরোহিত বিবেকানন্দ পান্ডে বলেন, দিন দিন, জলস্তর যত বাড়ছে, আমরা ধীরে ধীরে গঙ্গা আরতির জন্য উপরে উঠছি। এটা প্রতিবছর বর্ষাকালে দেখা যায়, কিন্তু এ বার জল অনেক দ্রুত বেড়ে চলেছে।""NDRF-র একজন আধিকারিক জানিয়েছেন, আমরা প্রতিনিয়ত নজর রাখছি গঙ্গার জলস্তরের ওপর। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েক দিনেও বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। তাই জলস্তর আরও কিছুটা বাড়তে পারে। আমরা সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিচ্ছি। স্থানীয় মানুষদের নিয়ম মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়েছে।সাধারণভাবে, বারাণসীতে বর্ষার সময় গঙ্গার জল কিছুটা বাড়ে, কিন্তু অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে যেভাবে জলস্তর বাড়ছে, তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে প্রশাসনের মধ্যে। তবে এখনও পর্যন্ত বড় কোনো বিপর্যয়ের খবর পাওয়া যায়নি। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে নিচু এলাকার বাসিন্দাদের প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে এবং কোথাও যদি পরিস্থিতি হাতের বাইরে যায়, তবে যাতে দ্রুত সরে যাওয়া যায়, সেই ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে।অন্যদিকে, গঙ্গার তীরে ব্যবসা করেন এমন অনেক ছোট দোকানদার ও পুণ্যার্থীদের পরিষেবা দেওয়া পুরনো পরিবারগুলি এই অবস্থায় কিছুটা দিশেহারা। কারণ গঙ্গার ঘাটে ভিড় না থাকলে তাঁদের উপার্জন প্রভাবিত হয়। তবে তাঁরা জানাচ্ছেন, প্রতি বছর বর্ষার সময় এ রকম হয়েই থাকে, এবং পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াই তাঁদের রীতি।বারাণসী প্রশাসন জানিয়েছে, গঙ্গা নদীর জলস্তর নিয়মিত পরিমাপ করা হচ্ছে। যদি জল বিপদসীমা ছাড়িয়ে যায়, তবে আরও বড় পরিসরে উদ্ধার অভিযান ও স্থানান্তর পরিকল্পনা কার্যকর করা হবে। সেই সঙ্গে, সমস্ত ঘাটে সতর্কতামূলক বোর্ড লাগানো হয়েছে এবং পুলিশ, এনডিআরএফ, ও অন্যান্য সুরক্ষা বাহিনীকে মোতায়েন রাখা হয়েছে।প্রসঙ্গত, গঙ্গা নদী শুধু বারাণসীর মানুষের কাছে নয়, সারা ভারতের ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই এর জলস্তর বৃদ্ধি কখনও শুধুমাত্র প্রাকৃতিক পরিস্থিতির দিক থেকে নয়, মানুষের আবেগ, আর্থিক অবস্থা এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ওপরও প্রভাব ফেলে।বর্তমানে বারাণসীর গঙ্গা তীরের চেহারা একেবারে বদলে গিয়েছে। একদিকে সতর্কতা, অন্যদিকে প্রকৃতির আগ্রাসন- সব মিলিয়ে এক রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে শহরে। তবে প্রশাসনের দাবি, পরিস্থিতি এখনো নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে এবং প্রয়োজনে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।আগামী দিনগুলিতে বৃষ্টিপাত কতটা হয়, তার ওপরই নির্ভর করছে বারাণসীতে গঙ্গার জলস্তরের ভবিষ্য। প্রশাসন থেকে সাধারণ মানুষ- সকলেই এখন প্রকৃতির ওপর নজর রেখে অপেক্ষা করছেন, কখন গঙ্গার রুদ্ররূপ কিছুটা থামবে।

অবিরাম বর্ষণে জলমগ্ন রাজধানী, যানজটে নাকাল দিল্লিবাসী

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাইঃসপ্তাহের শুরুতেই প্রবল বর্ষণে নাকাল হল রাজধানী দিল্লি। রবিবার রাত থেকে শুরু হওয়া লাগাতার বৃষ্টিপাতে সোমবার সকালে জলমগ্ন হয়ে পড়ে দিল্লির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। ফলে অফিস টাইমে যানজটে পড়তে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হয় হাজার হাজার নাগরিককে। ভোরবেলা থেকেই দিল্লির আকাশ ছিল ঘন মেঘে ঢাকা। তার মধ্যেই শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি। মুষলধারে বৃষ্টির জেরে শহরের নানা রাস্তায় জমে যায় জল। বিশেষ করে মেহেরৌলি-বদরপুর সড়ক ও আইএসবিটি কাশ্মীরি গেট সংলগ্ন আউটার রিং রোডে জলের স্তর বেড়ে যাওয়ায় গাড়ির গতি প্রায় স্তব্ধ হয়ে পড়ে। অল্প সময়ে ভেঙে পড়ে যানবাহন চলাচলের স্বাভাবিক ছন্দ।বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্ষাকালের এই প্রাথমিক পর্বে জলনিকাশি ব্যবস্থা দুর্বল থাকায় রাজধানী বারবার এমন সমস্যার মুখোমুখি হয়। একাধিক জায়গায় জল জমে যাওয়ার ফলে বাস, গাড়ি, রিকশা সবই ধীরগতিতে চলছে। অফিস যাওয়ার সময়ে যানজটে আটকে পড়ে বহু মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সোশ্যাল মিডিয়া জুড়েও ধেয়ে আসছে ছবির পাশাপাশি অসন্তোষের ঝড়।রাজধানীর পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, গুরুগ্রাম এবং দিল্লির মধ্যে সংযোগকারী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স।ক এনএইচ-৪৮ (National Highway ৪৮)-এ দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়। রবিবার রাত থেকে টানা বৃষ্টির ফলে গাড়ির গতি অত্যন্ত ধীর হয়ে পড়ে এবং সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা রূপ নেয় এক স্থবির চিত্রে।রাজধানী দিল্লির পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ ও হরিয়ানার একাধিক এলাকাতেও প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে। সেই সব জায়গাতেও একই ধরনের জলজট এবং যানজটের ছবি দেখা গিয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে ট্রাফিক নিযন্ত্রণে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হলেও বৃষ্টির পরিমাণ বেশি হওয়ায় পরিস্থিতি নিযন্ত্রণে আনতে হিমশিম খাচ্ছে দিল্লি পুলিশ ও পুরসভা।দিল্লি আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে রাজধানী অঞ্চলে এই ভারী বর্ষণ হয়েছে। আগামী এক-দুদিন বৃষ্টির এমন প্রবণতা বজায় থাকতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে নাগরিকদের আগাম সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে যাঁদের প্রতিদিন গাড়ি নিয়ে যাতায়াত করতে হয়।এদিকে বর্ষার প্রথম ধাক্কাতেই দিল্লির এই দুর্দশা রাজধানীর পরিকাঠামো নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। প্রতি বছরই বর্ষা নামলেই দিল্লির একাধিক এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। অথচ প্রশাসনের তরফে আগাম প্রস্তুতির দাবি থাকলেও বাস্তবে পরিস্থিতি খুব একটা বদলায় না। বিশেষ করে জলনিকাশি ব্যবস্থা যে এখনও ঢিলেঢালা ও অকার্যকর, তা আজ আবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল এই পরিস্থিতি।সোমবার সকাল থেকে অফিসপাড়া, স্কুল-কলেজ, জরুরি পরিষেবা- সব কিছুতেই প্রভাব পড়ে এই জলাবদ্ধতার। বিভিন্ন হাসপাতাল ও অ্যাম্বুলেন্স সেবার ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা গেছে বলে জানিয়েছেন কিছু বাসিন্দা।এমন পরিস্থিতিতে শহরের সাধারণ মানুষের একটাই প্রশ্ন- প্রতিবছর একই ছবি কেন? কেন জল নিকাশির স্থায়ী ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না? এবং কেনই বা বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকার পরেও পুরসভা ও ট্রাফিক প্রশাসন প্রস্তুত থাকে না?দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (MCD)-এর এক আধিকারিক জানান, জল জমে যাওয়া কিছু এলাকায় দ্রুত পাম্প বসানো হয়েছে। পাশাপাশি নজর রাখা হচ্ছে আরও কোথাও জল জমে আছে কিনা। তবে নাগরিকরা দাবি তুলেছেন, অস্থায়ী ব্যবস্থার বদলে চাই স্থায়ী সমাধান।যদিও প্রাকৃতিক দুর্যোগে নগরজীবন ব্যাহত হওয়া নতুন কিছু নয়, তবে রাজধানীর মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরে প্রতি বছর এমন অবস্থার পুনরাবৃত্তি প্রমাণ করে, নগর পরিকাঠামো এখনও কতটা দুর্বল ও ভঙ্গুর। বৃষ্টির প্রভাবে শহরবাসীর দৈনন্দিন জীবন থমকে যাওয়া যেন এখন আর চমক নয়, বরং এক অভ্যস্ত দুর্ভোগ।এখন দেখার বিষয়, আগামী দিনে বৃষ্টির দাপট কেমন থাকে এবং প্রশাসন আদৌ কীভাবে মোকাবিলা করে রাজধানীর এই জলমগ্ন দুরবস্থা। আপাতত, দিল্লি যেন ধুঁকছে বৃষ্টির জলে।

ব্রাজিলে পৌঁছেই উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনা, প্রবাসী ভারতীয়দের ভালোবাসায় সিক্ত প্রধানমন্ত্রী মোদী

রিও ডি জেনেইরো, ৭ জুলাইঃপাঁচ দেশের কূটনৈতিক সফরের চতুর্থ পর্বে ব্রাজিলে পৌঁছেই এক উষ্ণ, প্রাণবন্ত ও সাংস্কৃতিক সৌরভে ভরা অভ্যর্থনায় সিক্ত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রদ্র মোদী। গত রবিবার রাতে যখন তাঁর বিমান ব্রাজিলের ঐতিহাসিক শহর রিও ডি জেনেইরোর মাটি স্পর্শ করে, তখন থেকেই উৎসবের আবহ ছড়িয়ে পড়ে প্রবাসী ভারতীয় সমাজের মধ্যে।ব্রাজিলে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই প্রধানমন্ত্রী মোদীকে স্বাগত জানান দেশটিতে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষজন। তাঁরা শুধুমাত্র উপস্থিত ছিলেন না, বরং নিজেদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আবেগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর আগমনের মুহূর্তটিকে এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে রূপান্তরিত করে তোলেন।এই অভ্যর্থনার অন্যতম আকর্ষণ ছিল ' অপারেশ সিঁদুর'-এর থিমে একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক নৃত্য পরিবেশনা। সেই পরিবেশনায় উঠে আসে ভারতীয় নারীত্ব, ঐতিহ্য এবং শক্তির প্রতীকী রূপ। মোদীর আগমন উপলক্ষে সেজে ওঠে অনুষ্ঠানস্থল। উপস্থিত ছিলেন ছোট থেকে বড় সব বয়সের মানুষ। কেউ পরেছিলেন ট্র্যাডিশনাল পোশাক, কেউ বা হাতে নিয়ে এসেছিলেন জাতীয় পতাকা।প্রবাসী ভারতীয়দের ভালোবাসা ও উষ্ণতার আবহে আপ্লুত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন,রিও ডি জেনেইরোতে ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যরা অত্যন্ত প্রাণবন্তভাবে আমাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁরা কেবলমাত্র ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্তই নন, ভারতের উন্নয়ন ও অগ্রগতির দিকেও তাঁদের আগ্রহ এবং নিষ্ঠা অভূতপূর্ব। তাঁদের উসাহ দেখে আমি মুগ্ধ।এই সফরে শুধুমাত্র সরকারপক্ষের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকই নয়, প্রধানমন্ত্রী মোদীর অন্যতম অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে প্রবাসী ভারতীযদের সঙ্গে মতবিনিময় এবং তাঁদের অভিজ্ঞতা ও ভাবনাগুলি জানার সুযোগ। ব্রাজিলে প্রায় ১০ লক্ষ ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ রয়েছেন, যাঁরা বিভিন্ন পেশায় যুক্ত এবং ব্রাজিলের অর্থনীতি ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রী তাঁদের উদ্দেশে বলেন, আপনারা দূর দেশের মাটিতে থেকেও যেভাবে ভারতের সংস্কৃতি, ভাষা ও মূল্যবোধকে ধারণ ও লালন করছেন, তা দেখে আমি গর্বিত। বিশ্বে ভারতের যে উন্নয়ন-চিত্র তৈরি হয়েছে, তার এক বড় অংশজুড়ে রয়েছে প্রবাসী ভারতীযদের অবদান।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনেকে তুলে ধরেন, কীভাবে তাঁরা ব্রাজিলে থেকেও প্রতি মুহূর্তে ভারতের সঙ্গে মানসিকভাবে যুক্ত থাকেন। কেউ বলেন, মোদীজির নেতৃত্বে আমরা দূরদেশে থেকেও যেন ভারতকে আরও কাছ থেকে অনুভব করি।ব্রাজিলে মোদীর এই সফর কূটনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ব্রিকস (BRICS) সম্মেলন ও অন্যান্য উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণের পাশাপাশি, ভারতের বৈদেশিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে লাতিন আমেরিকায় ভারতের উপস্থিতি জোরদার করাই এই সফরের অন্যতম লক্ষ্য।তবে এইসব উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের আগেই ব্রাজিলে যে উষ্ণ অভ্যর্থনার ছবি ফুটে উঠল, তা স্পষ্ট করে দিল- ভারতের গ্লোবাল উপস্থিতি শুধুমাত্র কূটনৈতিক সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা আবেগ, সংস্কৃতি এবং মানুষের মধ্যে এক দৃঢ় বন্ধনের রূপও ধারণ করছে।এই সফর যেন আবারও একবার প্রমাণ করে দিল- দূর দেশের মাটিতেও হৃদয়ে ভারতের অস্তিত্ব ঠিক কতটা গেঁথে থাকে, আর একজন জনপ্রিয় নেতার আগমন সেই আবেগকে কতটা জাগ্রত করতে পারে। ব্রাজিলের মাটিতে এদিন যেন তা আরও একবার চোখে পড়ল এক ভীষণ স্পষ্ট রূপে।

আইসিসির সিইও নিযুক্ত হলেন সঞ্জয় গুপ্ত,৭ জুলাই দায়িত্ব নেবেন

দুবাই, ৭ জুলাই ঃ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) সঞ্জয় গুপ্তাকে তাঁদের নতুন প্রধান নির্বাহী আধিকারিক হিসেবে নিযুক্ত করেছে। তিনি সোমবার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং এই পদে অধিষ্ঠিত সপ্তম ব্যক্তি হবেন। ডিজনি স্টারের ক্রীড়া প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী গুপ্তা, জিওফ অ্যালার্ডিসের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন, যিনি এই জানুয়ারিতে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। অ্যালার্ডিস ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট অপারেশনস ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর ২০১২ সালে আইসিসিতে জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে যোগদান করেন। ২০২১ সালের মার্চ মাসে তাঁকে ভারপ্রাপ্ত সিইও হিসেবে নিযুক্ত করা হয় এবং সেই বছরের নভেম্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পদে নিযুক্ত করা হয়।এই সুযোগ পাওয়াটা সৌভাগ্যের, বিশেষ করে এমন এক সময় যখন ক্রিকেট অভূতপূর্ব প্রবৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত, বলেছেন সঞ্জয় গুপ্তা।এই খেলার জন্য উত্তেজনাপূর্ণ সময়, কারণ মার্কি ইভেন্ট গুলির মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, বাণিজ্যিক সুযোগগুলি প্রশস্ত হচ্ছে এবং মহিলাদের খেলার মতো সুযোগগুলি জনপ্রিয়তার দিকে যাচ্ছে।এই নিয়োগের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে আইসিসির চেয়ারম্যান জয় শাহ বলেছেন, সঞ্জয়ের ক্রীড়া কৌশল এবং বাণিজ্যিকীকরণের বিষয়ে ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে, যা আইসিসির জন্য অমূল্য হবে। বিশ্বব্যাপী ক্রীড়া এবং এমঅ্যান্ডই ল্যান্ডস্কেপ সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান রয়েছে। খেলাটির বিকাশের আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় অপরিহার্য প্রমাণিত হবে।বিশ্ব ক্রিকেটের এমন এক সময়ে গুপ্তা দায়িত্ব গ্রহণ করছেন, যেখানে ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে খেলাটির অন্তর্ভুক্তি এবং ক্রিকেট জুড়ে প্রযুক্তিগত একীকরণ বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অমরনাথ যাত্রা নির্বিঘ্নে চলছে, মাত্র ৪ দিনেই দর্শন সম্পন্ন করলেন প্রায় ৭০ হাজারপুণ্যার্থী

শ্রীনগর, ৭ জুলাইঃআঁটোসাঁটো নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে এবারের অমরনাথ যাত্রা অত্যন্ত মসৃণভাবে এগিয়ে চলেছে। ৩ জুলাই থেকে শুরু হওয়া এই ধর্মীয় যাত্রা ইতিমধ্যেই প্রথম চার দিনে প্রায় ৭০,০০০ তীর্থযাত্রীর পবিত্র গুহা মন্দিরে ' দর্শন সম্পন্ন হওয়ার সাক্ষী হয়েছে। প্রতি বছরের মতো এবারও কাশ্মীর উপত্যকায় লক্ষাধিক ভক্ত এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করছেন, আর প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে চূড়ান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা।সোমবার আরও একটি তীর্থযাত্রী দলের যাত্রা শুরু হয়েছে জম্মু থেকে। ৮,৬০৫ জন তীর্থযাত্রী কড়া নজরদারির মধ্যে দিয়ে কাশ্মীর উপত্যকার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। আধিকারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, গত রবিবার একদিনেই ২১,৫১২ জন পুণ্যার্থী পবিত্র গুহা মন্দিরে ' দর্শন করেন। তীর্থযাত্রীদের এই সংখ্যা প্রমাণ করে যে এবারের অমরনাথ যাত্রা কতটা সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে।এই বছর অমরনাথ যাত্রার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য প্রশাসনের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে বহুস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়। প্রতি বছরই এই যাত্রাপথে নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ থাকে, বিশেষ করে জঙ্গি কার্যকলাপ ও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে। সেই কারণে এবার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা হয়েছে। সেনা, আধা-সামরিক বাহিনী, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ, এবং অন্যান্য সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত বাহিনী যাত্রাপথের প্রতিটি অংশে নজরদারি চালাচ্ছে। ব্যবহার করা হচ্ছে ড্রোন, সিসিটিভি এবং আধুনিক প্রযুক্তির পর্যবেক্ষণ যন্ত্রও।পুণ্যার্থীদের ভিড় সামলাতে এবং দুর্ঘটনা এড়াতে চিকিৎসা শিবির, বিশ্রামাগার, মোবাইল অ্যাম্বুলেন্স, খাবার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাত্রাপথ জুড়ে। সেই সঙ্গে রাখা হয়েছে আবহাওয়া সংক্রান্ত সতর্কতা ব্যবস্থা, যাতে অপ্রত্যাশিত আবহাওয়া পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।এবারের যাত্রা চলবে আগামী আগস্টের শেষ পর্যন্ত। পুরো যাত্রাপথ দুটি প্রধান রুটে বিভক্ত- একটি হচ্ছে ৪৬ কিমি দীর্ঘ পারম্পরিক পাহালগাম রুট, আর অন্যটি হচ্ছে তুলনামূলকভাবে ছোট কিন্তু কঠিন ১৪ কিমির বালটাল রুট। দু'টি পথেই প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে সুশৃঙ্খলভাবে চলছে যাত্রা।তবে যাত্রা শুরুর পর থেকে এখনও পর্যন্ত দু'জন তীর্থযাত্রীর স্বাভাবিক মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, দু'জনেরই মৃত্যু হয়েছে উচ্চতা সংক্রান্ত অসুস্থতার কারণে, এবং তারা আগে থেকেই শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। তবুও যাত্রীদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে যথাযথ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।শ্রী অমরনাথ জি শ্রাইনের তরফে জানানো হয়েছে, এবছরের যাত্রা যেন নির্বিঘ্ন এবং নিরাপদ হয়, তার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষ ও পুণ্যার্থীদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে যে, যাত্রার সময় যেন প্রশাসনের সমস্ত নির্দেশিকা মেনে চলা হয়।অমরনাথ যাত্রা কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় পরিক্রমা নয়, বরং তা বহু মানুষের জীবনের এক অভিজ্ঞতা, এক অন্তরঙ্গ আধ্যাত্মিক অভিযাত্রা। হিমালয়ের দুর্গম পথে পায়ে হেঁটে এই গুহামন্দিরে পৌঁছনো মানেই এক আত্মিক তৃপ্তি। বহু বছর ধরে চলে আসা এই পবিত্র যাত্রা কাশ্মীরের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।এই মুহূর্তে যে গতিতে তীর্থযাত্রীরা দর্শন সম্পন্ন করছেন, তাতে আশা করা হচ্ছে যে এবারের যাত্রায় রেকর্ড সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করবেন। এবং প্রশাসনের দৃঢ় হাতে পরিচালনার কারণে অমরনাথ যাত্রা ২০২৫ এক স্মরণীয় ও নিরাপদ আয়োজনে পরিণত হবে।

ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় মহুয়ার প্রতিবাদ, প্রশ্ন সুদীপ্তর

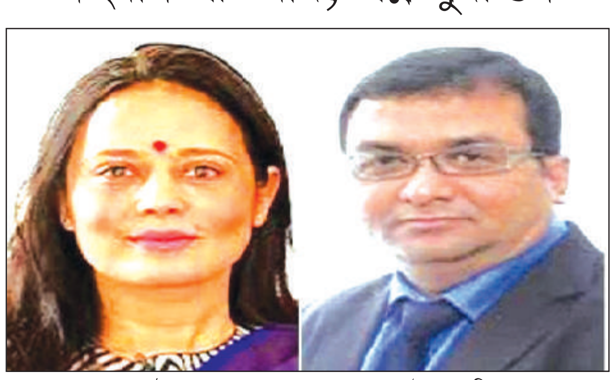

কলকাতা, ৭ জুলাই ঃচোরাপথে ভারতে ঢুকে ভোটার তালিকায় নাম তুলে বসা বহিরাগতদের নাম বাতিলের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাবনার প্রকাশ্য প্রতিবাদ করেছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। এর প্রশ্ন তুলেছেন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে স্বীকৃত ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টেন্ট, জাতীয়তাবাদী বিশ্লেষক সুদীপ্ত গুহ। প্রশ্ন তুলেছেন, কাদের অধিকারের জন্য লড়াই করছেন মহুয়া মৈত্র আমাদের জানা দরকার।সুদীপ্তবাবুর ব্যাখ্যা, ১৯৪৬ এ ভাগালপুরে দাঙ্গার পরে ১০ লক্ষ বিহারি মুসলিম পাকিস্তান যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তারা যায় পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশে। ১৯৭১ এর ভোটে শেখ মুজিব জিতলে, পাকিস্তান তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং অত্যাচার শুরু হয় রাজাকারদের। আর এই বিহারি মুসলিমরা সাহায্য করা শুরু করে রাজাকারদের। কিন্তু ডিসেম্বরে পাকিস্তান হেরে গেলে এরা ক্যাম্পেই থেকে যায়। পালাতে পারেনি বা কেউ নিয়ে যায় নি। এদের সঙ্গে যোগ দেয় আত্মসমর্পন না করা অস্ত্রসহ পাকিস্তানী সেনারা। ভারত বাংলাদেশ ছাড়লে, বাংলাদেশ পুলিশ এদের ধরতে গেলে, এদের অস্ত্রে মারা যায় বহু পুলিশ।দিনে দিনে কিছু লোকজন পালিয়ে যায় পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারে। এদের একজনকেও বাংলাদেশ সরকার পাসপোর্ট বা ভোটার কার্ড জারি করে নি। এদের কিছু লোক আজ পুরপিতা বা পঞ্চায়েত প্রধান বা বিধায়ক বা মন্ত্রী হয়ে আছে আমাদের রাজ্যে এবং বিহারে।নির্বাচন কমিশন এদের ধরলে, যে দেশে এরা ধর্ম রক্ষার জন্য ১৯৪৭ এ ছিল, বাংলাদেশ বা পাকিস্তান এদের নেবেনা। তাই এদের রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছেন মহুয়া মৈত্র। কিন্তু মহুয়া তো আইনজীবী না। বিহারি না। মুসলিম না। বাংলাদেশী বা পাকিস্তান না। তাহলে কেন? যে আবর্জনা বাংলাদেশ বা পাকিস্তান ত্যাগ করেছে, সেই আবর্জনা কার স্বার্থে আমাদের দেশে সাজিয়ে রাখতে চায় মহুয়া?আসলে এই চেকিং পশ্চিমবঙ্গে শুরু হলে, কলকাতার আধা খালি হয়ে যাবে। বহু বঙ্গীয় জনপ্রতিনিধিকে দেশত্যাগ করতে হবে অচিরেই। তাই এই উদ্যোগ। আর তাই লক্ষের হিসাবে বলা হচ্ছে, কোটি না।

বক্স অফিসে আধিপত্য বিস্তার করছেঃ'সিতারে জমিন পর'

মুম্বই,৭ জুলাই ঃ আমির খানের ছবি 'সিতারে জমিন পর' মুক্তির ১৫ দিন হয়ে গেছে। ২০ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া এই ছবিটি প্রথম দিন থেকেই দর্শকদের মন জয় করেছে। কাজলের ছবি 'মা' প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করলেও, 'সিতারে জমিন পর' তার দখল ধরে রেখেছে।আমির খানের ছবি 'সিতারে জমিন পর' মুক্তির ১৫তম দিনে, অর্থা দ্বিতীয় শুক্রবার ২.৫০ কোটি টাকা আয় করেছে। এর সঙ্গে ভারতে এই ছবির মোট বক্স অফিস কালেকশন ১৩৭.৯০ কোটি টাকা পৌঁছেছে। ৯০ কোটি টাকার বাজেটে নির্মিত এই ছবিটি বিদেশেও দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে। বিশ্বব্যাপী এর মোট আয় এখনো পর্যন্ত ২১৪.৫ কোটি টাকা। যা স্পষ্ট করে যে ছবিটি দর্শকদের কাছ থেকে প্রচুর ভালোবাসা পাচ্ছে।'সিতারে জমিন পার' ছবিতে প্রথমবারের মতো আমির খান এবং জেনেলিয়া ডি'সুজা এক সঙ্গে অভিনয় করেছেন। ছবিতে জেনেলিয়া আমিরের স্ত্রী সুনীতার চরিত্রে অভিনয় করেছেন। অন্যদিকে আমির একজন কুখ্যাত বাস্কেটবল কোচ গুলশানের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এই ছবির গল্প ডাউন সিনড্রোমের উপর ভিত্তি করে এবং এটি পরিচালনা করেছেন আরএস প্রসন্ন। আমির খান তার প্রাক্তন স্ত্রী কিরণ রাওয়ের সঙ্গে এই ছবিটি প্রযোজনা করেছেন।

রাশিফল

মেষঃ অসীম শক্তি এবং উৎসাহ আপনাকে আকৃষ্ট করবে এবং আপনি যে কোনও সুযোগকে নিজের সুবিধার্থে ব্যবহার করবেন। আপনার হাত থেকে সহজেই অর্থ বেরিয়ে যাবে। তবে আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখবে। পরিবারে অনুষ্ঠানের যোগ আছে। বন্ধুত্ব হারানোর সম্ভাবনা থাকায় সতর্ক থাকুন।

বৃষঃআপনার মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখুন। যাঁরা বিভিন্ন সুবিধা নিতে আপনার কাছে আসে, আজ তাঁদের উপেক্ষা করুন। অবসর সময় শিশুদের সঙ্গে উপভোগ করুন।

মিথুনঃআধ্যাত্মিক ও শারীরিক লাভের জন্য ধ্যান এবং যোগব্যায়াম করা উচিত। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক বিষয় এবং মুলতুবি থাকা গৃহস্থালির কাজ শেষ করতে পারেন। আজ আপনি প্রিয়জনের থেকে ভালোবাসা অনুভব করবেন। বেড়াতে যাওয়ার জন্য দিনটা ভালো নয়।

কর্কটঃআজ আপনি আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। সন্তানদের থেকে অপ্রত্যাশিত আনন্দের খবর পাবেন। রোমান্টিক স্মৃতি আপনার দিনজুড়ে থাকবে। আজ মদ বা সিগারেট না খাওয়াই ভালো। কারণ, তাতে মাত্রাটা বেড়ে যেতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো যাবে।

সিংহঃআপনার সাংসারিক জীবনকে নতুন রূপে সাজানোর জন্য আপনি হয়তো ব্যক্তিগত স্তরে নতুন কোনও কাজে দক্ষ হয়ে উঠতে চাইবেন। সামান্য কল্পনা ও ঘনিষ্ঠতা আপনাকে আপনার প্রিয়তমের কাছাকাছি আসতে সাহায্য করবে।

কন্যাঃ আজ আপনি আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। সন্তানদের থেকে অপ্রত্যাশিত আনন্দদর খবর পাবেন। রোমান্টিক স্মৃতি আপনার দিনজুড়ে থাকবে। আজ মদ বা সিগারেট না খাওয়াই ভালো। কারণ, তাতে মাত্রাটা বেড়ে যেতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো যাবে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গী বা বন্ধুদের সঙ্গে অনলাইনে সিনেমা দেখতে পারেন।

তুলাঃ আপনার ও আপনার প্রিয়তমের মানসিক উত্তেজনা একই মাত্রায় থাকবে, ফলে রোমান্স উচ্চতার শিখরে পৌঁছবে। সামাজিকতার জন্য আজকের দিনটি ভালো, আপনি হয়তো কোনও পার্টি দেবেন ও বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো সময় উপভোগ করবেন।

বৃশ্চিকঃসমালোচনার ফলে আপনার সম্পর্কে হালকা চিড় ধরবে ও সম্ভবত আপনি আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে পাবেন। আক্রমণাত্মক হয়ে পড়বেন না ও সম্পর্ককে জিইয়ে রাখার জন্য বিষয়গুলি সাবধানে সামলান।

ধনুঃভালোবাসা ও সম্পর্কের জন্য এটি একটি আনন্দদায়ক ও রমণীয় দিন। আপনি হয়তো আপনার প্রিয়তমের কাছে আপনার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করবেন।

মকরঃ আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে আপনি হয়তো নিজের আত্মাকে নতুন করে খুঁজে পাবেন। আজকে সম্ভবত আপনার সঙ্গীর সঙ্গে কর্মিক সংযোগ স্থাপন করার দিন।বিবাহের যোগ হবে।

কুম্ভঃ আজকে উফুল্ল মেজাজের কারণে দিনটি ভালো হয়ে উঠবে। আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে আপনি গাড়ি করে ঘুরতে বেরোবেন, যা আপনার সম্পর্কে ভালোবাসা ও উষ্ণতা বাড়িয়ে তুলবে। শুভ দিন

মীনঃআপনি সম্ভবত শান্তিতে থাকবেন, কেননা আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সংক্রান্ত আলোচনা আপনাকে প্রচুর সাহায্য করবে। একসঙ্গে কাটানো সুন্দর কিছু মুহূর্ত আপনাদের একে অন্যের আরো কাছে নিয়ে আসবে বলে মনে।

আবহাওয়া

নিম্নচাপ ও বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজছে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ, স্বস্তিদায়ক আবহাওয়া কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই। মেঘলা আকাশ, বৃষ্টিও হয়েছে বিভিন্ন জেলায়। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.২ ডিগ্রি কম।আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দমকা ঝোড়ো বাতাসও বইতে পারে। আগামী বুধ এবং বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কমতে পারে। তবে থামবে না। দক্ষিণবঙ্গে এই বৃষ্টি চলবে আগামী শনিবার পর্যন্ত। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা- ২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯২ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৮২ শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০.২ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মনিট। ভাটা-সকাল ০৮টা ৫৫মনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৪টা ৫৭মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২১মিনিটে

হুগলির বৈদ্যবাটিতে উদ্ধার যুগলের রক্তাক্ত দেহ

দুরন্তার্তা, বৈদ্যবাটি,৭ জুলাইঃ বৈদ্যবাটি পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের সীতারাম বাগান এলাকার একটি বাড়িতে গত ছয় বছর ধরে ভাড়া থাকতেন মণীশ ও অপর্ণা। হুগলির বৈদ্যবাটি পুরসভার একটি বাড়ি থেকে বুধবার গভীর রাতে উদ্ধার হলো যুগলের রক্তাক্ত দেহ। স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতদের নাম মণীশ ভাদুড়ি (৩৫) ও অপর্ণা মাঝি (৩২)। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বুধবার রাত তিনটে নাগাদ তাঁরা ওই বাড়ি থেকে চিৎকার শুনতে পান। তাঁরা ওই বাড়িতে গিয়ে দেখেন মণীশ ও অপর্ণা রক্তাক্ত অবস্থায় সেখানে পড়ে রয়েছেন এবং ছটফট করছেন। প্রতিবেশীরাই পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে তাঁদের উদ্ধার করে শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কিছুক্ষণ পরে তাঁদের মৃত্যু হয়।প্রতিবেশীরা জানান, মণীশ স্থানীয় একটি কারখানায় কাজ করতেন এবং অপর্ণা পরিচারিকার কাজ করতেন। ওই ভাড়া বাড়িতে এক সঙ্গেই থাকতেন তাঁরা। দু'জনেই সকালে কাজে বেরিয়ে যেতেন। মণীশ নেশা করতেন। তা নিয়ে অপর্ণার সঙ্গে মাঝেমধ্যে অশান্তি হতো। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, বুধবারও তেমন ঝামেলা হয়। সেই সময় ধারালো কোনও কিছু দিয়ে তাঁরা একে অন্যকে আঘাত করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করে চন্দননগর থানার পুলিশ।

ছাত্রীদের সুবজ সা০থী প্রকল্পের সাইকেল প্রদান

সৌরভ দাশ,হিঙ্গলগঞ্জ,৭ জুলাই ঃ ছাত্র ছাত্রী দের সুবিধার্থে সরকারী প্রকল্প সবুজ সাথী। হিঙ্গলগঞ্জে এবছর নবম শ্রেণীতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্র ছাত্রীদের হাতে সবুজ সাথী প্রকল্পের সুবিধা তুলে দেওয়ার সূচনা হলো। হিঙ্গলগঞ্জ কৃষক বাজারে আয়োজিত এই সরকারী উদ্যোগে উপস্থিত ছিলেন হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক, হিঙ্গলগঞ্জের বিডিও, হিঙ্গলগঞ্জ থানার আই.সি সহ অন্যান্নরা।এদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে ৬০ জন ছাত্রী কে সবুজ সাথী প্রকল্পের সাইকেল তুলে দেওয়া হয়।

বারুইপুরে বোমা ছোঁড়ার ঘটনায় গ্রেফতার দুই

দুরন্ত বার্তা,বারুইপুর, ৭ জুলাই ঃ বারুইপুরে বোমা ছোঁড়ার ঘটনায় গ্রেফতার দুই। বারুইপুর থানার মল্লিকপুরের সুলতানপুরে বোমা ছোঁ।ার ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছ।ালো সোমবার।বারুইপুর থানার পুলিশ দ্রুততার সঙ্গে ঘটনা স্থলে গিয়ে সিসি ক্যামেরার ছবি দেখে অভিযুক্ত দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে।সোমবার মল্লিকপুরের সুলতানপুরের টাওয়ার গলিতে আচমকা বোম ফাটায় বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে.পড়ে। অভিযোগ, বেনিয়াডাঙ্গার বাসিন্দা সুরজ মোল্লা ওরফে বেবি ও তার দলবল এলাকায় ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করতেই এই বোমা ছোঁড়েন। পুলিশ সুরজ ও তার সঙ্গী ইরশাদ খান কে গ্রেপ্তার করেছে।এর সঙ্গে আর কারা জড়িত তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে । ধৃতদের এদিন বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে বারুইপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ। আর এই ঘটনার পরে এলাকায় নিরাপত্তার দাবি তুললো মহিলারা।

মহরমের তাজিয়ার মিছিলের নামে হিন্দুদের উপর জেহাদিদের অত্যাচারের অভিযোগ শুভেন্দুর

কলকাতা, ৭ জুলাই ঃ মালদা বিধানসভার ইংলিশবাজার থানার নরহাট্টা জিপির লক্ষ্মীকান্তপুর গ্রামে মহরমের তাজিয়া নিয়ে হিন্দু এলাকায় বিপুল সংখ্যক জেহাদির দল ঘর, বাড়ি, দোকান ভাংচুর করেছে। সেখানে পুলিশ কর্মীরা থাকলেও তারা নিরব দর্শকের ভুমিকায় ছিল। লক্ষ্মীপুর গ্রামের শান্তিপ্রিয় .হিন্দুরা ঘটনার পর থেকে আতঙ্কিত। সোমবার এক্স হ্যান্ডলে এই অভিযোগ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ৪ মিনিট ১০ সেকেন্ডের একটি ভিডিয়ো-সহ তিনি লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় উৎসব পালনের সময় এমন একটাও উৎসব নেই যে তাদের রক্ত ঝরে নি, সে দুর্গাপুজোই হোক আর সরস্বতী পুজো, বা রথযাত্রা। ভিন্ন ধর্মের একদল জেহাদি বর্তমানে রাজ্যটাকে নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তি ভেবে নিয়ে হিন্দুদের উপর বিনা প্ররোচনায় যখন তখন আক্রমণ চালাচ্ছে, তাদের ধর্মাচরণে বাধা দান করছে। আর এসব কিছুই হচ্ছে মমতা ব্যানার্জীর নির্লজ্জ তোষন নীতির ফলে। কারণ মমতা ব্যানার্জী নিজের ৩০ শতাংশ ভোট ব্যাঙ্ক অক্ষুন্ন রাখতে চান। যথারীতি প্রশাসনেরও হাত বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই অরাজকতার থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় গণতান্ত্রিক উপায়ে এই সরকারের বিসর্জন। মালদার এই ঘটনায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনোও রকম পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি। আমি হিন্দুদের বলব আপনারা জোট বাঁধুন, একত্রিত হোন, নচে বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে, আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গেও থাকা দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।

প্লাস্টিক মুক্ত দিবস ও বাল্যবিবাহ রোধ বিষয়ক আলোচনা সভা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৭ জুলাই ঃ মিশন নির্মল বাংলা করতে প্লাস্টিক মুক্ত দিবস পালন করা হলো সারা রাজ্য জুড়ে। এদিন জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ও ব্লক প্রশাসনের সহায়তায় বহড়ু এলাকায় প্লাস্টিক মুক্ত করার বিভিন্ন হোল্ডিং সহ একটি সচেতনতা মূলক পদযাত্রা এলাকা পরিভ্রমন করে।এদিন এই পদযাত্রার মধ্যে দিয়ে প্লাস্টিক মুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়। প্লাস্টিক বর্জনের অঙ্গীকার করা হয়।এদিনের এই পদযাত্রায় স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি অংশ নেন জয়নগর এক নম্বর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও নিমাই বিশ্বাস, বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মতিউর রহমান লস্কর, উপপ্রধান সঙ্গীতা মন্ডল সহ একাধিক আধিকারিক বৃন্দ ও সাধারণ মানুষ।এরপরে বহড়ু গার্লস হাই স্কুলে প্লাস্টিক মুক্ত দিবসের ও বাল্যবিবাহ রোধ করার বিষয়ক একটি আলোচনা সভা হয়। যাতে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর এক নম্বর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও নিমাই বিশ্বাস, বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর, উপপ্রধান সংগীতা মন্ডল,বহড়ু পঞ্চায়েতের আইসিডিএস এর সুপারভাইজার দীপসা কাঞ্জি, জয়নগর এক নম্বর ব্লকের পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে এস পি এইচ এম অঞ্জনা রায়, দীপিকা দত্ত, বহড়ু গার্লস হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা রূপালী মুখার্জী সহ আরো অনেকে। কিভাবে প্লাস্টিক মুক্ত করা যাবে সমাজকে, নিজের বাড়িকে সে বিষয়ে এদিন ছাত্র ছাত্রীদের সামনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। এছাড়া বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে কি কি করণীয় সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয় এদিনের এই আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে।

নিখোঁজ হওয়া ব্যক্তিকে উদ্ধার ট্রেন থেকে করল হরিপাল থানার পুলিশ

প্রকাশ মন্ডল, হুগলি ৭ জুলাই ঃ নিখোঁজ হওয়া এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করল হরিপাল থানার পুলিশ। হরিপাল থানার অন্তর্গত বন্দিপুর মিত্র পাড়া বাসিন্দা অর্পিতা দাস। হরিপাল থানায় একটা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তার স্বামী দেব কুমার দাস । ৪ জুন বেলা তিনটার সময় তারকেশ্বর যাচ্ছি বলে, বাড়ি থেকে হয় বাড়ি ফিরতে দেরি হলে , বাড়ির লোকজন তার মোবাইল ফোনে বারবার যোগাযোগ করলে ।দেব কুমার বাবুর ফোন সুইচ অফ বলে। তারপর দেব কুমার বাবু স্ত্রী অর্পিতা দাস হরিপাল থানা একটা মিসিং ডায়েরি করে। ডাইরি নাম্বার ২৯৮ যার ডেট ৪-৭- ২০২৫শে মেশিন ডায়েরি পরিপ্রেক্ষিতে হরিপাল থানা তদন্ত শুরু করে। এবং ৫, ৭, ২০২৫ শে অর্পিতা দাসের মোবাইলে একটা মেসেজ আসে কেউবা কারা তার স্বামীকে ১৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে

কিডন্যাপ করেছে। তারপর অর্পিতা দাস হরিপাল থানায় একটা কিডন্যাপের মামলা দায়ের করে । তারপর হরিপাল থানা একটা কিডন্যাপিং মামলার অজু করে যার কেস নম্বর ৪১৫ ডেট ৫৭২০২৫ ১৩৭, ১৪০। অভিযোগের ভিত্তিতে এই মামলা দতদন্ত শুরু করেন এবং দেব কুমারের মোবাইলে টাওয়ার লোকেশন চেক করে দেখা যায়। বিভিন্ন রেল টেশন ,ক্রস করছে তারপর রেল পুলিশের সাহায্য নেয়। এবং জানতে পারে হুগলি জেলা ধোনেখালি থানার একটা টিম তদন্তে যাচ্ছে উত্তর প্রদেশ। ওই টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করে হরিপাল থানার ইন্সপেক্টর বিশ্বজি নন্দী। এবং ছবি ও মোবাইল নাম্বার দেওয়া হয়। ধোনেখালি থানার তদন্তকারী টিমে কে উত্তর প্রদেশ দেশের ঝাজা স্টেশন , চম্বল এক্সপ্রেস থেকে উদ্ধার করে, তারপর । হরিপাল থানায় আনা হয়। দেব কুমার বাবুকে। দেব কুমার বাবু প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। কিভাবে এই ঘটনার ঘটলো তা তদন্ত শুরু করেছে হরিপাল থানার পুলিশ। আজ দোষী কে চন্দননগর মহকুমা আদালতে তোলা হয।

শিয়ালদহ দক্ষিন শাখার একাধিক সমস্যা নিয়ে ডেপুটেশন ইউ সি আই -র

কলকাতা, ৭ জুলাই ঃ কসবাকাণ্ডের আবহে তৃণমূলের ছাত্রনেতা মনোজি মিশ্রর বিরুদ্ধে হরেক অভিযোগের মধ্যেই চমকে দিল এবার বালুরঘাট কলেজের ছবি। পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির তরফে এক্স হ্যান্ডলে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, কলেজের ইউনিয়ন রুমে বসে টিএমসিপি সভাপতি মদ্যপান করছেন। ২০২২-এর ভিডিওটি এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে অভিযোগ করেছে বিজেপি। পোস্টের সঙ্গে লেখা হয়েছে, ' বালুরঘাট কলেজের ইউনিয়ন রুমে ক্যাম্পাসের ভিতরেই মহিলাকে নিয়ে মদ্যপান টিএমসিপি সভাপতির। মদ, মহিলা ও নোংরা রাজনীতি, এটাই তৃণমূলের আসল মুখ! কসবা থেকে সংেদশখালি, টিএমসিপি ইউনিয়ন রুম, পার্টি অফিস আসলে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ডেরা। তৃণমূলে যোগ দিতে হলে, হয় আপনাকে বিকৃতমনস্ক হতে হবে, নয়তো আক্রমণকারী হতে হবে'। প্রসঙ্গত, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন নেত্রী রাজন্যা হালদার বিস্ফোরক দাবি করে বলেছেন, দলের অন্দরে এখনও একাধিক মনোজি মিশ্র রয়েছেন। দলের অন্দরে এই নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর।

৩২ তম বর্ষের খুটি পুজো

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৭ জুলাই ঃ রথের মধ্যে দিয়ে বাঙালির সেরা উৎসব দুর্গাপুজোর সূচনা হয়ে গেল। হাতে আর কিছু দিন বাকি। শনিবার উল্টোরথের রাতে জয়নগর চন্ডীতলা সার্বজনীন দূর্গাপুজো কমিটির উদ্যোগে জয়চন্ডীতলায় ৩২ তম বর্ষের খুটি পুজোর সূচনা হলো।এদিন এই সূচনা পর্বে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, নাট্যকার কিশলয় বসু,পুজো কমিটির সম্পাদক চন্দন চ্যাটার্জী সহ আরো অনেকে।

এদিন ধর্মীয় রীতি মেনে এই খুটি পুজো করা হয়। এব্যাপারে পুজো কমিটির সম্পাদকক চন্দন চ্যাটার্জী বলেন, প্রতিবছর আমরা নতুন আঙ্গিকে পরিবেশন করি। এবছর আমাদের থিম রাঢ় বাংলার থেকে উঠে আসা রুপ পরিব্রজ্যা।

আমরা এবছর থিম সং রেখেছি। আরও কিছু আকর্ষণ থাকবে এবছর।আমরা চাই আপনারা আসুন।

পোদ্দার উদ্যোগ লিমিটেড

হংকং হাউস, ৩১, বি.বি.ডি. বাগ (এস),কলকাতা- ৭০০০০১

সিআইএন- এল৫১১০৯ডব্লুবি১৯৮১পিএলসি০৩৩৬০৬

EMAIL- rocpoddar.co.in টেলিফোন নম্বরঃ ০৩৩২২৪৮৮৮৯১

অতিরিক্ত সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভা (EGM) বুধবার, ৩০শে জুলাই, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২,৩০ মিনিটে হংকং হাউসে অনুষ্ঠিত হবে। ৩১. বি. বি. ডি. বাগ (এস), কলকাতা-৭০০০০১ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য ঃ

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ই-ভোটিং নির্দেশাবলী সহ ইজিএমের নোটিশ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানিতে নিবন্ধিত এবং ই-ভোটিং নির্দেশাবলী সহ ইজিএমের নোটিশের প্রকৃত কপি অনুমোদিত পদ্ধতিতে সদস্যদের নিবন্ধিত ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে, যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি।

কোম্পানির EGM নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.poddarudyog.co.in এও পাওয়া যাবে। সদস্যরা উপরে উল্লিখিত ইমেল আইডি (rocpoddar.co.in) অথবা কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে লিখিতভাবে কোম্পানির কাছে এর একটি অনুলিপি অনুরোধ করতে পারেন।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর বিধান অনুসারে, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন বিধি, ২০১৪।সেবি(তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) ২০১৫ এর ৪৪ নং প্রবিধান এবং MCA সার্কুলার অনুসারে পঠিত হয়, কোম্পানি NSDL এর মাধ্যমে দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। এই সুবিধাটি কাট অফ তারিখে অর্থাৎ ২৩শে জুলাই, ২০২৫ তারিখে শেয়ারধারী সদস্যদের EGM-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত যেকোনো বা সমস্ত ব্যবসায় ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য প্রদান করা হচ্ছে।

যেসব সদস্য ইজিএমের আগে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি, তারা ইজিএমে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন।

দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধার জন্য বিস্তারিত নির্দেশাবলী নিম্নরূপঃ

১. রিমোট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময়ঃ রবিবার, ২৭শে জুলাই, ২০২৫ সকাল ৯.০০ টা থেকে।

২. রিমোট ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ মঙ্গলবার, ২৯শে জুলাই, ২০২৫ বিকাল ৫.০০ টায়।

৩. কাট-অফ তারিখ। বুধবার, ২৩শে জুলাই, ২০২৫।

৪. ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ই-ভোটিং ২৯শে জুলাই, ২০২৫, মঙ্গলবার বিকেল ৫.০০ টার পরে অনুমোদিত হবে না।

৫. যেসব সদস্য ইজিএমের আগে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারাও ইজিএমে যোগ দিতে পারবেন তবে পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

৬. কোনও প্রশ্ন অভিযোগের ক্ষেত্রে, আপনি NSDL-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.comএর ডাউনলোড বিভাগের অধীনে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন।

বোর্ডের আদেশ দ্বারা
পোদ্দার উদ্যোগ লিমিটেডের জন্য
সাক্ষর-
নিখিল পোদ্দার
পরিচালক
DIN ০০৪০৭৭৩৭

তারিখ ০৫.০৭.২০২৫
স্থান কলকাতা

বঙ্গ রাজনীতিতে 'জল্পনা' শব্দের নতুন সংজ্ঞা দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ৭ জুলাই ঃ আমার জলও নেই, পোনাও নেই। আমার রাজনীতি আছে। বঙ্গ রাজনীতিতে সোমবার ' শব্দের এই নতুন সংজ্ঞা দিলেন বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। দিলীপ ঘোষ মানেই বঙ্গ রাজনীতির বর্ণময় চরিত্র, আবার তুমুল সমালোচিতও। বিশেষত লাগামছাড়া কথাবার্তা, বেফাঁস মন্তব্যের কারণে তাঁর কুখ্যাতিও কম নেই। এই মুহূর্তে তাঁর রাজনৈতিক জীবন খানিকটা বাঁক-মোড়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে। দলে গুরুত্ব কমেছে অনেকটা। কেরিয়ার সক্রিয় রাখতে কি তবে শিবির বদল করতে চলছেন? এসব জল্পনা চলছে। রোজকার মতো সোমবারও নিউটাউনে প্রাতঃভ্রমণে বেরনো

দিলীপবাবুকে এই প্রশ্ন করতেই এক অভিনব জবাব শোনা গেল। ১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ দিবস। প্রতি বছর তা পালিত হয় ধর্মতলার প্রকাশ্য মঞ্চে। গুজব রটেছে, প্রশ্ন উঠেছে, এই মঞ্চেই এবার কি সংঘের অন্যতম সদস্য, ' বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষকে সেখানে দেখা যাবে? সোমবার সকালে নিউটাউনের ইকোপার্কে প্রাতঃ ভ্রমণরত দিলীপবাবুকে সাংবাদিকরা এই প্রশ্ন করলে জবাবেই তিনি বললেন, কোনও না কোনও মঞ্চে তো আমাকে দেখা যাবেই। আসুক না ২১ তারিখ। রাজনীতি জল্পনায় চলে। দেখা যাক না কী হয়। মানুষ কী জানতে চায় সেটাই আসল। জল্পনা দিয়েই অনেকের রাজনীতি হয়। ২১ জুলাইয়ের পর আর কোনও প্রশ্ন থাকবে না। সব প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সুচিত্রা মন্ডল, স্বামীঃ- সমীর মন্ডল সাং ঃ ও পোঃ- পার্বতীপুর থানাঃ- ডোমজুর, জেলাঃ- হাওড়া, প্রতীমা দাস, সোমনাথ দাস, অভয় দাস ও আরো অন্যান্য নিযুক্ত আমমোক্তার সোমনাথ মুখার্জী মহাশয়ের নিকট হইতে এ্যাডিন্ট ডিঃ সাব ঃ রেজিঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২১৪ / ২০২৫ , ৩০৮/ ২০২৫ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়,মৌজা উত্তর ঝাঁপড়দহ, হাল এলঃ আরঃ-খতিয়ান ৫৭৮,১৪২৮ নম্বর হাল দাগ ২২৪০ নং দাগে ০৬.৬০ শতক জমি এ্যাডিঃ ডিঃ সাব-রেজিস্ট্রি ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৯১/২০২৫ ও ১৯৫৬/২০২৫ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L..L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

পশ্চিমবঙ্গ পটাটো গ্রোয়াস এন্ড ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন এর প্রস্তুতি সভা হরিপালে

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, ৭ জুলাই ঃ রাজ্যের কৃষি বিপণন এবং পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্নার উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ পটাটো গ্রোযাস এন্ড ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হলো হরিপাল বিডিও অফিসে। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ মন্ত্রী বেচারাম মান্না শ্রীকান্ত মাহাতো সহ একাধিক বিধায়ক, আলু ব্যবসায়ীগন সহ কৃষক প্রতিনিধিগণ। আলোচনা সভায় কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কৃষক ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষ সহ সকলের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি এই সংগঠন তৈরিতে উদ্যোগ নেন। পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন পশ্চিমবঙ্গে প্রান্তিক চাষীরা প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং বিভিন্ন অসুবিধার কারণে অনেক সময়ই ফসলের নায্য দাম পান না, তাদের কথা মাথায় রেখেই মুখ্যমন্ত্রী ধানের ক্ষেত্রে চাষীদের সহায়ক মূল্য স্থির করে তাদের কাছ থেকে ধান কেনার ব্যবস্থা করেছেন এবং সেই ধান থেকে চাল তৈরি করে গণবনন্ট ন ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে বিনামূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন। আলুর ক্ষেত্রেও ভর্তুকির মাধ্যমে কৃষকদের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টার সাথে সাথে রাজ্যবাসীরা ন্যায্য মূল্যে আলু ক্রয় করতে পারেন তার ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু বিগত বছরে কতিপয় ব্যবসায়ী

তাদের নিজেদের স্বার্থে ধর্মঘটের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিপাকে ফেলে সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে। সেই জন্যই সকলের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখতে একটি সুষ্ঠু সংগঠনের প্রস্তুতি নেয়া শুরু হয়েছে। আগামী দিনে এই সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে এবং সকলের স্বার্থ রক্ষায .এগিয়ে আসবে এ বিষয়ে আমরা আশাবাদী। মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা নয় সকল কৃষক সাধারণ মানুষ সাথে সাথে ব্যবসায়ী ও সরকারের সঙ্গে সমন্বয়ে রেখে এই সংগঠন এগিয়ে যাবে। তিনি আরো বলেন আলু শুধু তরকারি হিসাবে ব্যবহৃত না করে আলু কে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে একটা বৃহ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি মুষ্টিমেয় দুই একজনের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করেছে। ফলে সাধারণ মানুষ সহ কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাই এই নতুন সংগঠনের হাত ধরে সকলের স্বার্থ রক্ষায় চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন রাজনীতি ছাড়া কোন কিছুই চলে না তাই এই সংগঠনের পাশে আমরা আছি কৃষক সহ সকলের স্বার্থ রক্ষায় আগামী দিনে আমাদের প্রচেষ্টা চলবে।

আমোক্তার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা জানানো যাইতেছে যে গত ইং ১১.০৮.২০২৩ তারিখে বড়গাছিয়া সাবরেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০২০০৩ নং আমোক্তার দলিল মূলে সোমনাথ মালাকার পিতা সন্তোষ কুমার মালাকার সাং ১৭ / ১ / এ নবীনচন্দ্র দাস রোড, ইহার পক্ষে আমমোক্তার সমীর কুমার মন্ডল পিতা নিতাই চন্দ্র মন্ডল, সাং মধ্যমাজু। উক্ত আমোক্তার বলে ইং ২৮।০৮।২০২৪ তারিখে D.S.R. - (I), HOWRAH অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০৪৮৬৫ নং সাফবিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সুশান্ত দাস পিতা মানিকলাল দাস, সাং কেশবপুর, মহাশয়াকে জেলা হাওড়া, থানা জগবল্লভপুর অন্তর্গত মৌজা মধ্যমাজু (জে এল নং- ৩৩) গ্রামে ১১৫১ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ও হাল ২৬৩ নং দাগে ৪.৯৫ শতক শালি জমি বিক্রয় করিয়াছেন, উক্ত ক্রেতার নাম পত্তনের জন্য B.L. L.R.O, JAGATBALLAVPUR অফিসে আবেদন করা হইবে, এই সংক্রান্ত কোন আপত্তি থাকিলে B.L. L.R.O, JAGATBALLAVPUR অফিসে উপযুক্ত প্রমানাদি, তথ্যসহ হাজির হইবেন।

সাক্ষর
রাজীব মাইতি

আমোক্তার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা জানানো যাইতেছে যে গত ইং ১৩।০৪।২০১০ তারিখে বড়গাছিয়া সাবরেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০০০১৬ নং আমোক্তার দলিল মূলে ১। মহাম্মদ মহিউদ্দন মল্লিক ২। মহাম্মদ আলাউদ্দিন মল্লিক ৩। মহম্মদ জাকির মল্লিক ৪। মহাম্মদ নাসির মল্লিক ৫। মহাম্মদ জাহির মল্লিক ৬। মহাম্মদ আক্তার মল্লিক, ৭। মহাম্মদ মসাদ্দিক মল্লিক ৮। মহাম্মদ আজিজুল মল্লিক সকলের পিতা মরহুম রফিকউল্লা মল্লিক ৯। মোসাম্ম মমতাজ বেগম স্বামী মরহুম রফিকউল্লা মল্লিক ইহাদের সাং মাছাল, ১০। মোসাম্ম্য আজমীরা বেগম স্বামী সোভান মোল্লা সাং জুজারসাহা ১১। মোসাম্ম হামিদা বেগম স্বামী সেখ আহাসান সাং ইছানগরী, ইহাদের সকলের পক্ষে আমমোক্তার জালাল মল্লিক পিতা মরহুম রফিকউল্লা, সাং মাছাল, উক্ত আমোক্তার বলে ইং ০৮।১২।২০২৩ তারিখে বড়গাছিয়া সাবরেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০৫০৮০৩০৫৪ নং সাফবিক্রয় কবলা দলিল মূলে মাছাল গোবিন্দপুর নিবাসি আকতার মল্লিক পিতা রফিকউল্লা মল্লিক মহাশয়াকে জেলা হাও।া, থানা জগবল্লভপুর অন্তর্গত মৌজা গোবিনন্দপুর (জে এল নং- ৬৮) গ্রামে ২৬৬৭ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ও হাল ২৯০ নং দাগে ১৪.৫৪ শতক শালি জমি বিক্রয় করিয়াছেন, উক্ত ক্রেতার নাম পত্তনের জন্য B. L. L.R.O, JAGATBALLAVPUR অফিসে আবেদন করা হইবে, এই সংক্রান্ত কোন আপত্তি থাকিলে BL L.R.O, JAGAT-BALLAVPUR অফিসে উপযুক্ত প্রমানাদি, তথ্যসহ হাজির হইবেন।

সাক্ষর
রাজীব মাইতি

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (C)/BR-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/EEC/I/008/28/2025-2026**
Name of the Work: **Maintenance of drainage systems at 8/1, Gossain Lane and other places in Ward No.-008, under Borough-I.** Estimated cost (Including GST & CESS): **₹ 2,99,997.00**. Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **21 days.**

2. NIT No.: **KMC/EEC/I/007/09/2025-2026/US**
Name of the Work: **Construction of Catch Pits, Inspection Pits and connections at 14/3, Gallif Street, 7, Marhatta Ditch Lane and other Uttaran areas in Ward No.-007, under Borough-I.** Estimated cost (Including GST & CESS): **₹ 1,75,755.00**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**. Period of Completion: **21 days.**

3. NIT No.: **KMC/EEC/I/003/20/2025-2026**
Name of the Work: **Development and beautification of pavements surrounding areas around the pond at 22/147, Raja Manindra Road in Ward No.-003 under Borough-I.** Estimated cost (Including GST & CESS): **₹ 3,94,812.00**. Earnest Money: **₹ 8,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

4. NIT No.: **KMC/EEC/I/007/13/2025-2026**
Name of the Work: **Repairing of IPS and Paver Block Footpath and passages at 2, Sarkar Bari Lane and other areas in Ward No.-007, under Borough-I.** Estimated cost (Including GST & CESS): **₹ 2,94,896.00**. Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **21 days.** Last date and time of submission of bid: **22.07.2025–1 .00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 4). Tender will be opened on: **24.07.2025– 1.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **11.07.2025 (6.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 4).

The **Executive Engineer (Civil), BR-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/XV/140/029/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call)**
Name of the Work: **Maintenance works of passages (I.P./C.Con) at different place under Uttaran service at Satghara Lane and Bye Lane in Ward No.-140, Borough-XV.** Estimated cost (Including GST & CESS): **₹ 2,88,907.98**. Earnest Money: **₹ 5,800.00**. Period of Completion: **90 days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online): **09.07.2025, 12.00 noon**. Documents download/sell start date (online): **09.07.2025, 4.00 p.m.** Documents download/sell end date (online): **19.07.2025, 4.00 p.m.** Bid submission start date (online): **09.07.2025, 4.00 p.m.** Bid submission closing (online): **19.07.2025, 4.00 p.m.** Bid opening date for Technical Proposal (online): **21.07.2025, 4.00 p.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in**.

2. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/135/034/2025-2026/R**
Name of the Work: **Desilting of surface drain at Golum Abbas, Dhankheti, Shyamlal Lane, Ramnagar Lane etc. N/H/No. G-2/A, H-48, H-121, G-10, G-181, H-100, G-202, H-125/G, G-176 etc. in Ward No.-135, Borough-XV.** Estimated cost (Including GST & CESS): **₹ 3,59,769.35**. Earnest Money: **₹ 7,200.00**. Period of Completion: **120 days.** Last date and time of submission of bid: **21.07.2025–11.00 a.m.** Date of opening of tender: **23.07.2025–11.00 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **11.07.2025 (5.00 p.m.)**.

3. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/134/028/2025-2026/R**
Name of the Work: **Renovation of surface drain with Allied Works at Methor Para, Ramnagar Lane etc. near Premises No. J124/2, J18, G398 etc. in Ward No.-134, Borough-XV.** Estimated cost (Including GST & CESS): **₹ 4,57,715.18**. Earnest Money: **₹ 9,200.00**. Period of Completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **19.07.2025–11.00 a.m.** Date of opening of tender: **21.07.2025–11.00 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **09.07.2025 (5.00 p.m.)**. The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 2 & 3).

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/ROADS/2024-2025/94 (1st Call)**
Name of the Work: **Repairing of Road (in Patches) with Hot Mixture Laying at Suhrawardy Road, Dr. Sundari Mohan Avenue and Surroundings under Borough-VI.** Estimate Amount (Including GST & CESS): **₹ 4,95,759.25**. Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **150 days.**

2. NIT No.: **KMC/ROADS/2024-2025/93 (1st Call)**
Name of the Work: **Repairing of Road (in Patches) with Hot Mixture Laying at S. N. Banerjee Road, J.L. Nehru Road and Surroundings under Borough-VI.** Estimate Amount (Including GST & CESS): **₹ 4,97,644.06**. Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **150 days.**

3. NIT No.: **KMC/ROADS/2025-2026/169 (1st Call)**
Name of the Work: **Repairing of Road at Amherst Street (in Patches), Sashi Bhusan Dey Street (in Patches) and surrounding area under Borough-V.** Estimate Amount (Including GST & CESS): **₹ 4,93,629.05**. Earnest Money: **₹ 9,900.00**. Period of Completion: **120 days.**

4. NIT No.: **KMC/ROADS/2025-2026/74 (2nd Call)**
Name of the Work: **Repairing of KERB & Channel Stones at A.P.C. Road, Surya Sen Street and M.G. Road in Ward No.-37 under Borough-V.** Estimate Amount (Including GST & CESS): **₹ 4,96,781.22**. Earnest Money: **₹ 9,950.00**. Period of Completion: **120 days.** Last date and time of submission of bid: **19.07.2025–12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2) & **23.07.2025–12.00 noon** (for Sl. No. 3 & 4). The bid forms and other details are available on and from **09.07.2025 (12.00 noon)** (for Sl. No. 1 & 2) & **14.07.2025 (12.00 noon)** (for Sl. No. 3 & 4). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 4).

The **D.G. (Mechanical)/Roads, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/ASPH/GG/SM-01/25-26 (1st Call)**
Name of the Work: **Supplying and laying KERB and Flat Channel with Allied Works from E-1, Baghajatin to E-14A, Baghajatin, in Ward No.-101, Borough-XII under Roads Mechanical Department.** Estimate Amount (Including GST & CESS): **₹ 4,49,203.33.** Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **25 days.**

2. NIT No.: **KMC/ASPH/GG/JOC-3/25-26 (1st Call)**
Name of the Work: **Improvement of Road by lowering Bituminous surface and providing New KERB and Channel from D-60, New Patuli to C-19, Patuli Ghosh Para in Ward No.-101, Borough-XII under Roads(M) Department.** Estimate Amount (Including GST & CESS): **₹ 4,92,753.96.** Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **15 days.**

3. NIT No.: **KMC/ASPH/PB/J.C-14/25-26 (1st Call)**
Name of the Work: **Cleaning and Sweeping inside The New Labour Rooms, Toilet, New Oil Room and behind The Excutive Main Office Building under Asphaltum Department, Palmer Bazar.** Estimate Amount (Including GST & CESS): **₹ 4,74,848.03.** Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **272 days.** Last date and time of submission of bid: **22.07.2025 up to 1.00 p.m.** (for Sl. No. 1) & **18.07.2025 at 4.00 p.m.** (for Sl. No. 2 & 3). Bid opening date for Technical Purpose: **24.07.2025 at 1.00 p.m.** (for Sl. No. 1). The bid forms and other details are available on and from **11.07.2025 after 1.00 p.m.** (for Sl. No. 1) & **08.07.2025 after 4.00 p.m.** (for Sl. No. 2 & 3). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 3).

593/25-26

সোনারপুরের গোড়াগাছার বেহাল রাস্তায় চরম দুর্ভোগে এলাকার মানুষ

দুরন্ত বার্তা,সোনারপুর, ৭ জুলাই ঃ বর্ষায় বেহাল, সোনারপুরের গোড়াগাছার বেহাল রাস্তা, সমস্যায় বাসিন্দারা, আশ্বাসেই আটকে আছে কাজ। কলকাতা কর্পোরেশন ও রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের সংযোগকারী গোড়াগাছা এলাকার রাস্তার বেহাল অবস্থায় নাজেহাল বাসিন্দারা। নিউ গড়িয়া মেট্রো স্টেশন ও পাটুলি সংযোগকারী এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে, চলাফেরাই হয়ে উঠেছে দু ঃসাধ্য। বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিক ও গর্ভবতী মহিলারা রীতিমতো বিপাকে পড়েছেন।এলাকার বাসিন্দা প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, গত আড়াই মাস ধরে এই চরম ভোগান্তি চলছে।বারবার স্থানীয় পৌরসভাকে বললেও কোনও কাজ হয়নি।হাইড্রেনের কাজ চলায় রাস্তা আরও খারাপ হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর।বাসিন্দারা বাড়ির বাইরে বেরোলেই কাউকে না কাউকে সাহায্য নিতে হচ্ছে। ময়লার গাড়িও রাস্তার কারণে ঢুকতে পারছে না বলে সমস্যা আর ও বেড়েছে।আরেক বাসিন্দা সুপ্রতীক বণিক বলেন,অসুস্থ কিংবা গর্ভবতী মহিলাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না ঠিক মতো। মাঝে মাঝেই পিছলে পড়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটছে।স্থানীয় বাসিন্দা রীনি বসু ও শুক্লা ঘোষ জানান, শিশুরা স্কুলে যেতে পারছে না। কোলে করে নিয়ে যেতে গিয়ে পড়ে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনাও ঘটছে। শুধু তাই নয়, পৌরসভার ময়লা ফেলার গাড়িও আসছে না বলে তাদের অভিযোগ । তাঁরা দ্রুত এই রাস্তা মেরামতির দাবি জানিয়েছেন।আর এই বিষয়ে রাজপুর সোনারপুর পুরসভার রাস্তা ও জল বিভাগের চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সদস্য নজরুল আলি মন্ডল জানান, পুরসভা জুড়ে পানীয় জলের সরবরাহ এবং নিকাশির কাজ চলছে। হাউস কানেকশনের জন্য ফের রাস্তা কাটতে হবে। কাজ সম্পূর্ণ হলে তবেই রাস্তাঘাট সংস্কার করা সম্ভব।তিনি আরও বলেন, পুজোর আগে যতটুকু সম্ভব রাস্তা চলাচলের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা চলছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্তবার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২১৭ সংখ্যা, মঙ্গলবার ২৩ আষাঢ় ১৪৩২

কসবার আইন কলেজ খুললেও সুরক্ষার অভাব-প্রতিবাদসভায় উঠল উদ্বেগের সুর

দক্ষিণ কলকাতার কসবা অঞ্চলে একটি সরকারি আইন কলেজ চালু হয়েছে-যা একদিকে শিক্ষার প্রসার ও আইন শিক্ষার পরিসরকে সম্প্রসারিত করার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, অন্যদিকে এই কলেজ ঘিরে এলাকাবাসী, ছাত্রছাত্রী এবং সামাজিক সংগঠনের একাংশের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে-এই প্রতিষ্ঠান কতটা নিরাপদ? কলেজের অবকাঠামোগত ঘাটতি, নিরাপত্তাহীনতা, নিয়মিত পুলিশের টহল না থাকা, এলাকার অস্বস্তিকর পরিবেশ-সব মিলিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে এক প্রতিবাদসভায়।প্রতিষ্ঠানটি যেভাবে হঠাৎ করে চালু করা হযেছে, তাতে সাধারণ মানুষ ও ছাত্রসমাজের একাংশ খুশি হলেও অনেকের মনেই গভীর আশঙ্কা থেকে গিয়েছে। কলেজের স্থান নির্বাচনে কি সঠিক বিচার-বিবেচনা করা হযেছিল? সংলগ্ন এলাকায় মাদকাসক্তদের আড্ডা, পথদুষ্কৃতী সমস্যা, মহিলাদের নিরাপত্তাহীনতা-এই সবকিছু নিয়েই উঠে এসেছে প্রশ্ন। প্রতিবাদসভায় বক্তারা বলেন, শিক্ষা শুধু বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ নিরাপদ না হলে ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে নিশ্চিন্তে পড়াশোনা করবে?এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সমাজকর্মী, আইনজীবী, অধ্যাপক ও স্থানীয় কয়েকজন জনপ্রতিনিধি। তাঁদের কথায়, সরকারি উদ্যোগে আইন কলেজ চালু করাটা প্রশংসনীয় পদক্ষেপ হলেও, এটি যেন কোনও অব্যবস্থার শিকার না হয, সেই দিকেও লক্ষ্য রাখা জরুরি। সভায় উঠে এসেছে অভিযোগ-এই কলেজের উদ্বোধন ঘিরে যতটা রাজনৈতিক ঢাকঢোল বাজানো হয়েছে, বাস্তবে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রশাসনের ভূমিকা ততটাই ঢিলে।জানা গিযেছে, কলেজের ভিতরের পরিকাঠামো এখনও সম্পূর্ণভাবে গঠিত হয়নি। শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা অপর্যাপ্ত, গ্রন্থাগার কিংবা কম্পিউটার ল্যাবের সুবিধা নেই বললেই চলে। এমনকি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবারও কোনও ব্যবস্থা নেই। ফলে কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের যে বিপদে পড়তে হতে পারে, তাও এক বড় চিন্তার বিষয় আর বাইরে? রাস্তাঘাটের আলো নেই, রাস্তার ধারে পড়ে থাকা আবর্জনা, নিয়মিত নেশাগ্রস্তদের আনাগোনা, দুষ্কৃতীদের দাপট-এসবই ছাত্রছাত্রীদের আতঙ্কিত করে তুলছে। বিশেষ করে ছাত্রীদের মধ্যে এই সুরক্ষা-সংক্রান্ত উদ্বেগ প্রবল। বহু অভিভাবকই প্রশ্ন তুলেছেন-এই পরিবেশে তাঁদের সন্তানরা কীভাবে নিশ্চিন্তে পড়াশোনা করবে?প্রতিবাদসভায় বক্তারা জানিয়েছেন, কলেজ কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা বহুবার করা হলেও, এখনও পর্যন্ত তেমন কোনও দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পুলিশের টহল, সিসিটিভি নজরদারি, রাস্তার আলো, দুষ্কৃতীদের দমন-এসব বিষয়ে প্রশাসন যে চরম উদাসীন, সেই অভিযোগও উঠে এসেছে।এমনকি, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও ক্ষোভ বাড়ছে। এক ছাত্র জানান, আমরা প্রতিদিন একটা ভয়ের মধ্যে কলেজে যাই। কখন কি হবে জানি না। এইভাবে তো পড়াশোনায় মন বসে না। অন্য এক ছাত্রী বলেন, সন্ধ্যের পর কলেজ থেকে বেরোতে ভয় করে। কেউ পাশে থাকলে তবেই রাস্তা পার হই।প্রতিবাদসভায় অংশগ্রহণকারীরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, এটি কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়। বরং তাঁদের দাবি, শিক্ষার পরিবেশকে নিরাপদ ও উপযুক্ত করে তুলতেই এই প্রতিবাদ। বক্তারা বলেন, আমরা সরকারের বিরোধিতা করছি না। আমরা চাই, সরকারই এর দায়িত্ব নিক। কারণ এটি তাদেরই নেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রকল্প। কিন্তু সে প্রকল্প যদি যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত না হয়, তাহলে তার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।এই প্রসঙ্গে আরও জানানো হয়, কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আরও অনেক কলেজ, বিদ্যালয় রয়েছে যেগুলি নানা রকম অব্যবস্থার শিকার। কোথাও পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, কোথাও নেই টয়লেট, কোথাও আবার নেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কসবার এই আইন কলেজ সেই চিত্রেরই প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠছে, যা রোধ করা এখনই জরুরি।সভায় সিদ্ধান্ত হয়, আগামী দিনে এই বিষয় নিয়ে রাজ্য শিক্ষা দফতরে লিখিত অভিযোগ জানানো হবে। প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে গণস্বাক্ষরসহ স্মারকলিপি পাঠানো হবে। তারা জানিয়েছেন, শুধুমাত্র দাবি তোলাই নয়, তাঁরা বিকল্প প্রস্তাবও দেবেন যাতে কলেজটি একটি নিরাপদ, সুরক্ষিত ও আধুনিক শিক্ষাপরিবেশে রূপান্তরিত হতে পারে।এছাড়া, কলেজের শিক্ষকদের তরফ থেকেও দাবি জানানো হযেছে প্রশাসনের কাছে-তাঁরা যেন দ্রুত স্থানীয় পরিবেশে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সক্রিয় হন, এলাকাকে নো-টলারেন্স জোন হিসাবে ঘোষণা করেন, যেখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশেপাশে কোনও অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না।শিক্ষা হল সমাজের ভবিষ্য নির্মাণের হাতিয়ার। কসবার আইন কলেজ শুধু একটি কলেজ নয়, এটি এক নতুন প্রজন্মের আইনি জ্ঞান, ন্যায়বিচার ও মানবিকতা চর্চার কেঃদ্র হতে পারে-যদি তার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়। প্রতিবাদসভায় ওঠা প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া, এবং সেগুলির বাস্তবসম্মত সমাধান খোঁজা এখন সময়ের দাবি। অন্যথায়, একটি সম্ভাবনাময় উদ্যোগ শুধু নামেই থেকে যাবে-যার ফল ভোগ করবে ছাত্রসমাজ ও সমাজ দুই-ই।

প্রভাবের মুখোশ খুললেই দেখা যায় আসল মুখ

ক্ষমতা-একটি শব্দ, যার অর্থ কেবল প্রশাসনিক আধিপত্য বা রাজনৈতিক সিংহাসনের দখল নয়, বরং একটি এমন বহুমাত্রিক বাস্তবতা, যার সঙ্গে মিশে থাকে সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রভাব বিস্তারের গভীরতা, নিয়ন্ত্রণের সূক্ষ্ম কৌশল, ও কূটনীতির পরিপক্কতা। আর এই খেলায় যারা প্রভাবশালী, তাঁদের পরিচয় হয় কেবল পদমর্যাদায় নয়, বরং তাঁরা কতটা সমাজ ও রাষ্ট্রকে চালিত করতে পারেন, সেটাই তাঁদের প্রকৃত পরিচয়।আজকের দিনে এসে, যখন আমরা ' শব্দটি শুনি, তখন হয়তো আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে কোনও নেতা, বড় কর্পোরেট ব্যবসায়ী, অথবা সোশ্যাল মিডিয়ার তারকা। কিন্তু এই প্রভাবের উৎস কোথায়? ক্ষমতা কীভাবে একের হাতে কেন্দ্রীয় ভূত হয়, আর অন্যরা কেন নিঃশব্দ দর্শক হয়ে থাকেন? এই প্রশ্নগুলোর উত্তরই তুলে ধরে আমাদের বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিকাঠামোর রূপরেখা।না, মোটেই না। রাজনৈতিক ক্ষমতা এক ধরনের বাহ্যিক ক্ষমতা, যা নির্বাচনের মাধ্যমে পাওয়া যায়। তবে বাস্তবে এই ক্ষমতা তখনই কার্যকর হয়, যখন কারও পেছনে থাকে আর্থিক বল, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রশাসনিক সংযোগের জোর। অর্থাৎ রাজনৈতিক পদ হয়তো একজন মানুষকে প্রশাসনিক অধিকার দেয়, কিন্তু ' হয়ে উঠতে গেলে তাঁকে লাগাতার সামাজিক প্রভাব, পৃষ্ঠপোষকতা ও মিডিয়ার সহানুভূতি অর্জন করতে হয়।প্রভাবশালী হতে হলে প্রভাব রাখতে হয় জনমানসে। সে প্রভাব যদি হয় ভয়ভীতির মাধ্যমে, তবে তা দীর্ঘস্থায়ী নয়। কিন্তু যদি হয় আস্থা ও শ্রদ্ধার মাধ্যমে, তবে সেই প্রভাব গড়ে ওঠে ইতিহাসের পাতায়। একজন সত্যিকারের প্রভাবশালী ব্যক্তি কখনও শুধু ক্ষমতার আসনে বসেই নয়, বরং সমাজকে অনুপ্রাণিত করে তাঁর চিন্তাভাবনার মাধ্যমে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

মাটির শরীর মাটি হবে মাটি ছাড়া নাই বিধান, মাটিরে তুই কররে খাঁটি অমৃতেরই এনে নিদান কেউ যদি তোমার নিন্দা করে করুক, কিন্তু খেয়াল রেখো তোমার চলন চরিত্রে নিন্দনীয় কিছু যেন কোনো ক্রমে স্থিতিলাভ করতে না পারে, তাহলে নিন্দা ব্যর্থ হয়ে উঠবে এমনিতেই

সহিতে তুমি না পারো যদি অন্যের কটু ব্যবহার, কেমন করে সইবে তারা তোমার তিক্ত অত্যাচার কাউকে যদি বলিস কিছু সংশোধনের তরে, গোপনে তাকে বুঝিয়ে বলিস সমবেদনা ভোরে তুমি যায় দেখোনা কেন, অন্তরের সহিত সবার আগে তার ভালোটুকু দেখার চেষ্টা করো আর এই অভ্যাস তুমি মজ্জাগত করে ফেলো আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে যারা শক্তিমান হয় তারা শক্তির দম্ভে সৎলোককে অবমাননা করতে শুরু করে। চাটুকার ছাড়া অন্য লোককে তারা বরদাস্ত করতে পারে না। বহু লোক তাদের আচরণে অন্তরে অন্তরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আর তাই হয় তাদের কাল। অন্তত লোকের অন্তরে তাদের কোন আসন প্রতিষ্ঠিত হয় না

' খেলো ভারত নীতি' ঃভারতীয় ফুটবলের নবজাগরণের আলো

ভারতীয় ফুটবল দীর্ঘদিন ধরেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এক প্রান্তিক অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে আছে। যেখানে ক্রিকেট একরকম ধর্মে পরিণত হযেছে, সেখানে ফুটবল আজও লড়ছে নিজেদের অবস্থান প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে সেই দৃশ্যপটও বদলাচ্ছে। কেন্দ্র সরকারের নতুন ' ভারত নীতি' যেন এক আশার আলো হয়ে উঠেছে ভারতীয় ফুটবলের পুনরুত্থানের জন্য। শুধু একটি ক্রীড়ানীতিই নয়, বরং এটি এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, যা ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্রের পরিকাঠামো, সুযোগ-সুবিধা এবং প্রতিভা গঠনের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ নির্মাণের পথ দেখাচ্ছে।এক সময়ে এশিয়ার অন্যতম সেরা ফুটবল দল হিসেবে গণ্য হত ভারত। ১৯৫১ এবং ১৯৬২ সালে এশিয়ান গেমসে সোনা জয়, ১৯৫৬ সালের অলিম্পিকে সেমিফাইনালে পৌঁছনো-সব মিলিয়ে এক স্বর্ণালী অতীত। কিন্তু সেই ইতিহাস আজ শুধুই স্মৃতি। অনিয়মিত ব্যবস্থাপনা, আধুনিক প্রশিক্ষণের অভাব এবং পরিকাঠামোর দুর্বলতা ভারতীয় ফুটবলকে পিছিয়ে দিয়েছে বহু যোজন।একদিকে যখন ইউরোপের ক্লাব ফুটবল বিশ্ব জুড়ে জনপ্রিয়তার শিখরে, তখন অন্যদিকে ভারতের ঘরোয়া ফুটবলে দর্শক নেই, পৃষ্ঠপোষকতা নেই, প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নেই। রাজ্য স্তরের ক্লাবগুলিও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে হারিয়ে যাচ্ছে। এই বাস্তবতা থেকে উঠে দাঁড়ানো শুধুমাত্র একটি খেলাধুলা-ভিত্তিক পরিবর্তনে নয়, বরং একটি রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সমন্বিত কৌশলের প্রয়োজনে দাঁড়িয়েছে। সেই জায়গাতেই ' ভারত নীতি'-র আগমন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।' ভারত নীতি' কেবল একটি স্লোগান নয়, এটি একটি রূপরেখা, যার উদ্দেশ্য ভারতের খেলাধুলার সংস্কৃতিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা, এবং বিশ্বমঞ্চে ভারতকে ক্রীড়াশক্তি হিসেবে তুলে ধরা। এই নীতির অন্যতম লক্ষ্য হল শিশু ও কিশোর স্তর থেকে ক্রীড়া প্রতিভার খোঁজ, প্রশিক্ষণ এবং সুনির্দিষ্ট পরিকাঠামো গড়ে তোলা।নীতির মধ্যে ফুটবলের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হযেছে-বিশেষ করে বয়সভিত্তিক লিগ, আঞ্চলিক ফুটবল অ্যাকাডেমি, এবং গ্রামীণ স্তর পর্যন্ত প্রতিভা অনুসন্ধান কার্যক্রম। ফুটবলকে তৃণমূল থেকে গড়ে তোলাই এর মূল লক্ষ্য। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় ক্লাবগুলির সাথে সমন্বয় করে এক গঠনমূলক কাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে, যা থেকে ভবিষ্যতের ভারতীয় ফুটবলারের জন্ম হবে।ভারতের জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশই যুব। এই যুবসমাজের শক্তিকে ক্রীড়াক্ষেত্রে কাজে লাগানো গেলে শুধু আন্তর্জাতিক পদক সংখ্যা বাড়বে না, দেশের সামাজিক ও মানসিক উন্নয়নও হবে। ফুটবল, বিশেষ করে, এমন একটি খেলা যা মাঠের বাইরে দলবদ্ধতা, নেতৃত্ব, অধ্যবসায় ও শৃঙ্খলা শেখায়।' খেলো ভারত নীতি'-র মাধ্যমে ফুটবলকে যুব সমাজের সঙ্গে আরও সংযুক্ত করা হচ্ছে। রাজ্য ও জাতীয় স্তরে আয়োজিত ' ইন্ডিয়া গেমস'-এ ফুটবলকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এতে শুধুমাত্র পুরুষ নয়, মহিলা ফুটবলকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে মেয়েদের জন্য আলাদা লিগ ও টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হচ্ছে। এই উদ্যোগ একদিকে যেমন লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠা করছে, অন্যদিকে ভারতীয় সমাজে ক্রীড়াকে একটি গ্রহণযোগ্য পেশা হিসেবে তুলে ধরছে।ফুটবলের উন্নয়নে শুধুমাত্র প্রতিভা খুঁজলেই হয় না, দরকার উন্নত পরিকাঠামো এবং আধুনিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। এই দিক থেকে 'খেলো ভারত নীতি' একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তৈরি করা হচ্ছে অত্যাধুনিক ক্রীড়া কমপ্লেক্স, ট্রেনিং গ্রাউন্ড, ভিডিও অ্যানালিসিস ল্যাব ও জিম।বিদেশ থেকে অভিজ্ঞ কোচ, ফিজিও ও স্পোর্টস সায়েন্টিস্ট এনে দেশের ফুটবলারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। AIFF-এর সঙ্গে সরকারের যৌথ উদ্যোগে ফুটবল অ্যাকাডেমিগুলিতে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ চালু হয়েছে। উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে ফুটবলারদের ফিটনেস, কৌশলগত বিশ্লেষণ, ইনজুরি রিকভারির উপর নজরদারি করা হচ্ছে।' খেলো ভারত নীতি'-র একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল ফুটবলের বাণিজ্যিকীকরণের উপর জোর। কেন্দ্র সরকার ফুটবল সংক্রান্ত টুর্নামেন্ট, ক্লাব ও লিগগুলির জন্য করছাড়, স্পনসরশিপ ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নানান সুবিধা দিচ্ছে। বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে ফুটবলে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ফলে ফুটবলের আর্থিক কাঠামো মজবুত হচ্ছে, এবং খেলোযাড়রাও পেশাদার ক্রীড়াবিদ হিসেবে জীবন কাটানোর সাহস পাচ্ছেন।ফুটবল একটি বৈশ্বিক খেলা। তাই আন্তর্জাতিক মান ধরে রাখতে গেলে বিদেশি সহযোগিতা অপরিহার্য। ভারত ইতিমধ্যেই কয়েকটি ইউরোপীয় ক্লাবের সঙ্গে পার্টনারশিপে গিযেছে, যেখানে ভারতীয় ফুটবলাররা প্রশিক্ষণ ও খেলার সুযোগ পাচ্ছে। FIFA ও AFC-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ভারতীয় রেফারিং, কোচিং ও টেকনিক্যাল কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও হয়েছে।' খেলো ভারত নীতি'-র পরবর্তী পর্যায়ে লক্ষ্য রাখা হযেছে-২০২৬ ও ৩০ সালের বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারে শক্তিশালী উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং ২০৩৪ সালের জন্য প্রস্তুতি শুরু করা। নারী ফুটবলে ২০২৭ সালের এশিয়ান কাপ হোস্ট করার পরিকল্পনাও চলেছে।যদিও ' ভারত নীতি' আশাব্যঞ্জক, কিন্তু এর বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জহীন নয়। দেশের অনেক অঞ্চলে এখনও ক্রীড়া পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। কোচিং ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রতুল। স্থানীয় রাজনীতির কারণে প্রতিভা খোঁজার কাজ ধীরগতিতে চলছে। তবে এই চ্যালেঞ্জগুলিকে অতিক্রম করতেই দরকার এক সুসংহত প্রশাসনিক দৃষ্টি এবং স সদিচ্ছা।' খেলো ভারত নীতি' নিঃসন্দেহে ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রের ভবিষ্য নির্মাণে এক মাইলফলক। বিশেষ করে ভারতীয় ফুটবলের জন্য এটি এক নবজাগরণের সূচনা। ইতিহাসকে পেছনে ফেলে, ভুলভ্রান্তিকে শুধরে নিয়ে ভারতীয় ফুটবল এক নতুন অভিযানে পা বাড়িয়েছে। সঠিক পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে, আগামী দশকে বিশ্বমঞ্চে ভারতীয়

নতুন শ্রম আইন নিয়ে প্রশ্নের ঝড়, তবে বাস্তব কি বদলাবে?

কেঃদ্রীয় সরকারের নতুন শ্রম আইন নিয়ে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক। সরকারের দাবি, এই আইন ' শ্রমিকদের অধিকারের সুরক্ষা' এবং ' শ্রম পরিবেশের আধুনিকীকরণ'-এর লক্ষ্যেই তৈরি। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের একাংশ, শ্রমিক সংগঠন এবং স্বয়ং বহু কর্মজীবী মানুষ বলছেন-এই নতুন আইন শ্রমিকের জীবন কতটা সহজ করবে, না কি আরও অনিশ্চিত করে তুলবে, তা নিয়ে ঘোর সংশয় থেকেই যাচ্ছে।এই বিতর্ক কেবল একটি আইনি সংস্কারের প্রশ্ন নয়-এটি আসলে গোটা দেশের শ্রম-অর্থনীতি, সামাজিক নিরাপত্তা এবং শিল্প-মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের নতুন ব্যাখ্যা। আইন যদি বাস্তব পরিস্থিতিকে পাল্টাতে না পারে, তাহলে তার অস্তিত্ব কেবল বইয়ের পাতায় বা সরকারের মুখে মুখেই থেকে যায়।২০২০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার চারটি নতুন শ্রম কোড পাস করে-কোড অন ওয়েজেস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস কোড,কোড অন সোশ্যাল সিকিউরিটি, অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশনস কোড।এই চারটি কোড মোট ২৯টি পুরনো শ্রম আইনকে প্রতিস্থাপন করেছে। সরকারের বক্তব্য, এতগুলি বিচ্ছিন্ন আইনের জটিলতা সরিয়ে এনে একটি সহজ, স্বচ্ছ ও একীভূত কাঠামো তৈরি করাই ছিল মূল লক্ষ্য।এই আইনগুলির মাধ্যমে বেতন কাঠামো, শ্রমিকদের নিরাপত্তা, ছুটি, কর্মঘণ্টা, ছাঁটাইয়ের নিয়ম, ইউনিয়ন গঠন ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব। পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। যেমন, সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কাজের নিয়ম বজায় রেখে দিনে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করানো সম্ভব হবে, যদি সাপ্তাহিক বিশ্রাম ঠিকমতো দেওয়া হয়। আবার গ্র্যাচুইটির সুবিধা অনেক অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীকেও দেওয়া হবে।কাগজে-কলমে এসব কিছুই আধুনিক ও প্রগতিশীল মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে?ভারতের শ্রম বাজারের একটা বড় অংশ এখনও অসংগঠিত ক্ষেত্রের ওপর নির্ভরশীল। নির্মাণ কর্মী, হকার, রিকশাচালক, গ্রামীণ শিল্পের শ্রমিক-এই সমস্ত মানুষদের কাজের কোনও নিশ্চয়তা নেই, নেই সামাজিক নিরাপত্তা, নেই ন্যায্য মজুরি। আর সংগঠিত ক্ষেত্রেও, বিশেষ করে বেসরকারি ক্ষেত্রে, কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণ ও উপাদনের চাপ এতটাই বেশি যে, শ্রমিকের জীবন হয়ে ওঠে প্রায় অনিশ্চয়তায় ঘেরা।এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন জাগে, নতুন শ্রম কোডগুলো আদৌ কি এই শ্রমিকদের কথা মাথায় রেখে রচিত হয়েছে? নাকি বড় শিল্পমালিকদের আরও সহজে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের পথ করে দিচ্ছে এই আইন?দৈনিক ১২ ঘণ্টা কাজের সুযোগ রাখা মানে অনেক ক্ষেত্রে ' নামে অতিরিক্ত কাজ করানো ও তার জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ না দেওয়া।ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস কোড-এ বলা হয়েছে, ৩০০-র কম কর্মীসংখ্যার প্রতিষ্ঠান চাইলে ছাঁটাই, লকআউট বা বন্ধ ঘোষণা করতে পারবে সরকারের অনুমতি ছাড়াই। ফলে চাকরি নিরাপত্তা এক বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রেও নতুন বিধি জারি হয়েছে, যার ফলে শ্রমিকদের সংগঠিত হয়ে দাবি তোলার অধিকার কার্যত বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে।সরকারের যুক্তি-এই আইনগুলি শ্রমিকদের জন্যই উপকারী, কারণ এর মাধ্যমে প্রত্যেক শ্রমিক নথিভুক্ত হবেন, তাঁদের সুরক্ষা বৃদ্ধি পাবে, এবং ব্যবসাও হবে সহজ। কিন্তু বাস্তব মাটিতে, শ্রমিক সংগঠনগুলির বক্তব্য ভিন্ন।তাদের দাবি, সরকারের সঙ্গে পরামর্শ ছাড়াই শ্রমিক সংগঠনগুলিকে উপেক্ষা করে এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। মূলত কর্পোরেট সংস্থাগুলির সুবিধার দিকটিকে গুরুত্ব দিয়েই এই কাঠামো গড়া হয়েছে।বিশেষত কোভিড-পরবর্তী সময়ে বহু মানুষ চাকরি হারিয়েছেন, অস্থায়ী কাজই হয়ে উঠেছে সাধারণ চিত্র। এই বাস্তবতায় শ্রমিকদের রক্ষা করার পরিবর্তে যদি তাঁদের ওপর আরও বেশি কাজের চাপ ও অনিরাপত্তা চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে ' কেবল কর্পোরেটের ঘরে সীমাবদ্ধ থাকবে।সব শ্রমিক বা ছোট ব্যবসায়ীই কিন্তু বিরোধিতা করছেন না। বহু ছোট ও মাঝারি শিল্প মালিকরা এই আইনকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, পুরনো শ্রম আইনগুলি এতটাই জটিল ছিল যে, কর্মসংস্থান তৈরি করা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। নতুন কোডে অনেক নিয়ম সহজ হয়েছে, ডিজিটাল পদ্ধতিতে রিপোর্টিংয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে, ফলে নতুন ব্যবসা শুরু করতেও উৎসাহ মিলবে।তবে প্রশ্ন এখানেই-এই সহজীকরণ শ্রমিকের অধিকারের দিকটিকে কোথায় দাঁড় করাচ্ছে? কোনও আইনি পরিবর্তন যদি শুধুমাত্র মালিকপক্ষের সুবিধা বা।িয়ে দেয় এবং শ্রমিকের পক্ষে নিযন্ত্রণ কঠিন করে তোলে, তাহলে তা কি সত্যিই ভারসাম্য রক্ষা করে?ভারতের মতো দেশে যেখানে শ্রম আইন বহুদিন ধরেই দুর্বলভাবে প্রয়োগ হয়ে এসেছে, সেখানে নতুন আইন দিয়ে শুধু নিয়ম তৈরি করলেই বাস্তবতা পাল্টাবে না।প্রয়োজন স প্রয়োগ, স্বচ্ছ মনিটরিং এবং বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি।যশ্রমিকের প্রত্যেক ঘণ্টার হিসাব যেন ডিজিটালি নথিভুক্ত হয়।শ্রমিক সংগঠনগুলিকে স্বীকৃতি দিয়ে আলোচনা চালানো বাধ্যতামূলক হোক।কোনও ছাঁটাই বা কাজের পরিবর্তনের আগে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হোক।শ্রমিকদের জন্য ' রিড্রেসাল মেকানিজম' আরও শক্তিশালী হোক।তাছাড়া, দেশে এখনও অসংগঠিত শ্রমিকদের সুরক্ষার কোনও শক্তিশালী কাঠামো নেই। এই বৃহ শ্রমশক্তি যদি আইনের আওতার বাইরে থাকে, তাহলে পুরো সংস্কারই একপেশে হয়ে পড়ে।নতুন শ্রম আইন নিঃসন্দেহে একটি ব। পরিবর্তন। এটি আধুনিক শ্রমনীতির পথে একটি পদক্ষেপ। কিন্তু প্রশ্ন এখানেই-এই পদক্ষেপ কার দিকে? শুধুই কি ব্যবসার সুবিধা? নাকি শ্রমিকের মর্যাদা রক্ষার পথে?আইন যতই আধুনিক হোক, যদি বাস্তবে শ্রমিক সকালে কর্মস্থলে গিয়ে নিশ্চিত না থাকতে পারেন যে তিনি সন্ধ্যায় একইভাবে বা।ফিরতে পারবেন, যদি তাঁর জীবনের গতি নির্ধারিত হয় শুধুই উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা দিয়ে-তবে তা কোনও উন্নয়ন নয়।তাই বলতেই হয়, নতুন শ্রম আইন কেবল প্রশ্ন তোলে নয়, সেই প্রশ্নের উত্তরও দাবি করে।কারণ প্রতিটি আইনের সত্যতা নির্ধারিত হয় তার প্রয়োগে, এবং তা কতটা মানবিক

ভদ্রতা হারিয়ে যাচ্ছে প্রতিবাদের ভাষায়-সোশ্যাল মিডিয়ায় ভদ্রতা কি বিলুপ্তির পথে?

ডিজিটাল যুগে সোশ্যাল মিডিয়া আজ শুধুই যোগাযোগের মাধ্যম নয়-এটি হয়ে উঠেছে প্রতিক্রিয়ার প্ল্যাটফর্ম, প্রতিবাদের মঞ্চ এবং সামাজিক সজাগতার প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এই প্রতিচ্ছবির আড়ালেই ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে এক অন্ধকার দিক-শালীনতা, সহনশীলতা, ও পরস্পরের প্রতি সম্মানের মতো মূল্যবান সামাজিক গুণগুলি হারিয়ে যাচ্ছে এই ভার্চুয়াল গর্জনের ভিড়ে।যে সামাজিক মাধ্যমে একজন সাধারণ মানুষও নিজের মতামত রাখতে পারেন, সেখানে মতভেদ থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যা তখনই শুরু হয়, যখন সেই মতভেদ রূপ নেয় বিদ্বেষে, ব্যক্তিগত আক্রমণে, অপমানের সুনামিতে। বিশেষ করে কোনও ঘটনাকে কেন্দ্র করে যখন ডিজিটাল প্রতিবাদ শুরু হয়, তখন প্রতিবাদের ভাষা অনেক সময়েই হারিয়ে ফেলে মানবিক শালীনতা।এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠে যায়-প্রতিবাদ কি অসভ্যতাকে ছাড় দিয়ে করতে হয়? মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কি ভদ্রতার পরিসরকে অতিক্রম করে যেতে পারে?ফেসবুক, টুইটার (বর্তমানে এক্স), ইনস্টাগ্রাম বা ইউটিউব-এই সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি সমাজকে দিয়েছে বিশাল এক কণ্ঠস্বর। প্রথাগত সংবাদমাধ্যমের বাইরেও সাধারণ মানুষ এখন খবর তৈরি করতে পারেন, অনিয়ম তুলে ধরতে পারেন, বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে একজোট হতে পারেন। নির্যাতিতের পাশে দাঁড়ানো থেকে শুরু করে বড় কোনও জনআন্দোলনের জন্ম-সবই হয়েছে এই মাধ্যমগুলির হাত ধরে।অর্থাৎ, প্রযুক্তি এক দিক থেকে গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করেছে। তবে গণতন্ত্র তখনই কার্যকর, যখন সেখানে মতের ভিন্নতা থাকলেও থাকে সহনশীলতা, থাক সম্মানবোধ।সাম্প্রতিক বেশ কিছু ঘটনাকে ঘিরে দেখা গেছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ' করার নামে নেটিজেনদের একাংশ ব্যক্তিগত আক্রমণের পথ নিচ্ছেন। কেউ হয়তো কোনও বিতর্কিত মন্তব্য করলেন, বা কোনও ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন-তার পর মুহূর্তের মধ্যে সেই ব্যক্তির পরিবার, ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ, এমনকি পোশাক নিয়েও শুরু হচ্ছে কুরুচিকর মন্তব্য। কেউ কেউ আবার গালিগালাজ, হুমকি, এমনকি ধর্ষণের হুমকি দিতেও পিছপা হন না।যেখানে যুক্তির মাধ্যমে প্রতিবাদ হওয়ার কথা, সেখানে অবমাননার ভাষা এক নতুন অনাচার তৈরি করছে। আর এই সংস্কৃতি শুধু ব্যক্তি নয়, সমাজকেও নিচে নামাচ্ছে।বর্তমানে 'ট্রোল' শব্দটা যেন এক সামাজিক সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠেছে। কাকে কীভাবে ট্রোল করা যায়, সেটাই যেন অনেকের কাছে ' মাধ্যম'। কেউ অন্য রকম মতামত রাখলেই ' শুরু হয়-মিম তৈরি হয়, কাটাছেঁড়া হয়, একঘরে করে দেওয়া হয়।এই প্রবণতা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জায়গায় পৌঁছায়, যখন সেটি নারী, সংখ্যালঘু, বা প্রান্তিক মানুষের দিকে টার্গেট করা হয়। একজন মহিলা রাজনৈতিক মন্তব্য করলেই তাঁকে ' সার্টিফিকেট' দিতে উঠে পড়ে লাগে একদল লোক।এই প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ-আমরা কি আসলে প্রতিবাদ করছি, না কি সোশ্যাল মিডিয়ার লাইমলাইট পেতে অন্যের অপমানকে হাতিয়ার করছি?সোশ্যাল মিডিয়ায় কেউ নিজের মত প্রকাশ করলেই যেন এক বিশাল বিচারসভা বসে যায়। অথচ সেই মানুষটির বক্তব্য হয়তো যথার্থ, হয়তো ভুল-কিন্তু সমালোচনার মধ্যেও থাকা উচিত যুক্তি, শালীনতা ও সম্মান। এই ভার্চুয়াল গণতন্ত্রে আজ কেউ একজন ' বললেই তাকে ' করে দেওয়ার সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে-যাকে বলা হয় ' কালচার'।এই কালচারে কেউ সুযোগ পাচ্ছেন না সংশোধনের, যুক্তির মাধ্যমে বিতর্কের। বরং সোশ্যাল মিডিয়ার একাংশ হয়ে উঠছে ' শাস্তিদাতা'-কারণ সে নাকি ' বলেছে বা করেছে।প্রতিবাদ তখন আর প্রতিবাদ থাকে না, হয়ে যায় একপেশে নিষ্ঠুরতা।প্রতিবাদ একটা গণতান্ত্রিক অধিকার। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, প্রশ্ন তোলা, ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতিবাদ করা-এসব সমাজের সজাগতার লক্ষণ। কিন্তু সেই প্রতিবাদের ভাষা যদি হয় বিষাক্ত, হিংস্র ও অপমানজনক, তাহলে প্রতিবাদ তার প্রকৃত অর্থ হারায়।আমরা ভুলে যাচ্ছি, ভিন্ন মত থাকা মানে শত্রু হওয়া নয়। কাউকে ভুল প্রমাণ করার জন্য তর্ক করতেই পারি, কিন্তু তাকে অপমান করতে হবে কেন? নিন্দা করা আর অপমান করা এক জিনিস নয়।শালীনতা ও যুক্তি দিয়েই আমরা গড়ে তুলতে পারি এক ইতিবাচক প্রতিবাদ সংস্কৃতি।আমরা সকলেই আজ ডিজিটাল নাগরিক। এই পরিচয় আমাদের স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্বও দেয়। আমরা যেসব পোস্ট করি, মন্তব্য করি বা শেয়ার করি-তা সমাজকে প্রভাবিত করে।তাই আমাদের প্রতিটি শব্দ হোক গঠনমূলক। অন্যায়ের প্রতিবাদ হোক নির্ভীক, কিন্তু সম্মানের সঙ্গে। কাউকে কষ্ট দেওয়া, হেনস্থা করা বা ব্যক্তিগত স্তরে আঘাত করা কোনও মুক্তমতের অংশ হতে পারে না।ভবিষ্যতের সমাজ যদি হয়ে ওঠে আরও ডিজিটাল, তাহলে সেই সমাজ যেন আরও মানবিক হয়-এই দায়িত্ব আমাদের সকলের।সোশ্যাল মিডিয়ার বিস্তার সীমাহীন। মুহূর্তে তথ্য ছড়িয়ে পড়ে, খবর ভাইরাল হয়, লোকজন জড়ো হয় ভার্চুয়াল ময়দানে। কিন্তু এই গতি যেন আমাদের মানবিকতা কেড়ে না নেয়।আমরা যেন ভুলে না যাই-স্ক্রিনের ওপারে একজন মানুষ আছে, যারও আছে অনুভূতি, পরিবার, জীবন।ভবিষ্যতের সমাজ যদি হয় ডিজিটাল, তবে তার ভরকেন্দ্র হোক মনুষ্যত্ব। মতপার্থক্য থাকুক, কিন্তু ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার ভিত না টুটুক।সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের একটা অভূতপূর্ব শক্তি দিয়েছে-মতামত প্রকাশের, প্রতিবাদ করার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁ।নোর। কিন্তু সেই শক্তি যদি ব্যবহার হয় অপমান, অবমাননা, এবং নিঃসংকোচ গালিগালাজে, তাহলে প্রশ্ন থেকেই যায়-এই স্বাধীনতা আমরা কীভাবে ব্যবহার করছি?প্রতিবাদ হোক, কিন্তু তাতে যেন থাকে যুক্তি ও ভদ্রতা। সহমত না হতে পারলেও সম্মান বজায় রাখা শিখি।না হলে প্রতিবাদের নামে আমরা নিজেকেই প্রতিনিয়ত নিচু করে দিচ্ছি।আর তখনই সোশ্যাল মিডিয়া হবে এক ভয়ঙ্কর আয়না-যেখানে মানুষ নিজের কুসিত ছায়াটিকেই প্রতিবাদের মুখোশ পরে দেখছে।

পাহাড় কি আর নিরাপদ?

বর্ষার মরসুমে যখন পাহাড় মানে হয় সবুজে মোড়া শান্তির স্বপ্ন, ঠিক তখনই যেন প্রকৃতি ছুড়ে দেয় রক্তচক্ষু। হিমাচল প্রদেশে ভয়াবহ ধসের ঘটনায় আবারও কেঁপে উঠেছে পার্বত্য অঞ্চলগুলি। লাগাতার বৃষ্টির ফলে ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে পাহা।ি এলাকার জীবনযাত্রা। আর এরই জেরে উত্তরাখণ্ডেও জারি হয়েছে চূ।ান্ত সতর্কতা।প্রশাসনের প্রস্তুতি, আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস এবং পরিবেশবিদদের সতর্কতা - সব মিলিয়ে প্রশ্ন একটাইঃ এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় কি শুধুই আবহাওয়ার খেলা, না কি মানুষের আগ্রাসী হস্তক্ষেপ ও অনিয়ন্ত্রিত উন্নয়নের ফল?গত কয়েকদিনে হিমাচল প্রদেশের একাধিক জেলায়, বিশেষ করে কুল্লু, মান্ডি, চম্বা, কাংড়া ও শিমলায় প্রবল বৃষ্টির জেরে বহু জায়গায় ধস নেমেছে। রাস্তা বন্ধ, যান চলাচল বিপর্যস্ত, বহু গ্রাম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। পাহাড় ভেঙে গাড়ি চাপা পড়েছে, ঘরবাড়ি ধসে পড়েছে, বহু মানুষের মৃত্যু ও নিখোঁজ হওয়ার খবর এসেছে।রাস্তা ধসে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে জাতীয় সড়কের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রুট। পাহাড়ের গায়ে যেভাবে বাড়ি, হোটেল, রিসর্ট গড়ে তোলা হয়েছে, তা আরও বা।িয়ে দিয়েছে ঝুঁকি। বহু জায়গায় দেখা গেছে, মাটি এতটাই আলগা হয়ে গেছে যে সামান্য বৃষ্টিতেই তা ধস নামিয়ে আনছে।এ যেন প্রকৃতির এক সুদূরপ্রসারী প্রতিশোধ।হিমাচলের বিপর্যয়ের পর উত্তরাখণ্ড সরকার জারি করেছে 'হাই অ্যালার্ট'। দেরাদুন, টেহরি, চামোলি, উত্তরকাশী, পিথোরাগড়, বাগেশ্বরের মতো অঞ্চলগুলিতে নজরদারি শুরু হযেছে। পাহাড়ি রাস্তায় যাতায়াত সীমিত করা হয়েছে, পর্যটন নিয়ন্ত্রণে আনা হযেছে।আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট বলছে, আগামী কয়েকদিনেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে নদী-খাল উপচে পড়া, মাটি সরে যাওয়া, পাহাড় ধসে পড়া-এই সব কিছুর আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।তবে এখানেই প্রশ্ন-কেবল সতর্কতা জারি করলেই কি প্রাণ বাঁচে? সাধারণ মানুষ, বিশেষত যাঁরা দুর্গম অঞ্চলে বসবাস করেন, তাঁদের জন্য কী প্রস্তুতি রয়েছে প্রশাসনের হাতে?এটা যেন প্রতিবছরের এক অনিবার্য

পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন, ৮ জুলাই সমাপ্তি র‍্যালি

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৭ জুলাই ঃ ট্র্যাফিক হেড কোয়াটারের নির্দেশে ১ জুলাই থেকে ৭ জুলাই পর্যন্ত পূর্ব বর্ধমান জেলায় পালিত হচ্ছে 'নিরাপত্তা সপ্তাহ'। জেলা ট্র্যাফিক গার্ড ও থানাগুলির যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন ক্লাব, স্কুল, কলেজ, গাড়িচালক ও পথচারীদের নিয়ে সচেতনতা মূলক নানা কর্মসূচি পালিত হয়েছে। অনুষ্ঠানগুলিতে হেলমেট ও সিটবেল্ট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা, ট্র্যাফিক নিয়ম মেনে চলা, নিরাপদে রাস্তা পারাপার এবং গাড়িচালকদের দায়িত্বশীল আচরণ সম্পর্কে সচেতন করা হয়। সিনিয়র অফিসারদের অডিও-ভিডিও প্রেজেন্টেশন ও র‍্যালির মাধ্যমে এই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ট্র্যাফিক পুলিশের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর্মসূচিও ছিল। পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের সমাপ্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ৮ জুলাই সকাল ১১ টায় বিরহাটা থেকে কার্জন গেট পর্যন্ত একটি র‍্যালি আয়োজন করা হয়েছে। পুলিশের পাশাপাশি বিভিন্ন স্তরের নাগরিকদেরও এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণের কথা রয়েছে।

পুকুরে ভেসে উঠল নাবালিকার অর্ধনগ্ন পচাগলা দেহ

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৭ জুলাই ঃ ধর্ষণ করে খুন? পুকুরে ভেসে উঠল নাবালিকার অর্ধনগ্ন পচাগলা দেহ! দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিস। ঘটনায় শোরগোল পড়ে গেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জে। পুলিস সূত্রে খবর, বয়স মোটে ১১ বছর। গোপালগঞ্জের নিবেদিতা গার্লস স্কুলে ক্লাস ফাইভে পড়ত ওই কিশোরী। পরিবারের লোকদের দাবি, গত শুক্রবার হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায় সে। এরপর আজ, সোমবার কুমারগঞ্জের মোহনার জহরাপুকুর ওই কিশোরী দেহ দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, উর্ধ্বাংশের পোশাক খোলা ছিল। দেহে পচনও ধরে গেছিল। এদিকে যে পুকুরে দেহটি ভেসে ওঠে, সেই পুকুরটি লোকালয় থেকে বেশ খানিকটা দূরে, ফাঁকা মাঠের মাঝে। বাড়ি থেকে প্রায় ৩ কিমি দূরে ওই পুকুরে কীভাবে দেহ এল? তা নিয়ে দানা বেঁধেছে রহস্য। মেয়েকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ করেছেন মৃতের পরিবারের লোকেরা। তাঁদের দাবি, প্রমাণ লোপাট করতে দেহটি পুকুরে ফেলে দিয়েছিল অভিযুক্ত।

বর্ধমানে শুরু হল তিনদিনের কত্থক নৃত্য কর্মশালা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমানঃ, ৭ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অন্তর্গত রাজ্য নৃত্য একাডেমির উদ্যোগে এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে শুরু হয়েছে তিনদিনব্যাপী জেলা স্তরের কত্থক নৃত্য কর্মশালা। এই বিশেষ কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য, জেলার প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের নৃত্যশৈলীতে দক্ষতা ও মানোন্নয়ন ঘটানো। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাই স্কুলের রাজেন্দ্র ভবনে আয়োজিত ওই কর্মশালার শুভ সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য নৃত্য একাডেমির সচিব শ্রী সূর্য ব্যানার্জী এবং স্বনামধন্য কত্থক শিল্পী ও প্রশিক্ষিকা অমিতা দত্ত, পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্যাধিকারিক রামশঙ্কর মন্ডল প্রমুখ। তিনদিনব্যাপী এই কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী অমিতা দত্ত নিজে। এর আগে ওই কর্মশালায় যোগ্যতা বাছাই করা হয়েছিল। যারা বাছাই পর্বে উন্নিত হয়েছিল সেই সব ছাত্রীরাই এই কর্মশালায় অংশগ্রহন করার যোগ্যতা অর্জন করে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অডিশনের মাধ্যমে বাছাই করা ৪৮ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নিচ্ছেন এই কর্মশালায়। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের মধ্যে দেখা গেছে প্রবল উৎসাহ ও আগ্রহ। শেষ দিন, অর্থাৎ ৯ জুলাই ২০২৫ তারিখে, কর্মশালার সমাপ্তি উপলক্ষ্যে সকল অংশগ্রহণকারীকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মত অনুযায়ী, এমন উচ্চমানের প্রশিক্ষণ কর্মশালা ভবিষ্যত শিল্পী গঠনে অত্যন্ত সহায়ক এবং অনুপ্রেরণামূলক।

র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে বিক্ষোভ বোলপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৭ জুলাই ঃ র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে পড়ুয়া ও

অভিভাবকদের বিক্ষোভ দেখা গেলো বোলপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। সোমবার স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গড়িমসির অভিযোগ তুলে বোলপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে অভিভাবক ও ছাত্রীরা বিক্ষোভ দেখালেন। তাদের বিক্ষোভের কারণ গত শুক্রবার বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীরা বাথরুম যাওয়ার পথে পিছন থেকে চোখ বেঁধে শারীরিক নির্যাতন করে। এরপর ওই ছাত্রীটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। এই ঘটনা স্কুলের মধ্যে কেন ঘটলো স্কুলের নিরাপত্তা কোথায় ছিল বা অন্যান্য অভিভাবক বা ছাত্রীদেরকে কেন এই বিষয় সম্বন্ধে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায়নি। এখনো পর্যন্ত কেন দোষী ছাত্রীরা ধরা পড়লো না বা স্কুল কর্তৃপক্ষ কেনো কোন ব্যবস্থা নিল না তা নিয়ে এদিন সোমবার স্কুল বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখায় অভিভাবক ও স্কুলের ছাত্রীরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বোলপুর থানার পুলিশ। অভিভাবিকা অনামিকা প্রামানিক, স্কুলের ছাত্রী দেবাঙ্গী চ্যাটার্জী, সুস্মিতা ভট্টাচার্য্য এক সুরে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, স্কুলে ছাত্রীদের কোনো নিরাপত্তা নেই। তাঁরা সবাই আতঙ্কে আছে। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান উঠলো বোলপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। আক্রান্ত ছাত্রীর বিচারের দাবিতে ছাত্রী, অভিভাবকদের বিক্ষোভে বিদ্যালয় চত্বরে। বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষিকার দাবি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে সিসিটিভি ফুটেজে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা দেখা যায়নি। ছাত্রী, অভিভাবকদের অভিযোগ গত শুক্রবার বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণি এক ছাত্রীকে মারধরের মত ঘটনা ঘটে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি অভিভাবকের সাথে এই বিষয় নিয়ে কোন আলোচনায় করেনি বা বিষয়টি কাউকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জানাননি। এমনকি বিষয়টি ধামা চাপা দেওয়ার অভিযোগ উঠল বোলপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে। ঘটনার চারদিন পেরিয়ে গেলেও এখনো কেন চুপ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই নিয়ে এদিন বিদ্যালয় চত্বরে বিক্ষোভ দেখান ছাত্রী ও অভিভাবকেরা। গত শুক্রবার নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে বাথরুম যাওয়ার সময় চোখ বন্ধ করে মারধর করার অভিযোগ ওঠে বিদ্যালয়েরই উচ্চ শ্রেণীর পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে। মারধর করার পর আহত ছাত্রীটিকে ভর্তি করা হয় বোলপুর মহাকুমা হাসপাতালে। আঘাত গুরুতর না হলেও মানসিক আঘাত পায় ছাত্রীটি। হাসপাতালের বেডে শুয়ে বাবাকে জড়িয়ে কাঁপতে থাকে আক্রান্ত ছাত্রীটিরা। সেদিনই হাসপাতালে বাবা অভিযোগ করেন বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর পড়ুয়ারা মারধর করেছে তার মেয়েকে। এই ঘটনা জানাজানি হতেই ক্ষোভ সৃষ্টি হয় অভিভাবকদের মধ্যে। অভিভাবকদের অভিযোগ বিদ্যালয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের পাঠান সুরক্ষিত অবস্থায় পঠন-পাঠন করতে। সেই সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষক - শিক্ষিকাদের। কিন্তু সেই বিদ্যালয়ে আক্রান্ত হচ্ছে ছাত্র- ছাত্রীরা। আক্রান্ত হওয়ার পরও অভিভাবকদের সাথে কোন আলোচনা বা বিষয়টি জানানো প্রয়োজন মনে করেন না। মেয়েদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা ও আক্রান্ত ছাত্রীটিকে যারা মারধর করেছেন তাদের কঠোর শাস্তির দাবী জানান তারা। এদিকে বোলপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়- এর প্রধান শিক্ষিকা তৃষ্ণা কুণ্ডু মণ্ডল জানান খুব দুঃখজনক ঘটনা। আক্রান্ত ছাত্রীটিকে বিদ্যালয় তরফ থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর বিষয়টি কি ঘটেছে ছাত্রীদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলা। কিন্তু ছাত্রীটি সেভাবে কোন কথাই বলতে পারিনি। আক্রান্ত ছাত্রীটি ভয়ে উঠে আসে বড় দিদিরা এমন ঘটনা ঘটিয়েছে। কিন্তু সিসিটিভি ফুটেজে তেমন কোন দৃশ্য ধরা পড়েনি। তিনি জানান ডিআই অফ স্কুলে নির্দেশে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে বিদ্যালয় সবসময় চাই ছাত্রীদের ভালো বিদ্যালয় চত্বরে পরিবেশ দিতে।

২১ জুলাইকে সামনে রেখে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের শক্তি প্রদর্শন

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৭ জুলাই ঃ এ যেন শক্তি প্রদর্শন। আগামী একুশে জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ দিবস অনুষ্ঠিত হবে কলকাতায়।

একুশে জুলাই উপলক্ষ্যে তাই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে চলছে ব্যাপক প্রচার। জেলার প্রত্যেকটি প্রান্তে দেওয়াল লিখন থেকে শুরু করে পথসভা মিছিলে চলছে একুশে জুলাই প্রচার। সোমবার কোচবিহার জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ডাকে কোচবিহার দক্ষিণ উত্তর এবং নাটাবাড়ি এলাকার কর্মী সমর্থকদের নিয়ে এক বিরাট বাইক র‍্যালি প্রদক্ষিণ করল সারা শহর। পাশাপাশি উত্তর বিধানসভাতেও ঘুরালো এই বাইট র‍্যালি। উল্লেখ্য গত দু-তিন দিন আগে তৃণমূল নেতৃত্বকে চালানোর অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়কের ছেলে এবং গাড়ির চালক। এমতাবস্থায় গতকাল বিজেপি কর্মীদের মিথ্যে মামলার ফাঁসানো হয়েছে এই দাবিকে সামনে রেখে উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের পুন্ডিবাড়ি তে বিরাট মিছিল করে বিজেপি অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় শক্তিঃ প্রদর্শন। যদিও ওই পুন্ডিবাড়ীতেই পরবর্তীতে তৃণমূল মিছিল করে তবে তা বিজেপির তুলনায় ছিল বেশ কম সংখ্যায়। এমতাবস্থায় সোমবার এই বিরাট বাইক র‍্যালি যেন গতকালের বিজেপির মিছিলের পাল্টা শক্তি প্রদর্শন। সোমবার সকালে কোচবিহারের রাসমেলা মাঠ সংলগ্ন এলাকা থেকে তিন বিধানসভার কর্মী সমর্থকরা জড়ো হয়ে বিরাট বাইক রেলি প্রদক্ষিণ করে বিভিন্ন এলাকা। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক। যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ- সভাপতি সায়নদ্বীপ গোস্বামী সহ অন্যান্যরা। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহ-সভাপতি সায়নদ্বীপ গোস্বামী বলেন - একুশে জুলাই শহীদ দর্পণ আর সেই নেত্রীর ডাকে প্রতিবাদ আমরা কলকাতায যাই এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। উত্তরবঙ্গের মধ্যে সবথেকে বেশি সংখ্যক কর্মী সমর্থক নিয়ে আমরা ২১ তারিখ। নেত্রীর বক্তব্য শুনতে যাব। পাশাপাশি তিনি বলেন কোচবিহার উত্তর দক্ষিণ এবং নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রায় ১০ হাজার বাইক- ই বাইক র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রাজু দে কে গুলিবিদ্ধ করে উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়কের ছেলে এই প্রসঙ্গে রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন - এ ধরনের বিধায়ক এর আগে দেখতে পাওয়া যায়নি যে বন্দুক গাড়ি দিয়ে মানুষ খুন করতে পাঠায়। কোচবিহার জেলার মানুষ প্রস্তুত রয়েছে এবার আগামী বিধানসভায় ৯টি আসনের মধ্যে নটিতেই তৃণমূল কংগ্রেসকে জয়লাভ করবেন আজকের এই মিছিল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির হত্যা লীলার বিরুদ্ধেও। উল্লেখ্য প্রায় দশ হাজারের কাছাকাছি বাইক সোমবারের এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে।

বর্ষাকালে ট্রেন চলাচলের জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করেছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল

মালিগাঁও, ৭ জুলাই ঃ বর্ষা মৌসুমে নিরাপদ এবং নিরবচ্ছিন্ন ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) একাধিক কৌশলগত প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ভারী বৃষ্টিপাত, ভূমিধস এবং বন্যার ঝুঁকির কারণে, রেল লাইনের পরিস্থিতি ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করতে এবং কোনও বিপদ শনাক্ত হলে তাৎক্ষণিক সতর্কতা অবলম্বন করতে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে কৌশলগতভাবে স্থায়ী ওয়াচম্যান মোতায়েন করা হয়েছে। বাঁধ শক্তিশালীকরণ, উন্নত নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক জলপ্রবাহের চ্যানেল পরিষ্কারের মাধ্যমে ধস-প্রবণ এবং বন্যা-সংবেদনশীল অঞ্চলগুলিকে শক্তিশালী করা হয়েছে। এছাড়াও, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে, বিশেষ করে পাহাড়ি অংশে, জলস্তর পরিমাপক যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে, যাতে জলস্তর বৃদ্ধির মাত্রা রিয়েল-টাইমে পর্যবেক্ষণ করা যায়। জরুরি অবস্থার সময় দ্রুত সাড়া প্রদানের জন্য, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাথর, বালির বস্তা এবং তারের জালের মতো ত্রাণ সামগ্রী মোতায়েন করেছে। 'ইমার্জেন্সি অন হুইলস' ট্রেনগুলি সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেওয়ার জন্য কারিগরি কর্মী এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সহ প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ভূমিধস, রেলপথে ধস এবং জল জমার মতো ঘটনাগুলি ন্যূনতম সময়ে মোকাবেলা করার জন্য সমস্ত ডিভিশনে র‍্যাপিড রেসপন্স টীমও গঠন করা হয়েছে। যাত্রী এবং মালবাহী পরিষেবায় ব্যাঘাত কমিয়ে দ্রুত ভাবে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য এই টীমগুলিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র লামডিং ডিভিশনে মোট ১৯৭টি বোল্ডার এবং কোয়ারি / ডাস্ট/ শিঙ্গল বোঝাই ওয়াগন মোতায়েন করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৪৪ ওয়াগন বোল্ডার এবং ৫৩ ওয়াগন কোয়ারি/ ডাস্ট/ শিঙ্গল জাগীরোড, খটখটী, শোখুভি, মাইবং এবং বদরপুরের মতো কৌশলগত স্থানগুলিতে রাখা হয়েছে। বর্ষার প্রস্তুতির জন্য তিনসুকিয়া (৫২টি ওয়াগন), রঙ্গিয়া (৩৬টি ওয়াগন), আলিপুরদুয়ার (২০টি

ওয়াগন) এবং কাটিহার (৪০টি ওয়াগন) - এর মতো অন্যান্য ডিভিশনগুলিতেও সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও, উদ্ধার বা পুনরুদ্ধার অভিযানের প্রস্তুতি নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত ডিভিশনে বিভিন্ন ধরণের উইঞ্চ ক্র্যাব, জ্যাক, তিরফর এবং ট্রাইপড রাখা হয়েছে। অধিকন্তু, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে রিয়েল-টাইম আবহাওয়ার সতর্কতা এবং পূর্বাভাস পেতে ইন্ডিয়া মেটেওরোলোজিকাল ডিপার্টমেন্ট (আইএমডি) সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। এই সমন্বয় রেলওয়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষগুলিকে, যা ২৪x৭ চালু থাকে, ট্রেন চলাচল এবং কর্মী মোতায়েনের বিষয়ে সক্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। যাত্রীদের অফিসিয়াল যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে খবর সংগ্রহ করার এবং রেল কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এই সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বর্ষাকাল জুড়ে নিরাপত্তা, পরিচালন দক্ষতা এবং যাত্রীদের সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাণ্ডুয়ায় পা ফসকে সোজা রেললাইনে পড়ে গেলেন এক মহিলা যাত্রী, কোনও ক্রমে রক্ষা করা হয় মহিলাকে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৭ জুলাই ঃ পা ফসকে সোজা রেললাইনে পড়ে গেলেন এক মহিলা যাত্রী। সেই সময় দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছিল একটি এক্সপ্রেস ট্রেন। বৃষ্টি ভেজা প্ল্যাটফর্মে ঘটে যাচ্ছিল বড়সড় বিপদ। ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয় স্টেশনে। কোনও ক্রমে রক্ষা করা হয় মহিলাকে। সোমবার দুপুরের ঘটনা। হাওড়া বর্ধমান মেন শাখায় পাণ্ডুয়া স্টেশনে ঘটনাটি ঘটে। হাওড়ার দিকে যাওয়ার শেষ প্রান্তে মহিলা যাত্রী হেঁটে যাচ্ছিলেন। বৃষ্টিতে প্ল্যাটফর্ম ছিল ভেজা। দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে শেষ প্রান্তে ঢালু জায়গা দিয়ে নামতে গিয়ে পড়ে যান তিনি। বৃষ্টি পড়ছিল তখন। হঠাৎই পিছলে রেললাইনের উপর পড়ে যান। সেই সময় ওভারব্রিজের নীচে কর্তব্যরত ছিলেন জিআরপি কর্মী মোহাবুল শেখ। তিনি দেখতে পেয়ে রীতিমতো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেললাইনে ঝাঁপ দেন। সেই সময় তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকছিল বর্ধমান-হাওড়া লোকাল ও এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ছিল হাওড়া- বর্ধমান লোকাল। এরই মধ্যে ঘোষণা হয়, দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে আজমগড় এক্সপ্রেস থ্রু ট্রেন পাস করবে। দ্রুত গতিতে হর্ন বাজিয়ে এগিয়ে আসছিল এক্সপ্রেস ট্রেনটি। ঠিক সেই সময় দুটি লাইনের মাঝখানে পড়ে গিয়েছিলেন চুঁচুড়ার বাসিন্দা, পেশায় মেডিক্যাল রিপ্রেসেন্টেটিভ ওই মহিলা। জিআরপি কর্মী ওই মহিলাকে টেনে তুলে এক ও দু নম্বর লাইনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েন। কয়েক সেকেন্ডের জন্য রক্ষা পান ওই মহিলা। দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যায় এক্সপ্রেস ট্রেনটি। ঘটনা দেখে প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত যাত্রীরা শিউরে ওঠেন। পাণ্ডুয়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকার এক ফল ব্যবসায়ী বলেন, এক মহিলা হোঁচট খেয়ে রেললাইনে পড়ে গিয়েছিলেন। রেল পুলিশ ছুটে এসে তাঁকে বাঁচায়। রেল পুলিশ তাঁকে না উদ্ধার করলে বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেত।

সাড়ে ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে জয়নগরে পেপারব্লকের রাস্তার সূচনা করলেন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৭ জুলাই ঃ সামনে বিধানসভার নির্বাচন। আর তার আগে নিজের বিধানসভার এলাকার উন্নয়নে বিশেষ নজর দিয়েছেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। রবিবার জয়নগর বিধানসভার দক্ষিন বারাশত মহাশ্মশানের প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয়ের বৈদ্যুতিক চুল্লির শিল্যানাসের পরের দিন সোমবার দক্ষিন বারাশত বাজার মোড় হতে ময়দা রথতলার মোড় পর্যন্ত সাড় তিন কিলোমিটার রাস্তার পেপার ব্লকে রুপান্তরের কাজের শিল্যানাস হয়ে গেল। এদিন জয়নগর এক ব্লকের হরিনারায়ণপুর পঞ্চায়েতের গোড়েরহাট মোড়ে এই

কাজের শুভ সূচনা করেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জয়নগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস,সমাজসেবী তুহিন বিশ্বাস সহ আরো অনেকে। সাড়ে তিন কিলোমিটার এই রাস্তার পেপার ব্লকের কাজের ব্যয় ধরা হয়েছে সাড়ে ৬ কোটি টাকা। সময় লাগবে চারমাস।এদিন এই কাজের শুভ সূচনা করে জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, জয়নগর এক ও দুই নং ব্লকের সংযোগকারী এই রাস্তাটির পাশে অনেক দোকান আছে। পিচের রাস্তা নিচু হওয়ায় ও আশেপাশের দোকানপাট উঁচু হওয়ায় জল জমে বিটুমিনের রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছিল। তাছাড়া এই রাস্তা দিয়ে প্রচুর ভারী ভারী পণ্যবাহী ট্রাক চলাচল করায় ও রাস্তার ক্ষতি হচছিল। তাই এলাকার মানুষের কথা ভেবে আমি পূর্ত দপ্তরের রোড বিভাগের সাথে কথা বলে এই রাস্তাটি বিটুমিনের বদলে পেপার ব্লকের করার অনুমোদন আদায় করে নিই।আর পেপার ব্লকে এই দীর্ঘ সাড়ে তিন কিলো মিটার রাস্তা তৈরি হয়ে গেলে এই রাস্তা স্থায়ী হবে অনেকদিন। এই রাস্তার ওপর দিয়ে প্রতিদিন বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার ৪ টি অঞ্চল, জয়নগর বিধানসভার ৮ টি অঞ্চল এবং কুলতলি বিধানসভার ৩-৪ টি অঞ্চলের কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করে। তাই এই রাস্তাটিকে আগের চেয়ে আরও মজবুত ভাবে করা হচ্ছে।জনপ্রতিনিধি হিসাবে মানুষের পাশে থেকে কাজ করাই আমার মূল কাজ। আমি মানুষের পাশে থেকে এলাকার উন্নয়ন করতে চাই।

কালিগঞ্জে মৃত নাবালিকার পরিবারের সাথে দেখা করলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যা অর্চনা মজুমদার

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৭ জুলাই ঃ নদীয়ার কালিগঞ্জে মৃত নাবালিকার বাড়িতে এদিন বেলা আনুমানিক বারোটার পর আসেন জাতীয়,মহিলা কমিশনের প্রতিনিধী, অর্চনা মজুমদার। এদিন তিনি কথা বলেন মৃত নাবালিকার পরিবারের সাতে পাশাপাশি, গোপন জবান বন্দীও নেয়, এরই সাথে এদিন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন পাশাপাশি পরিবারের পাসে থেকে সবরকম সাহায্যেট আশ্বাসও দেন, এরই সাথে তিনি বলেন, গতকাল মহরম ছিলো নতুন এমএলএ পাসে এসে নাচা গানা করলেও এদের বাড়িতে এখনো আসেনি, পাশাপাশি ঘটনার পর ফরেনসিক দল এসে তদন্ত করেই ঘটনাস্থল মাটি ভরে দেয় সেই প্রসঙ্গে তিনি জানান কে বলতে পারে আগামী দিনে সিবিআই বা অন্য কোন এজেন্সি তদন্ত করতে পারে সেখানে তদন্তে কিছুই পাবে না। এরই সাথে মৃত নাবালিকার মা সাবিনা ইয়াসমিন জানান, জাতীয় মহিলা কমিশনের

সদস্যরা আসায় কিছুটা সাহস পেলাম, পাশাপাশি তিনি আরও জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিকে কাজ করতে দিচ্ছে না, পুলিশ চাইলে সব পারবে, এখনো ১৪ জন অধরা, পুলিশের ওপর এখনো ভরসা করেই চলছি কিন্তু তেমন হলে আগামী দিনে আমরা পরিবারের সকলে থানায় গিয়ে অনশনে বসবো, আর সিবিআইয়ের তদন্তেরও দাবী জানাবো। সেখান থেকেই কৃষ্ণ নগরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি, কৃষ্ণনগরে গিয়ে কালিগঞ্জপর ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে বেশ কিছু সময় কথা বলেন এস পি অমরনাথ কে, এর সাথে, সেখানেই সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ডা. অর্চনা মজুমদার বলেন কালিগঞ্জে মৃত । নাবালকির পরিবারের ভয়ের কিছু নেই, পাশাপাশি ঘটনায় এখনো ১৪ জন অভিযুক্ত অধরা প্রসঙ্গে তিনি বলেন এটা নিয়ে এসপির সাথে কথা হয়েছে তিনি দশ দিনের মধ্যে বাকিদের দরবে বলে জানিয়েছেন, পাশাপাশি ওই এলাকায় এবং নাবালকির বাড়িতে বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট, যদিও সেখানে সিভিকের উপস্থিতি নিয়ে মৃত নাবালিকার পরিবার অভিযোগ করেছিলো সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন সেটা নিয়েও কথা হয়েছে।

সরাইঘাট এক্সপ্রেসের গৌরবময় ৩০ বছর উদ্‌যাপন

কলকাতা, ৭ জুলাই ঃ হাওড়ার বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপকের (ডিআরএম) দক্ষ নির্দেশনায়, পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগ পূর্ব ভারতকে উত্তর-পূর্বের

সাথে সংযুক্তকারী একটি প্রধান ট্রেন পরিষেবা, আইকনিক সরাইঘাট এক্সপ্রেসের ৩০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে। ২০২৫ সালের ৬ জুলাই সর্টিং ইয়ার্ড কোচিং কমপ্লেক্সে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে রেলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কর্মী এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। সরাইঘাট এক্সপ্রেস ১৯৯৫ সালের ৬ জুলাই প্রচলিত আইসিএফ কোচ এবং ডিজেল ট্র্যাকশন দিয়ে যাত্রা শুরু করে। গত তিন দশক ধরে, ট্রেনটি একটি উল্লেখযোগ্য রূপান্তর প্রত্যক্ষ করেছে - আধুনিক এলএইচবি কোচে স্থানান্তরিত হওয়া এবং ২৫ জুন ২০২৫ তারিখে এন্ড-টু-এন্ড বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন অর্জন করা। এই প্রগতিশীল বিবর্তন আধুনিকীকরণ, সুরক্ষা, শক্তি দক্ষতা এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বের প্রতি ভারতীয় রেলের ক্রমাগত প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। উদযাপনের অংশ হিসেবে, সরাইঘাট এক্সপ্রেসের কোচগুলিকে সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল, যা এর সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং প্রযুক্তিগত আপগ্রেডগুলি প্রদর্শন করে। এই অনুষ্ঠানে সিনিয়র ডিএমই (সিএইচজি এবং টিএস), সিনিয়র ডিএমই (এনএইচএম এবং ফার্টি) সহ আরও বেশ কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন, যারা এই ঐতিহাসিক মাইলফলক স্মরণে যোগ দিয়েছিলেন। সরাইঘাট এক্সপ্রেসের ৩০তম বার্ষিকী কেবল একটি ট্রেনের উত্তরাধিকারের উদ্‌যাপন নয়, বরং সময়ানুবর্তিতা, যাত্রীদের আরাম এবং পরিচালনার উৎকর্ষতার উচ্চ মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের অটল নিষ্ঠার স্বীকৃতি। বিদ্যুতায়ন এবং চলমান অবকাঠামোগত আপগ্রেড সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে, সরাইঘাট এক্সপ্রেস হাওড়া এবং গুয়াহাটির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবনরেখা হিসেবে কাজ করে চলেছে, যা বৃহত্তর আঞ্চলিক সংযোগ এবং সাংস্কৃতিক একীকরণকে উৎসাহিত করে।

নিবেদিতা সেতুর টোলপ্লাজায় দুর্ঘটনা, আহত বেশ কয়েকজন যাত্রী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ জুলাই ঃ বৃষ্টিভেজা রাস্তায় চাকা পিছলে ডিভাইডারে ধাক্কা মারল যাত্রীবাহী ভলভো বাস, আহত বেশ কয়েকজন যাত্রী। নিবেদিতা সেতুর টোলপ্লাজায় ঘটে দুর্ঘটনা। কলকাতার করুণাময়ী যাওয়ার পথে বালির নিবেদিতা সেতুর টোলপ্লাজায় দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীবাহী বাস। আসানসোল-দূর্গাপুর থেকে বাসটি কলকাতার করুণাময়ীর উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। আচমকাই বৃষ্টিভেজা রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি নিবেদিতা সেতুর ডিভাইডারে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে। বাসের সামনের অংশ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হন। তাঁদের সকলকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বাকি যাত্রীদের অন্য গাড়িতে করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ঘটনাস্থলে যায় বালি থানা এবং বালি ট্রাফিক পুলিশ। উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন নিবেদিতা সেতু টোলপ্লাজার কর্মীরাও। এদিকে, এই ঘটনার বিষয়ে টোলপ্লাজার পেট্রলিং সুপারভাইজার জানান, দুর্ঘটনায় জখমদের উদ্ধার করে দুটো অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বাকি যাত্রীদের গন্তব্যে যাওয়ার জন্য গাড়িতে তুলে দেওয়া হয়। দুর্ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাসের যাত্রীরা।

মায়ের মৃতদেহ আগলে বসে রইল মেয়ে

দুরন্ত বার্তা, কল্যাণী, ৭ জুলাই ঃ মায়ের মৃতদেহ ২৪ ঘন্টারও বেশি সময় যাবত ঘরের মধ্যে আগলে রেখেছিল মেয়ে। পরবর্তীতে চিকিৎসকেরা মাকে মৃত ঘোষণা করলেও, মা মৃত তা মানতে নারাজ মেয়ে। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়া জেলার কল্যাণী থানার অন্তর্গত বি - ১২ নম্বর এলাকায়। জানা গেছে, নদীয়া জেলার কল্যাণী বি- ১২।১৮৩ নম্বর বাড়িতে বর্তমান বসবাস করতেন বছর ৭০-এর রুমা দত্ত নামে এক বৃদ্ধা। সঙ্গে তার মেয়ে আনুমানিক বছর ৩০-এর পিয়ালী দত্ত। স্থানীয়দের মারফত সোমবার দুপুরে কল্যাণী রেড ভলেন্টিয়ার্স এর সদস্যরা জানতে পারে রুমা দত্ত নামে ওই বৃদ্ধা মৃত অবস্থায় ঘরে রয়েছে। তার মেয়ে পিয়ালী দত্ত মায়ের মৃতদেহ ঘরের মধ্যে রেখে আগলে বসে আছে। খবর পেয়ে ছুটে আসে রেড ভলেন্টিয়ার্স-এর সদস্যরা। অনেক ডাকাডাকির পর পিয়ালী দরজা খোলে। ঘরের দরজা খুলতেই রেড ভলেন্টিয়ার্স-এর সদস্যরা খোঁজখবর নিয়ে ওপরের ঘরে যেতেই দুর্গন্ধ পায়। দেখতে পায় ঘরের মধ্যে ৭০ বছরের এক বৃদ্ধা নিস্তেজ অবস্থায় পড়ে আছে। তার গা দিয়ে গন্ধ বেরোচ্ছে। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করতে গেলে বাধা দেয় পিয়ালী। রেড ভলেন্টিয়ার্স-এর সদস্যরা তাকে বোঝায়। তার মাকে চিকিৎসা করাতে হবে তাই তারা এসেছেন। তার শরীরের একাধিক অংশ পচতে শুরু করেছে। বুঝতে পারে তিনি মৃত। সেখানে চিকিৎসাকেরা বলেন, তিনি অনেক আগেই মারা গিয়েছেন।

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIQ No. 298/PWD/ROAD/ BMC, Dated : 04/07/2025
(Ii) NIT No. 299/PWD/ROAD/ BMC, Dated : 04/07/2025

e-Tender has been invited for (i) Removal and dazing of canal waste within Ward No. 9(ii) Upgradation of footpath within Ward No. 39 under BMC.

For details, please follow **Tender ID (i) 2025_MAD_875085_1 (ii) 2025_MAD_874524_1** in **www.wbtenders.gov.in,** Office Notice Board.

Last Date of Bid Submission : (i)15/07/2025 upto 3.00 p.m. and **(ii) 22/07/2025 upto 3.00 p.m.**

Sd/-
Executive Engineer,
Bidhannagar Municipal Corporation

OFFICE OF THE PRADHAN
BHANGRA GRAM PANCHAYAT
Under Purulia-II Panchayat Samity
Vill-Karcha, PO: Bhangra Dist: Purulia

Sealed tenders are invited from the suppliers/bonafied contractors for various schemes/supplying materials for Bhangra GP under Purulia-II Panchayat Samity. The schedule of the tender process is as follows: **NIT No:1/2025-26, Date: 07/07/2025**. Date of Sale of Tender Form **08/07/2025 to 15/07/2025(on working day from 11 am to 2 pm)**. Last date of Sale of Tender form & dropping of Sealed Tender form **15/07/2025 Till 2:00 pm**. Date of Opening of Tender: **18/07/2024 at 2.00 pm(onwards)**. **NIT No: 2/2025-26, Date: 07/07/2025**. Date of Sale of Tender Form **08/07/2025 to 15/07/2025(on working day from 11 am to 2 pm)**. Last date of Sale of Tender form & dropping of Sealed Tender form: **15/07/2025 Till 2:00 pm**. Date of Opening of Tender: **18/07/2024 at 2.00 pm (onwards)**.

Sd/- Pradhan
Bhangra Gram Panchayat

OFFICE OF THE LAKHANPUR GRAM PANCHAYAT
UNDER HURA PANCHAYAT SAMITY
P.O. – LAKHANPUR, P.S. – HURA, DIST – PURULIA (W.B.), PIN – 723104
E-Tender No: WBPUR/HURA/ PRADHAN LAKHANPUR GRAM PANCHAYAT/(15 th CFC)/ NIT(e)-6/2025-26

E-tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 5 (Five) Nos. different works. Last date of Submission of Bid (Online) **18/07/2025 at 6.55 PM**. Bid Opening Date (online) **21/07/2025 at 4.00 AM.** For details please visit website **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/ ১২ / ১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
ওয়েব সাইট ঃ www.hmc.org.in
কাগজ প্রকাশনার জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এইচএমসির নির্বাহী প্রকৌশলী, এইচএমসি শরৎ সদনে ১ (আকরিক) নং কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছেন। আগ্রহী দরদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (চলতি ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং শংসাপত্র সহ দরপত্র জমা দিতে হবে।
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শুরুর তারিখঃ ০৩.০৭.২০২৫ তারিখ সন্ধ্যা ৬.০০ টা
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখঃ ১৫.০৭.২০২৫ তারিখ সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত
অনুগ্রহ করে এখানে যানঃ https://wbtenders.gov.in।
৭২(২) / ২৫-২৬
৪.৭.২৫

সচিব
হাওড়া পৌর নিগম

Office of The Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN
NOTICE INVITING e-TENDER

1. **e-Tender Reference No**-P-I/20/1079/EO/SBM(G)/2025-26, Dated-02/07/2025 **Tender ID: 2025_ZPHD_873238** has been floated **Construction of Leach pit and Silt Chamber with grey water management system Sunits at Dogachia GP**. Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.

Sd/- Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

মহাকাশ অভিযানে বড়সড় বিনিয়োগে ভারতের! ৭০ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বিনিয়োগ প্রস্তুত দেশ

প্রথম বিশ্বের দেশগুলির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাগিদে মহাকাশ গবেষণায় এগিয়ে চলেছে ভারত। রাশিয়া, আমেরিকার পাশে এই ক্ষেত্রে ভারতের নামও জ্বলজ্বল করছে। সম্প্রতি মার্কিন বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দেশের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো উদ্যোগ নিয়ে দেশেরই এক সন্তানকে পাঠিয়েছে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে। এই মুহূর্তে 'অ্যাক্সিয়ম-৪' মিশন ভারতীয় বায়ুসেনার সেই গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা এখন আমাদের আকাশপথের পথিক! আর মহাশূন্যে ভেসে শুভাংশু দেখিয়েছেন নতুন পথ। তাঁকে ঘিরে এবার মহাকাশ অভিযানে বড়সড় বিনিয়োগ এগোল ভারত। জানা যাচ্ছে, নাসা, ইসরো, স্পেস এক্সের যৌথ উদ্যোগে 'অ্যাক্সিয়ম-৪' মিশনে শুভাংশুর অংশগ্রহণের খরচ দিয়েছে ইসরো। নয় নয় করে সেই অঙ্ক ৬৫ মিলিয়ন ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় তা প্রায় সাড়ে ৫০০ কোটি!

গত ২৫ জুন ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে রওনা দিয়ে মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছেছেন চার মহাকাশচারী। অভিজ্ঞ নভশ্চর পেগি হুইটসনের নেতৃত্বে সেখানে গিয়েছেন ভারতের শুভাংশু শুক্লা, পোল্যান্ডের উইসনিউস্কি এবং হাঙ্গেরির টিবোর কাপু। ২ সপ্তাহর এই অভিযানে ইতিমধ্যে সপ্তাহখানেকের বেশি তাঁরা কাটিয়ে ফেলেছেন স্পেস স্টেশনে। সেখানে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করছেন চার নভশ্চর। এই অভিযানে ভারতসন্তান শুভাংশু শুক্লার অংশগ্রহণ নানা দিক থেকেই বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর এবং দেশের ক্ষেত্রে এ এক গগনচুম্বী সাফল্য তো বটেই। এহেন অভিযানে সুযোগ পাওয়া ভারতের নিজস্ব মহাকাশ গবেষণাকে অনেকটা এগিয়ে দেবে বলে মনে করছে ইসরো।

শুভাংশু এই অভিযানে যাওয়ার পরপর কৌতূহলী মহলে প্রশ্ন উঠেছিল, এত বড় মিশনের জন্য কত অর্থ উপার্জন করছেন শুভাংশু? উত্তর জানার পর অনেকেই হতাশ। কারণ, 'অ্যাক্সিয়ম-৪' মিশনের পাইলট শুভাংশু শুক্লা এর জন্য একটি টাকাও পাবেন না। বরং ভারতই এই অভিযানে অর্থ খরচ করে তাঁকে পাঠিয়েছে। ৬৫ মিলিয়ন ডলার বা প্রায় সাড়ে ৫০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে এর জন্য। আর এখানেই চমক ভারতের।

শুভাংশুর দৌলতে গোটা বিশ্বের কাছে আজ স্পষ্ট হয়েছে, মহাকাশ অভিযানে মোটা অর্থ বিনিয়োগের পথে হেঁটে চলেছে ভারত এবং এই বিনিয়োগ চলবে। এই মুহূর্তে মহাকাশ বিনিয়োগে এগিয়ে আমেরিকার একাধিক বেসরকারি সংস্থা। ধনকুবের এলন মাস্কের স্পেস এক্স তার মধ্যে পয়লা নম্বরে। মানুষকে নিয়ে মহাশূন্যে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে তারা। হাতে হাত ধরে সেই প্রকল্পে সংযুক্ত হচ্ছে ভারতও। ৭০ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বিনিয়োগ প্রস্তুত দেশ। আসন্ন গগনযান মিশন। তারপর আরও একগুচ্ছ গবেষণা কাজের পরিকল্পনা তৈরি ইসরোর। বোঝাই যাচ্ছে, আকাশ গবেষণার ইতিহাসে নিজের নাম আরও উজ্জ্বল করতে পাখির চোখ করেছে।

উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে 'বড় যোদ্ধা' কীটই! দাবি গবেষণায়

এমনিতে তেমন গুরুত্ব নেই। অ্যাকোরিয়ামে মাছের খাবার হিসেবে ব্যবহার করা হয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট। অথচ সেই কীটকে বড় হতে দিলে ধীরে ধীরে তাই হয়ে উঠবে বিশ্ব উষ্ণায়নের বড় যোদ্ধা! সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে এ ধরনের নতুন তথ্য দিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। বলা হচ্ছে, ৫৫ মিলিয়ন পেট্রল চালিত গাড়ি থেকে যে পরিমাণ কার্বন বাতাসে মেশে, তা রোধ করতে সক্ষম ওই খুদে কীট। এতদিন মাছের খাবার ছাড়া যার কোনও নাম ছিল, উষ্ণায়নের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে এখন তারই গুরুত্ব অসীম হয়ে উঠেছে।

মেরুপ্রদেশ আন্টার্কটিকায় বরফ আবরণের নিচে সুপ্ত সমুদ্রের জন্ম হয় ওই জুপ্ল্যাঙ্কটনের। দৈর্ঘ্য বড়জোর ১০ মিলিমিটার। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যেই চর্বি জমা হয় তাদের। সেই চর্বি যখন শরীর থেকে বের করার প্রয়োজন হয়, সেসময়ই কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে সেই কাজ করে ওই কীট। তাতে পরিবেশের দূষণ খানিকটা হ্রাস পায়। কিন্তু এসবের আগেই ওই জুপ্ল্যাঙ্কটন সংগ্রহ করে মাছের খাবার হিসেবে বাজারে বিক্রি হয়। ফলে যাকে বলে, উষ্ণায়ন রোধের একটি সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এই জুপ্ল্যাঙ্কটন নিয়ে গবেষণার পর তার জীবনচক্র সম্পর্কে যা জানতে পেরেছে, তাতেই পরিবেশবান্ধব চরিত্রের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। চাইনিজ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেসের ওই গবেষকদলের নেতৃত্বে থাকা ড. গুয়াং ইয়াং জানাচ্ছেন, মেরুপ্রদেশে বরফের নিচে ঘুমন্ত অবস্থাতেই জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে দেয় ওই কীট। আর বাকি সময়টা বরফের স্তরের সঙ্গে ভেসে অন্যত্র চলে যায়, যাকে বলা হয় ' এমনিতে মেরুপ্রদেশের প্রাণী পেঙ্গুইন বা তিমির চলন যেভাবে নজরে রাখা হয়, খুদে জুপ্ল্যাঙ্কটন স্বাভাবিকভাবেই সেই নজর এড়িয়ে যায়। সম্প্রতি গবেষণায় বিজ্ঞানীরা বলছেন, ওই কীট উষ্ণায়ন রোধে রীতিমতো নেপথ্য নায়কের মতো কাজ করে। তাই তা সংরক্ষণ এবং যথাযথ প্রয়োগ এর প্রয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে।

প্লাস্টিক বোতলের নয়া রূপ পরিবেশবান্ধব ইট!

দূষণ ঠেকাতে নতুন রূপ পাচ্ছে প্লাস্টিক বোতল। আকার বদলে এখন সেসব 'ইকো ব্রিকস' বা পরিবেশবান্ধব ইট! একবার ব্যবহার করা যায়, এমন প্লাস্টিক বোতলে একবারই ব্যবহারযোগ্য পলিথিন, বালি, মাটি ঢুকিয়ে আটকে দিতে হবে ঢাকনা। তাহলেই ওই শক্ত বোতল ইটের বিকল্প হিসাবে পরিবেশবান্ধব ইট হিসেবে কাজ করবে। এই ব্যবস্থাপনাতেই পুরুলিয়া জেলা পরিষদ পসথ দেখিয়ছে, প্লাস্টিক দূষণ ঠেকাতে ওই ইকো ব্রিকস বা পরিবেশবান্ধব ইট ব্যবহার করা হয়েছে গাছের বেড়া দিতে। তৈরি করছে আসবাবপত্র, বসার জায়গা, ফেন্সিং, এমনকি সীমানা পাঁচিলও।এই কাজে একদিকে যেমন প্লাস্টিকের দ্বারা দূষণ ঠেকানো সম্ভব, তেমনই ইটের বিপুল খরচও বাঁচবে। জঙ্গলমহল পুরুলিয়ার বিভিন্ন পঞ্চায়েতে সলিড ওয়েস্ট প্রকল্পে এইভাবেই ওই প্লাস্টিক বোতল পরিবেশবান্ধব ইট হয়ে অফিস ক্যাম্পাস, পার্ক, বাজার, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, স্কুল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গাছের বেড়া, বসার জায়গা এমনকি সীমানা প্রাচীর তৈরি করা হচ্ছে। তারপরেই ধীরে ধীরে ওই প্রকল্পের রূপায়ণ হতে থাকে। প্লাস্টিক বোতল থেকে এই ইকো ব্রিকস বা পরিবেশবান্ধব ইটের ভাবনা কয়েক বছর আগেকার। তবে এবার থেকে এই প্রকল্পের কাজ সমগ্র জেলাজুড়ে বৃহভাবে হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ব্লক প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্লাস্টিক দূষণ ঠেকাতে সরকারি প্রতিষ্ঠানে এই ভাবেই ইটের ব্যবহার করতে।

আগামী তিন বছরে কত উষ্ণতাবৃদ্ধি? তথ্য দিলেন বিজ্ঞানীরা

অভিশাপের নাম কার্বন নিঃসরণ। এভাবে লাগাতার পৃথিবীর বুকে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়তে থাকলে আগামী তিন বছরেই তীব্র গরমে পুড়বে বিশ্ব! এমনই সাবধানবাণী শুনিয়েছেন বিজ্ঞানী মহল। হিসেব কষে তাঁদের পূর্বাভাস, তিন বছরের মধ্যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেড়ে যাবে। প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে এই তাপমাত্রা নির্দিষ্ট অঙ্কে বেঁধে রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল বিশ্বের উন্নত দেশগুলি। কিন্তু কার্বন নিঃসরণে লাগাম টানতে না পারলে সেই সীমা ছাড়িয়ে যাবে অচিরেই। ঘনিয়ে আসবে পৃথিবীর অন্তিম সময়। এমনই জানিয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী মহল।

তথ্য-পরিসংখ্যান ঘাঁটলে দেখা যাচ্ছে, গত দশ বছরে অর্থা ২০১৫ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত দু'ধাপে বিশ্বের তাপমাত্রা বেড়েছে। প্রথমবার তা ছিল ১.২২ ডিগ্রি, দ্বিতীয়বার ১.২৪ ডিগ্রি। এর মধ্যে ২০২৪ ছিল উষ্ণতম বর্ষ। সেবার বিশ্বের গড় তাপমাত্রা দেড় ডিগ্রিরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যায়, মানব সভ্যতা আধুনিক সময়ে উত্তরণের পর থেকে এই পরিসংখ্যান যথেষ্ট উদ্বেগজনক। তার মূল কারণ কারখানা এলাকা থেকে কার্বন ডাই অক্সাইডের নিঃসরণ, জৈব জ্বালানির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং অরণ্যছেদ। তথ্য অনুযায়ী, এযাব বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃ সরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৩০০ কোটি টন। ২০১৫ সালে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি অনুযায়ী, আগামী ১৫ থেকে ২০ বছর অর্থাৎ ২০৩০-৩৫ সালের মধ্যে বিশ্বের উষ্ণতা নির্দিষ্ট মাত্রায় বেঁধে রাখতে হবে, এই মর্মে একমত হয়েছিলেন উন্নত দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানরা। এর জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন তাঁরা। প্যারিস জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে বিশ্ব উষ্ণায়নের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে।

হাস্যকর', মাস্ক নতুন দল গড়তেই কটাক্ষ ট্রাম্পের

৭ জুলাই ঃ নতুন রাজনৈতিক দলেন নাম ঘোষণা করতেই একসময়ের 'বন্ধু' এলন মাস্ককে বিঁধলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দলের নাম ঘোষণা করে আগেই ট্রাম্পকে তোপ দেগেছিলেন মাস্ক। এবার মাস্কের রাজনৈতিক দল ঘোষণা করাকে 'হাস্যকর' বলে উল্লেখ করে দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় তৃতীয় দল এলে কী হতে পারে সেই বিষয়টিও বুঝিয়েছেন ট্রাম্প।আমেরিকা পার্টি' নামে নতুন দলের নাম ঘোষণা করেন এক সময়ের ট্রাম্পের কাছের বন্ধু তথা টেসলা কর্তা এলন মাস্ক। আর নতুন দলের নাম ঘোষণা করেই ট্রাম্পকে তোগ দেগে তিনি বলেন, আমেরিকায় একদলীয় ব্যবস্থা চলছে। সেটা নির্মূল করতেই তিনি নতুন রাজনৈতিক দলের ঘোষণা করেছেন বলেও উল্লেখ করেন।ূলত 'ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল' নিয়েই ট্রাম্প ও মাস্কের সম্পর্কের অবনতি শুরু হয়। এই বিলের মূল উদ্দেশ্যই হল কর ও সরকারের ব্যয় সংকোচ। প্রথম থেকেই এই বিলের বিরোধিতা করে এসেছেন মাস্ক। গত সোমবার মার্কিন সেনেটে এই বিল নিয়ে আলোচনা হতেই সুর চড়ান টেসলা কর্তা। তিনি জানান, এই বিল পাশ হলে মার্কিন রাজনীতিতে এক নতুন দল খুলবেন তিনি। তাঁর কথায়, ' বিল পাশ হওয়ার পর দিনই 'আমেরিকা পার্টি' তৈরি হবে। যাতে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকাবনের বাইরে দেশের মানুষ বিকল্প দলের মাধ্যমে তাঁদের কণ্ঠস্বর খুঁজে পান।' এই হুশিয়ারির পর শনিবার এই বিলে ট্রাম্প সই করতেই নতুন দলের ঘোষণা করেন মাস্ক।আর এবার মাস্কের এই পদক্ষপ নিয়ে তাঁকে সতর্ক করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। একসময়ের বন্ধুকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে ট্রুথ সোশাল মিডিয়ায় ট্রাম্প লেখেন, 'আমেরিকা রাজনীতিতে তৃতীয় দল তৈরি করা হাস্যকর। রিপাবলিকান পার্টি হিসাবে আমাদের যথেষ্ট সাফল্য রয়েছে। ডেমোক্র্যাটরা পথ হারিয়েছে। আমেরিকায় বরাবর দ্বিদলীয় ব্যবস্থা ছিল। তৃতীয় কোন দল এলে তা কেবল বিভ্রান্তি বাড়ানো ছাড়া আর কিছু নয়।'ট্রাম্পের হুঁশিয়ারির পর চুপ করে থাকেননি ইলন মাস্কও। ট্রাম্পকে পাল্টা দিয়ে এক্স হ্যান্ডেল তিনি লিখেছেন, ' সবসময় মনকে ধ্বংস করে। ভয় হলো ছোটো মৃত্যু। যা পুরোপুরি বিলুপ্ত করে দেয়।' ট্রাম্পের এমন বক্তব্যের পর 'আমেরিকা পার্টি'র অফিসায়াল এক্স হ্যান্ডেল থেকে একটি পোস্ট করা হয়েছে। মাস্কের ছবি পোস্ট করে তার ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, , 'জাগরণ হলো একটা বিক্ষেপ। মধ্যম হলো ভবিষ্য। আমেরিকা পার্টি হলো মধ্যম সংখ্যাগরিষ্ঠদের দল।' অর্থাৎ নতুন রাজনৈতিক দল নিয়ে ভবিষ্যতে আমেরিকার রাজনীতি যে উত্তপ্ত হতে চলেছে মাস্ক ও ট্রাম্পের বাগযুদ্ধের মধ্যেই তা পরিস্কার।

অপারেশন সিঁদুরের পর রাফালে নিয়ে 'অপপ্রচার চিন-পাকিস্তানের

৭ জুলাই ঃ ভারতের মপারেশন সিঁদুরের পর থেকেই রাফালে যুদ্ধনবিমান নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে চিন ও পাকিস্তান। ওই যুদ্ধবিমানের শক্তি এবং প্রযুক্তিগত সামর্থ্য নিয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এমনটাই দাবি ফ্রান্সের আধিকারিকদের। রাফালে প্রস্তুতকারী সংস্থা দাসাল্ট অ্যাভিয়েশনের কর্তারা বলছেন, অপারেশন সিঁদুরের পর বিভিন্ন দেশে গিয়ে রাফালে সম্পর্কে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে চিন ও পাকিস্তান। ওই দেশগুলি যাতে রাফালে না কেনে সেটা নিশ্চিত করতে চাইছে ওই দুই দেশ। তাদের মূল উদ্দেশ্য, রাফালে যুদ্ধবিমানের 'সুখ্যাতি' নষ্ট করা। ফরাসি আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তান যেদিন থেকে দাবি করেছে যে তারা ভারতের একাধিক রাফালে জেট নামিয়েছে, তখন থেকেই ওই যুদ্ধবিমানের ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন গ্রাহকরা।

আসলে ভারত-পাক যুদ্ধ পরিস্থিতিতে পাকিস্তান দাবি করেছিল, ভারতীয় বায়ুসেনার অন্তত ৩টি রাফালে যুদ্ধবিমান নামিয়েছে তারা। শুরুতে পাকিস্তানের সেই দাবি নিয়ে ভারত মুখ খোলেনি। তবে পরে সর্বাধিনায়ক অনিল চৌহান মেনে নিয়েছেন, অপারেশন সিঁদুরে ভারত যুদ্ধবিমান হারিয়েছে। তবে সংখ্যার বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে সেনা সর্বাধিনায়ক অনিল চৌহান জোর দেন, ক্রুটি খোঁজায়। সেনা সর্বাধিনায়কের বক্তব্যের পর এটা পরিস্কার যে, ফ্রান্স থেকে আনা রাফালে যুদ্ধবিমান খোয়াতে হয়েছে ভারতকে। অর্থাৎ পাক দাবি আংশিক হলেও সত্যি। এটা ভারতের জন্য যেমন ধাক্কা, তেমনই ধাক্কা ফ্রান্সের সমরাস্ত্র প্রস্তুতকারী সংস্থা দাসাল্ট অ্যাভিয়েশনেরও। সার্বিকভাবে ফরাসি প্রযুক্তিই প্রশ্নের মুখে। ফ্রান্সের শীর্ষকর্তারা দাবি করেছেন, রাফালে নিয়ে পাকিস্তানের দাবি সত্যি নয়। রাফালে নিয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুরে এই রাফালে ব্যবহৃত হয়েছে। অপারেশন সিঁদুরের অভাবনীয় সাফল্যের নেপথ্যেও হাত রয়েছে এই রাফালের।

ইউটিসি মিনি টেম্পো ট্র্যাভেলার পরিষেবার উদ্বোধন করলেন ধামি

দেহরাদূন, ৭ জুলাই ঃ উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি সোমবার দেহরাদূনে উত্তরাখণ্ড পরিবহন নিগম কর্তৃক পরিচালিত নতুন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ইউটিসি মিনি টেম্পো ট্র্যাভেলার পরিষেবার উদ্বোধন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, শুরুতে ১০টি টেম্পো ট্রাভেলার চালু করা হয়েছে। পার্কিং সমস্যার কারণে মানুষকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। মানুষের সুবিধার্থে আমরা এই উদ্যোগটি শুরু করেছি এবং এর পরে, আমরা এটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাব। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের পর্যটকদের পাশাপাশি স্থানীয়দেরও সুবিধা প্রদানের চেষ্টা করব। উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি ক্যাম্প অফিস থেকে উত্তরাখণ্ড পরিবহন কর্পোরেশনের নতুন টেম্পো মিনি ট্রাভেলারে জিটিসি হেলিপ্যাডে ভ্রমণ করেন। ধামি বলেছেন, রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে প্রমাণিত হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে, আমাদের পর্যটকরা কেবল ভ্রমণের সময় নির্বিঘ্নে সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন না, বরং এটি এখানকার অর্থনৈতিক ও পর্যটন কর্মকাণ্ডে নতুন শক্তি সঞ্চার করবে। চারধাম যাত্রা অথবা অন্য কোনও অনুষ্ঠানের কারণে, দেহরাদূনে প্রচুর সংখ্যক দর্শনার্থীর আগমন ঘটে।

রেলমন্ত্রী কারপুরীগ্রাম স্টেশনের উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন

৭ জুলাই ঃ কেন্দ্রীয় সরকার বিহারের রেল অবকাঠামো আধুনিকীকরণ এবং উন্নত করার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, আজ বিহারের সমস্তিপুর বিভাগে অবস্থিত কারপুরীগ্রাম স্টেশন প্রাঙ্গণে কেন্দ্রীয় রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন এবং বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প উদ্বোধন করেছেন।এই উপলক্ষে, শ্রী বৈষ্ণব প্রথমে দিঘা ব্রিজ হল্ট পরিদর্শন করেন, যেখানে তিনি যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, প্ল্যাটফর্মের অবস্থা, পানীয় জলের প্রাপ্যতা, আলো এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করেন। পরিদর্শনকালে, তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের স্পষ্ট নির্দেশ দেন যে যাত্রীদের একটি আধুনিক ও নিরাপদ রেল অভিজ্ঞতা প্রদানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।এরপর, রেলমন্ত্রী ৩.৩০ কোটি ব্যয়ে.কারপুরীগ্রাম স্টেশনে স্টেশন উন্নীতকরণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এর মধ্যে থাকবে স্টেশন ভবনের আধুনিকীকরণ, অপেক্ষা কক্ষ, শৌচাগার, ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থা, পানীয় জলের সুবিধা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য র‍্যাম্প এবং অন্যান্য যাত্রী সুবিধা। তিনি কারপুরীগ্রাম স্টেশনে বেশ কয়েকটি নবনির্মিত যাত্রী সুবিধার উদ্বোধনও করেন।এরপর, শ্রী বৈষ্ণব ১৪.০ কোটি ব্যয়ে লেভেল ক্রসিং গেট নং ৫৯ ' একটি ভূগর্ভস্থ রেলওয়ে সাবওয়ে নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, এই ভূগর্ভস্থ রেলপথের কাজ সম্পন্ন হলে স্থানীয় যানবাহন চলাচলে উল্লেখযোগ্য স্বস্তি আসবে এবং ট্রেন চলাচল মসৃণ হবে, যার ফলে নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে।তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, গত ১১ বছরে ভারতীয় রেলপথ ৩৩,০০০ কিলোমিটার নতুন রেলপথ স্থাপন করেছে, যা পূর্ববর্তী সরকারের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। এই কাজ কেবল অবকাঠামোকে শক্তিশালী করে না বরং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকেও ত্বরান্বিত করে।রেলমন্ত্রী নিশ্চিত করেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার বিহারের মতো রাজ্যগুলিকে 'উন্নত ভারত'-এর দৃষ্টিভঙ্গিতে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী করে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই অনুষ্ঠানে, প্রতিমন্ত্রী (কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয়) শ্রী রামনাথ ঠাকুর বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, রেল কর্মকর্তা এবং বিপুল সংখ্যক নাগরিকের উপস্থিতি ছিল। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব কারপুরীগ্রাম স্টেশনের উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, দীঘা ব্রিজ হল্ট পরিদর্শন করেন এবং ১৭.৩০ কোটি টাকার প্রকল্প উদ্বোধন করেন।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের রেলকর্মীদের ট্রেকিং দল হিমাচল প্রদেশের হাম্পতা পাস আরোহণ করে

গোরখপুর, ০৭ জুলাই ঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের রেলকর্মীদের ট্রেকিং দল হিমাচল প্রদেশের ১৪,২০০ ফুট উঁচু হাম্পতা পাসে সফলভাবে আরোহণ করে এবং চূড়ায় পৌঁছে। দলটি ০৩ জুলাই দুপুর ২টায় এই কৃতিত্ব অর্জন করে। এই আরোহণ ছিল খুবই কঠিন এবং খাড়া। পথটি পাহাড়ি ঝর্ণা এবং হিমবাহে পরিপূর্ণ ছিল। নেরসা ট্রেকিং দল সাহস এবং দৃঢ়তার সাথে প্রতিকূল আবহাওয়ার মুখোমুখি হয়েছিল এবং তাদের আত্মবিশ্বাস এবং ইচ্ছাশক্তির জোরে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে চূড়ায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিল।প্রথমে, দলের মহিলা সদস্যরা টিম লিডার মনীশ রঞ্জনের সাথে শীর্ষে পৌঁছেছিলেন, যেখানে তারা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন এবং দলের সকল সদস্য জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছিলেন।উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার এবং পৃষ্ঠপোষক নেরসা শ্রীমতি সৌম্য মাথুর এই কঠিন অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য দলের সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তানির্মাণ এবং চেয়ারম্যাননরসাস, শ্রী অভয় কুমার গুপ্ত, দলের সাহসিকতার প্রশংসা করে আসন্ন অভিযানের জন্য তাদের সকলকে শুভকামনা জানিয়েছেন। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা এবং সাধারণ সম্পাদক নরসাস এই অভিযান সম্পন্ন করার জন্য দলের সদস্যদের উৎসাহিত এবং অভিনন্দন জানিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার এবং কনজারভেটর নরসাস ২৭ জুন ২০২৫ তারিখে জেনারেল ম্যানেজারের প্রোটোকল ইন্সপেক্টর শ্রী মনীশ রঞ্জনের নেতৃত্বে ২৯ সদস্যের একটি দল পাঠিয়েছিলেন। যার মধ্যে ৫ জন মহিলা সদস্যও ছিলেন। রেলওয়ের ১২টি বিভিন্ন বিভাগের রেলকর্মীদের এই দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ১০ দিনের এই অভিযান ৭ জুলাই সম্পন্ন হয়।হিমাচল প্রদেশের হাম্প্টা পাসে আরোহণের পাশাপাশি, দলটি স্পিতি উপত্যকায় ১৪০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত চন্দ্র তাল হ্রদও পরিদর্শন করেছে।

বিশ্ব ভারতের প্রতিরক্ষা সেক্টরের দিকে তাকিয়ে আছে ঃ রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই ঃ বিশ্ব ভারতের প্রতিরক্ষা সেক্টরের দিকে তাকিযে. আছে। জোর দিয়ে বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। সোমবার ডিআরডিও আযো়জিত কংে্ট্রালার্স কনফারেন্সে বক্তব্য রাখতে গিযে. প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, বিশ্ব আমাদের প্রতিরক্ষা সেক্টরের দিকে তাকিয়ে আছে। অপারেশন সিঁদুরের সময় আমাদের সৈন্যরা যে বীরত্ব দেখিয়েছে, সেইসঙ্গে আমরা যেভাবে আমাদের দেশীয় সরঞ্জামের সক্ষমতা প্রদর্শন করেছি, তার ফলে আমাদের দেশীয় প্রতিরক্ষা পণ্যের চাহিদা বেড়েছে। ২০২৪ সালে বিশ্ব সামরিক ব্যয় ২.৭ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি বেড়েছে - এত বড় বাজার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, এখন প্রতিরক্ষা সেক্টরে যে রূপান্তরমূলক পরিবর্তনগুলি ঘটছে তা আগেকার মতো ছিল না। এখনকার পরিবর্তনগুলি গতিশীল এবং অনিশ্চিত। যাইহোক, আমি মনে করি আমাদের সকলের শান্তির সময় প্রতিরক্ষা সেক্টরকে শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা করা উচিত। কিন্তু হঠাৎ করে আমরা এমন একটি পরিস্থিতিতে পড়ি যা আমাদের জাগিয়ে তোলে এবং ০ন্য কিছু করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি।

Name Change

i Abhijit Ghosh S/ O Netai chandra Ghosh Residing at Sky Lark Tower-2, Patulia Bazar, Barrackpore,Bandipur, North 24 pgs, Pin-700119.That my Father correct name is Netai Chandra Ghosh instead of Nitai Chandra Ghosh vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial magistrate at Kolkata on 04.07.2025.That Netai Chandra Ghosh and Nitai Chandra Ghosh both are the same and one identical person.

Name Change

I, Momota Bibi wife of Ibrahim Mondal, residing at Vill: Dargapara, Matiari,Nadia – 741503, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be knownas Mamata Bibi as declared before the Notary Public at Kolkata dated 05/07/2025. Momota Bibi and Mamata Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Sk Asraj S/o Sk Naeem resident of Vill-Nimdighi Masjidtala, P.O.-Uluberia, P.S.-Uluberia, Dist.-Howrah, Pin-711316 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm and declare my actual name Sk Asraj instead of Sk Israj, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Howrah on 05/07/2025. Sk Israj and Sk Asraj both are same and one identical person.

Name Change

I, Hasina Midade(old name) W/O Haji Esmile Middya resident Baniarah Lichutala, Middya Para Masjid, P.O. Begri, P.S. Domjur, Dist. Howrah, Pin-711411 WB India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Haji Hasina Middya(New Name) instead of Hasina Midade(old name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Midnapore on 04/06/2025. Hasina Midade and Haji Hasina Middya both are same and one identical person.

সুচিকিৎসা

Name Change

I, Asit Kumar Patra(old name) S/O Manmatha Nath Patra resident Vill. & PO-Jangalpara, PS-Purshurah, Dist-Hooghly-712401, WB India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Asit Patra(New Name) instead of Asit Kumar Patra(old name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/07/2025. Asit Kumar Patra and Asit Patra both are same and one identical person.

Name Change

I, Ahmad Ali(old name) S/O Golam Rasul resident T-235, Bara Bagan, Ward-138, Bartala, PS-Rajabagan, Kolkata-700018, WB India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Ahmed Ali(New Name) instead of Ahmad Ali(old name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/07/2025. Ahmad Ali and Ahmed Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Ismail Midade(old name) S/O Haji Sahadat Middya resident Baniarah Lichutala, Middya Para Masjid, P.O. Begri, P.S. Domjur, Dist. Howrah, Pin-711411 WB India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Haji Esmile Middya(New Name) instead of Ismail Midade(old name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Midnapore on 04/06/2025. Ismail Midade and Haji Esmile Middya both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি SK Asraj S/o-SK Naeem ঠিকানা, Vill-Nimdighi Masjidtala, P.O.-Uluberia, P.S.-Uluberia, Dist.-Howrah, Pin-711316 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm and declare my actual name Sk Asraj instead of Sk Israj, vide an affidavit sworn before the Ld. ফাস্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হাওড়া কোর্ট। ০৫.০৭.২০২৫ তারিখে। SK Israj and, SK Asraj এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

Name Change

I,Sarif Mahammod (Old name) S/o-Ezazul Hoque, Resident at, Vill-Sealmara, Po-Radharghat, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad,742187, West Bengal, I have changed my name to Sarif Mohammad (New name) I shall be known as Sarif Mohammad vide affidavit No. 01AC 364382 before the Notry at Berhampore on 07/07/2025 Sarif Mohammad and Sarif Mahammod same and one identical person.

Name Change

I, Sahaba Khatun Bibi (Old name) w/o-Jahur Mondal, Resident at, Vill-Bhakuri Dakshin, Po-Balarampur Colony, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad,742101, I have changed my name to Saaba Khatun Bibi (New name) I shall be known as Saaba Khatun Bibi vide affidavit No. 01AC 364385 before the Notry at Berhampore on 07/07/2025 Sahaba Khatun Bibi and Saaba Khatun Bibi same and one identical person.

Name Change

I,Md Jahur Mondal (Old name) S/o-Sakatulla Mondal, Resident at, Vill-Bhakuri Dakshin, Po-Balarampur Colony,Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad,742101, I have changed my name to Jahur Mandal (New name) I shall be known as Jahur Mandal vide affidavit No. 01AC 364384 before the Notry at Berhampore on 07/07/2025 Md Jahur Mondal and Jahur Mandal same and one identical person.

Name Change

I, Bithika Dhara Ghosh (Old Name) W/O–Arko Ghosh resident of Vill-Harinya Po-Salar, PS-Salar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742401 do hereby decrale that I have changed my name from Bithika Dhara Ghosh to Bithika Dhara and henceforth I shall be known as Bithika Dhara (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/07/2025 . My name Bithika Dhara & Bithika Dhara Ghosh both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Samsujha Mondal (Old Name) S/O–Abdur Rasid Mondal residing at Paikar Mondalpara, Murarai, Birbhum, West Bengal, 731221 do hereby decrale that I have changed my name from Md Samsujha Mondal to Md Samsujjoha Mondal and henceforth I shall be known as Md Samsujjoha Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/07/2025 . My name Md Samsujjoha Mondal & Md Samsujha Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, KAI SATYA CHATTERJEE and KALISATYA CHATTERJEE (Old Name) S/O SHANKAR NATH CHATTERJEE Residing at 108 Dumka Road, Mod Goli, Ward-03, P.O - Rampurhat, District - Birbhum, Pin - 731224 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as KALI SATYA CHATTERJEE (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 07-07-2025. KAI SATYA CHATTERJEE and KALISATYA CHATTERJEE (Old Name) and KALI SATYA CHATTERJEE (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Saraphat Saha C/o Jahiruddin Saha Residing at Vill - Baranga, P.o - Depal, P.s - Ramnagar, District - Purba Medinipur, Pin - 721453 West Bengal India shall henceforth be known as Seraphat Saha. I declare that Saraphat Saha and Seraphat Saha is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 07-07-2025.

বাগপুলের কাছে ধস নেমে বন্ধ ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক, আটকে নিত্যযাত্রী-পর্যটকরা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই ঃ হঠাৎই পাহাড় বেয়ে নেমে এল একের পর এক বিশাকার পাথর। উপর থেকে নেমে আসা পাথরের আঘাতে দুর্ঘটনাগ্রস্ত একটি পর্যটকবোঝাই গাড়ি। আবারও ধস নেমে বিপর্যস্ত শিলিগুড়ি- সিকিম সড়কপথে যোগাযোগ। বন্ধ রয়েছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। এদিন সোমবার সকালে বাগপুলের কাছে এই ধস নেমেছে। জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পর্যটকরা। বর্ষা শুরুর আগেই পাহাড়ের একাধিক জায়গায় ধস নামতে শুরু করেছে। গত কয়েক ধরে সিকিমের বিভিন্ন জায়গা ধসে বিধবস্ত। প্রবল বৃষ্টিতে বহু জায়গাতেই রাস্তা কার্যত উধাও হয়ে যায়। নতুন রাস্তা তৈরির কাজে হাত লাগিয়েছিল সেনাবাহিনী। খারাপ আবহাওয়ার জেরে ফের রাস্তায় ধস নামতে পারে। সেই আশঙ্কার কথাও জানানো হয়েছিল। এদিন সকালে আচমকাই ধস নামে শিলিগুড়ি-সিকিম সড়ক যোগাযোগের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। জানা গেছে, ওই রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাতায়াত করছিল। হঠাৎই হুড়মুড়িয়ে উপর থেকে বিশালকার পাথর ভেঙে নেমে আসে। একটি বড় পাথর গড়িয়ে গাড়ির উপরেও পড়ে। সেই গাড়িটির চালক ও অন্যান্য যাত্রীরা ঘটনায় জখম হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। ধস নেমে ওই এলাকার জাতীয় সড়ক সম্পূর্ণই বন্ধ হয়ে যায়। ফলে রাস্তার দু'দিকেই লম্বা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে গাড়ি। ক্রমে সেই গাড়ির লাইন আরও লম্বা হয়। এই রাস্তা দিয়ে চলাচলকারী যাত্রী এবং পর্যটকদের সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য প্রশাসনের তরফে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। শুধু সিকিম নয়। কালিম্পংয়ের যাত্রীরাও বিপাকে পড়েছেন। বন্ধ হয়েছে পণ্য পরিবহন। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ পাথর সরানোর কাজ শুরু করেছে। রোদ-বৃষ্টি চলার কারণে এত বড় মাপের পাথরের চাই ধসে নেমেছে। এমনই মনে করা হচ্ছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে প্রশাসন।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান, জমি অধিগ্রহন করার সিদ্ধান্ত রাজ্যের

কলকাতা, ৭ জুলাই ঃ বহু প্রতীক্ষিত ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রুপায়নে রাজ্য সরকার জনবসতি এলাকার বাইরে নূন্যতম পরিমান জমি অধিগ্রহন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেচ ও জলপথ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা সম্প্রতি সেখানে গিয়ে নিকাশী সহ যাবতীয় সমীক্ষার কাজ শেষ করে সেতু নির্মান ও নদী চওড়া করার জন্যে স্থায়ী ভাবে জমি নীতি মেনে প্রায় সাড়ে তিন হাজার হেক্টর জমি অধিগ্রহন করার প্রস্তাব রিপোর্ট আকারে জমা দিয়েছেন বলে দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। পলাশবাই, দূর্বাচাটি, কংসাবতী, ওল্ড ও নিউ কাঁসাই নদীর অববাহিকা থেকে এই জমি নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের অংশ হিসাবে ইতিমধ্যেই সেখানে পাঁচটি স্লুইস গেট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডিস্ট্রিবিউশন এন্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন কে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য প্রকল্প রুপায়নে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই নিজের তহবিল থেকে দে। হাজার কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। যার মধ্যে প্রথম পর্যায়ে পাঁচশো কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্লাস্টিক ব্যবহারে বাড়ছে দূষণ, প্লাস্টিক সংগ্রহ বুথ চালু গ্রামাঞ্চলে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৭ জুলাই ঃ শহরতলী থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চল সব জায়গাতেই বর্তমানে প্লাস্টিক

ব্যবহার হয়ে উঠেছে যেন অন্যতম সমস্যার কারণ। আর এই প্লাস্টিক ব্যবহারের জন্য একদিকে যেমন হচ্ছে পরিবেশ দূষণ, ঠিক অন্য জায়গায় দাঁড়িয়ে এই প্লাস্টিক ব্যবহার করার পর সাধারণ মানুষ যেকোনও জায়গায় প্লাস্টিক ফেলে দিচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায়। আর সেই প্লাস্টিক কখনও হাওয়ায় অথবা কখনও অন্য কোনও কারণে এসে জমা পড়ছে বাড়ির আশেপাশের ড্রেনে। একাধিকবার প্রশাসনের তরফ থেকে জানান হচ্ছে কোনওভাবেই যেন প্লাস্টিক ব্যবহার না করা হয়। তার পরিবর্তে কাগজের তৈরি অথবা অন্য কোনও পরিবেশবান্ধব ব্যাগ ব্যবহার করার জন্য। তবে সেই সব ঘটনার তোয়াক্কা না করেই অনায়াসেই চলছে প্লাস্টিক ব্যবহার। আর এই প্লাস্টিক ব্যবহারের ফলে বাড়ছে দূষণ। বিভিন্ন ড্রেনে সেই প্লাস্টিক জমা হয়ে জন্ম নিচ্ছে মশার লাভা। আর সেখান থেকেই বাড়ছে মশার উপদ্রব আর তার ফলেই বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। আর সেই কারণে পরিবেশ সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে প্লাস্টিক সংগ্রহ বুথ শুরু হলও মাড়গ্রামে। জেলার বড় গ্রাম হিসাবে পরিচিত মাড়গ্রাম। জনসংখ্যা প্রায় ৫০ হাজারের অধিক। গ্রামের মধ্যে রয়েছে বিশেষ কয়েকটি গুরুপ্তপূর্ণ জনবহুল মোড় যেমন সবজি বাজার এলাকা, হাঁতি বাঁধা মোড় এলাকায় রয়েছে বিভিন্ন সরকারি দফতরের কার্যলয় এবং রয়েছে জন বহুল ধুলফেলা মোড়। এই সমস্ত মোড়ে একটি করে প্লাস্টিক সংগ্রহের বুথ এর জায়গা করা হল। বিশেষ করে এলাকায় সাধারণ মানুষ বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের প্লাস্টিক, নোংরা বিভিন্ন কাগজ পত্র সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র ড্রেনের মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন এর ফলে ড্রেনের জল জমে রাস্তায় উঠছে, ড্রেনে জল জমে ডেঙ্গুর লার্ভা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। এলাকার দূষণ নিয়ন্ত্রণ রুখতে সেই সমস্ত দিকগুলি মাথায় রেখে রামপুরহাট ২ নম্বর ব্লক প্রশাসনের নির্দেশে মাড়গ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে শুরু হলও এই প্লাস্টিক বুথ সংগ্রহ। জনবহুল এলাকার মোড়ে একটি করে লোহার নেট দিয়ে খাঁচা তৈরি করা হয়েছে। সেই খাঁচার মধ্যে এলাকার মানুষজন বিভিন্ন নোংরা প্লাস্টিক এর আবর্জনা ফেলবেন পরে পঞ্চায়েত এর আবর্জনা সংগ্রহকারী কর্মীরা সেই প্লাস্টিক গুলিকে সংগ্রহ করে নষ্ট করবেন। এই প্লাস্টিক বুথ সংগ্রহ স্থাপন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা প্লাস্টিক দূষণ কমাতে এবং পরিবেশ সুরক্ষায় সহায়তা করতে পারবে বলে মনে করছেন এলাকায় সাধারণ মানুষ।

আধুনিক মাতৃসদন হাসপাতালের ঘোষণা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই ঃ শিলিগুড়ি শহরবাসীর জন্য আসছে আরও একটি সুখবর। খুব শীঘ্রই শিলিগুড়িতে গড়ে উঠতে চলেছে একটি অত্যাধুনিক মাতৃসদন হাসপাতাল। এই নতুন হাসপাতাল হবে ৩০ শয্যাবিশিষ্ট এবং থাকছে একাধিক আধুনিক পরিষেবা। শহরের মেয়র গৌতম দেব জানিয়েছেন, এই হাসপাতালের মধ্যে থাকবে ইসিজি, আল্ট্রাসাউন্ড, ব্লাড ব্যাঙ্ক এবং দিন-রাত খোলা ওষুধের দোকান। চিকিৎসকদের জন্য থাকবার ব্যবস্থাও করা হবে হাসপাতালের মধ্যেই। এই নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ আরও সহজে ও স্বল্প খরচে উন্নত চিকিসা পরিষেবা পাবেন বলেই আশাবাদী প্রশাসন। শহরের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে আরও মজবুত করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মেয়র।

খুলে গেল যাত্রীবোঝাই চলন্ত বাসের চাকা! কৃষ্ণনগরে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় আহত কমবেশি ৩০

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৭ জুলাই ঃ যাত্রীবাহী চলন্ত বাসের সামনের চাকার অংশ খুলে গেল। তার জেরে উলটে গেল বাস। ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগর জাতীয় সড়কে। দুর্ঘটনায় জখম বাসের ৩০ জন যাত্রী। তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে খবর। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। জানা গেছে, সোমবার সকাল থেকেই দফায় দফায় বৃষ্টি হচ্ছে। সকালে যাত্রীদের নিয়ে বর্ধমান থেকে নবদ্বীপ হয়ে কৃষ্ণনগরের দিকে যাচ্ছিল একটি বেসরকারি বাস। সকালবেলা বলে বাসে অফিসযাত্রী ও নিত্য যাতায়াত করা লোকজনের ভিড় ছিল। নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগর রাজ্য সড়কের উপর দিয়ে ওই বাসটি যাওয়ার জন্য সেটির সামনের একটি চাকার অংশ খুলে যায়। এদিকে সেখানেই রাস্তার উপর গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বাম্পার ছিল। সেই বাম্পারে সামনের চাকা ওঠার পর চালক বাসটিকে আর নিয়ন্ত্রণে

রাখতে পারেননি বলে খবর। কিছু দূর গিয়ে রাস্তার মধ্যেই সেটি উলটে যায়। বাসের মধ্যে আটকে পড়েন যাত্রীরা। এদিন, সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে কৃষ্ণনগর হেলিপ্যাড মোড়ের কাছে। বিকট আওয়াজ শুনে চমকে ওঠেন স্থানীয়রা। তাঁরাই প্রথমে বাসের ভিতর আটকে থাকা যাত্রীদের উদ্ধারের জন্য হাত লাগান। খবর দেওয়া হয় কোতোয়ালি থানায়। বাসের জানলা দিয়ে একে একে জখম যাত্রীদের বার করে আনা হয়। ৩০ জনের বেশি যাত্রী এই দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন। আহতদের স্থানীয় শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের শারীরিক অবস্থা গুরুতর বলে খবর।

চুরি যাওয়া পিকআপ ভ্যান সহ যুবক গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই ঃ এনজেপি থানার পুলিশ চুরি যাওয়া পিকআপ ভ্যান সহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। ধৃত যুবকের নাম জুনেদ আলম। সে উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়া থানার কানকির বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একটি চুরি করা পিকআপ ভ্যানটি জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি হয়ে উত্তর দিনাজপুরে যাচ্ছিল। এই সূত্র ধরে, এনজেপি থানার পুলিশ ভোরে তিনবাত্তি মোড় এলাকায় তল্লাশি শুরু করে। পুলিশ রাস্তার যানবাহনের কাগজপত্র পরীক্ষা করতে শুরু করে। এই সময়, একটি পিকআপ ভ্যান থামিয়ে চালককে গাড়ির কাগজপত্র দেখাতে বলা হলেও তিনি তা দেখাতে পারেননি। এর পরে, গাড়ির চালক জুনেদ আলমকে গ্রেফতার করা হয়।

কর না দিলে মিলবে না পৌরসভার পরিষেবা, মাসিক ৩০ টাকা জঞ্জাল কর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ জুলাই ঃ পৌরসভায় সামান্য এই কর না দিলে মিলবে না পৌরসভার পরিষেবা। মানুষের জীবনে চলাচলের ক্ষেত্রে যেভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় খাবার সহ বিভিন্ন সামগ্রী প্রয়োজন ঠিক সেইভাবে বসবাসের ক্ষেত্রে বাড়ির জঞ্জাল পরিষ্কার রাখাও খুব জরুরী। তবে এবারে সেই জঞ্জাল ফেলার ক্ষেত্রে কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মালদার ইংরেজবাজার পৌরসভা। জঞ্জাল মুক্ত রাখতে কর দেওয়া বাধ্যতামূলক করল পৌরসভা। কর না দিলে মিলবে না পৌরসভার পরিষেবা। সরকারি

পৌর পরিষেবা নিতে গেলে আগে পৌর নাগরিকদের মেটাতে হবে মাসিক ৩০ টাকা জঞ্জাল কর। বোর্ড অফ কাউন্সিলে বৈঠক করে এমনই সিদ্ধান্ত জানাল মালদার ইংরেজবাজার পৌরসভা। পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী জানান, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী এই কর আদায় করা হচ্ছে। আগে জঞ্জাল কর দিতে হবে তারপর পৌরসভার অন্যান্য পরিষেবা পাবেন পৌর নাগরিকরা। তবে জল, স্বাস্থ্যের মত অন্যান্য জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। তবে পৌরসভার এই সিদ্ধান্তে অসম্মতি জানিয়েছেন পৌর নাগরিকরা। এক পৌর নাগরিক দেবপ্রিয়া চট্টোপাধ্যায় বলেন, পৌরসভার সমস্ত রকম কর আমরা দিয়ে থাকি। তবে আলাদাভাবে জঞ্জাল কর না দিলে পৌরসভার পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হব সেটা আমরা মানতে পারছিনা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বাড়তি কর এর বিষয়ে আগেই জানিয়েছেন যে নাগরিকদের ওপর যেন বাড়তি কর এর বোঝা না চাপিয়ে দেওয়া হয় তা সত্ত্বেও পৌরসভার এমন সিদ্ধান্ত। আমরা এই সিদ্ধান্তে সহমত নয়। এই জঞ্জাল কর বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে জেলার বণিক মহল। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি জয়ন্ত কুন্ডু জানান, কিছুদিন আগেই আমাদের সংগঠনের সভায় আমরা জঞ্জাল কর দিব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে এই নিয়ে আমরা চেয়ারম্যানকে চিঠি করব এবং জঞ্জাল কর যেন মুকুব করা হয় এই বিষয়ে আলোচনা করব। তবে প্রশ্ন হচ্ছে যেখানে কিছুদিন আগেই এক প্রশাসনিক বৈঠকে বাড়তি কর নেওয়া যাবে না বলে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে দাঁড়িয়ে ইংরেজবাজার পৌরসভার এমন সিদ্ধান্ত প্রশ্ন ভাবাচ্ছে পৌর নাগরিকদের।

মালদার সরকারি হাসপাতালেই সফল ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ জুলাই ঃ দিল্লির নামিদামি বেসরকারি হাসপাতালে গিয়েও হয়নি কাজ, অবশেষে মালদার বিনা পয়সার সরকারি হাসপাতালেই সফল ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচার। এই প্রথম মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শিরদাঁড়ার ভেতরের টিউমারের অস্ত্রোপচার সফল ভাবে করলেন চিকিৎসকেরা। এমন ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচার করে নজির গড়লেন মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নিউরো সার্জেন চিকিৎসক উজ্জ্বল কুমার বিশ্বাস। সফল অস্ত্রোপচারের পর রোগী চিকিৎসকের নজরদারিতে রয়েছে। বর্তমানে অনেকটাই সুস্থ রয়েছেন রিজিয়া বিবি বলে জানান পরিবারের সদস্যরা। জানা গেছে, মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘির আধুয়া গ্রামের বাসিন্দা রিজিয়া বিবি (৩৮)। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে স্বামী নূরে আলমের সঙ্গে ভিন রাজ্য দিল্লিতে কাজ করার সময় কোমর ও পায়ে ব্যথা সহ একাধিক সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। রাজ্যের একাধিক বেসরকারি হাসপাতাল এমনকি দিল্লির এইমস হাসপাতালে গেলেও আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় স্ত্রীর চিকিৎসা করাতে পারছিলেন না স্বামী নূরে আলম। অবশেষে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির পর বিনামূল্যে ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচার সফল হয় স্ত্রী রিজিয়া বিবির। মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ পার্থ প্রতিম মুখোপাধ্যায় বলেন, এই ধরণের রোগী খুব কম দেখা যায়। চিকিৎসকেরা জানান শিরদাঁড়ার ভেতরের স্পাইনাল কডের ভিতরে টিউমার হয়েছিল। বর্তমানে সফল অস্ত্রোপচারের পর রোগী এখন সুস্থ আছে। এই প্রথম মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এমন ঝুঁকিপূর্ণ নিউরো সার্জারি সফল হওয়ায় স্বভাবতই খুশির হাওয়া চিকিৎসক সহ রোগীর পরিবারে। পাশাপাশি মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নিউরো সার্জারি বিভাগে তিনজন চিকিৎসকের এমন সাফল্যে খুশি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

কাটোয়ার বুড়ো বাবু ছিপ ফেলছেনঃ জেলা তৃণমূলের সভাপতিকে কটাক্ষ সিদ্দিকুল্লাহর

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৭ জুলাই ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসে

অভ্যন্তরীণ বিরোধ ফের প্রকাশ্যে। রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী নাম না করে দলের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন। কাটোয়ার এক প্রবীণ নেতাকে উদ্দেশ্য করে মন্তব্য করলেন- কাটোয়ার বুড়োবাবু ওখানে বসে ছিপ ফেলছেন। সম্প্রতি মন্তেশ্বরের শ্রীধরপুরে ২১ জুলাই প্রস্তুতি সভায় দেওয়া একটি বক্তৃতার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়, যেখানে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী আরও বলেন, সারা বর্ধমান জেলার রাজনীতিতে আমরা এক নম্বর। মন্তেশ্বরে তিনবার জিতেছি, বিধানসভায় এক নম্বর। আমাদের ট্যারা চোখে দেখা যাবে না। সে বর্ধমানেই থাকুক, আর কাটোয়ার বুড়োবাবু থাকুক। কাটোয়ায় বসে ছিপ বা হুইল দিয়ে মাছ ধরা যাবে না। গত ২ জুলাই শ্রীরামপুরের এক সভা থেকেও হুঁশিয়ারি দেন মন্ত্রী। বলেন, কাটোয়া আমার দু'আঙুলের মধ্যে। আমি চল্লিশ বছর সমাজের কাজে আছি। কেউ বলতে পারবে না আমি এক পয়সা নিয়েছি। আমি একবার পুকুর খুলে দিলে কোথাকার জল কোথায় দাঁড়াবে, বোঝা যাবে। আমাদের ছেলেমেয়েরা কি ঘাস কাটে? এই বক্তব্যের ঠিক আগেই, ৩ জুলাই মন্তেশ্বরে মন্ত্রীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। মন্ত্রীর অভিযোগ, তাঁর গাড়িতে হামলা চালানো হয় এবং তাঁকে খুনের চক্রান্ত করা হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আহমেদ শেখকে এই ঘটনার জন্য দায়ী করেন তিনি। এমনকি পুলিশ সুপারের দফতরে গিয়ে অভিযোগ জানান এবং দলের তরফে সুবিচার না পেলে দল ছাড়ার হুমকি দেন। তবে জেলার সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পাল্টা বলেন, দলের পতাকা নিয়ে কেউ বিক্ষোভ দেখায়নি। গণতান্ত্রিক দেশে কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করতেই পারে। আহমেদ শেখ ঘটনাস্থলে ছিলেন না। মন্ত্রী আক্রান্ত হয়েছেন কি না, বলতে পারব না। সিদ্দিকুল্লাহর এই বিতর্কিত ভিডিও সামনে আসার পর ফের স্পষ্ট হয়ে উঠছে, পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূলের ভিতরে অন্তর্দ্বন্দ্ব কতটা গভীর।

Thanamakua Gram Panchayt
Sankrail,Howrah
NOTICE INVITING E-TENDER

E-TENDER NOTICE ARE INVITED VIDE **NIT NO-193/TGP/2nd/2025-26, Date:- 02/07/2025(SL-1 to 4)**. BID SUBMISSION START DATE:- **03/07/2025 AT 3:30 PM**. BID SUBMISSION CLOSING : **09/07/2025 04:30PM**. BID OPENING DATE : **11/07/2025 05:00PM**. Please look for details **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

SD/-PRADHAN
THANAMAKUA GRAM PANCHAYAT

NALPUR GRAM PANCHAYAT
Block & P.S-Sankrail, Dist-Howrah

NALPUR GP under Sankrail Panchayat Samity Invites e-tender vide **eNIT-161/MPLAD/NGP/2025 DATED 07/07/2025(07 Nos of work)** Bid Starting Date **07/07/2025** & Submission Last date **14/07/2025 up to 09.00 AM**. Bid opening DATE **16/07/2025 AT 01.00PM**. FOR DETAILS VISIT **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- PRODHAN
Nalpur Gram Panchayat

OFFICE OF BHANGRA GRAM PANCHAYAT
At-KARCHA, PO-BHANGRA, Dist.-Purulia, 723149.
Memo. No. 94/BGP/2025 Dated: 07/07/2025
Notice

Pradhan Bhangra Gram Panchayat invites E-tender as follows: **eNIT No.- eNIT-9/BGP/2025dt. 07/07/2025**, for_1nos. of scheme within the jurisdiction of Bhangra Gram Panchayat. Last Date of tender submission is **15.07.2025 up to 3-00 pm** respectively. Details may be obtained from **website: https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Pradhan
Bhangra Gram Panchayat

Office of the Pradhan
Hutmura Gram Panchayat
Vill+PO – Hutmura, Purulia, Pin-723148
Memo No.-117/HGP Dated-04/07/2025
NOTICE INVITING TENDER No.-01(14)/HGP/2025-26

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of total 14(Fourteen) Nos. different works. Date of sale of tender form **04/07/2025 to 15/07/2025 (from 10.00 AM to 3.00 PM)** & **16/07/2025 on or before 12 PM.** Last date of dropping of Sealed Tender form on or before **16/07/2025 up to 12 noon** only. Date of Opening of Tender **16/07/2025 at 1.00 PM.** For more details visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Hutmura Gram Panchayat

OFFICE OF THE LAKHANPUR GRAM PANCHAYAT
UNDER HURA PANCHAYAT SAMITY
P.O. – LAKHANPUR, P.S. – HURA, DIST – PURULIA (W.B.), PIN – 723104
E-Tender No: WBPUR/HURA/PRADHAN LAKHANPUR GRAM PANCHAYAT/(15 th FC)/NIT(e)-5/2025-26

E-tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 9(Nine) Nos. different works. Last date of Submission of Bid (Online) **17/07/2025 at 6.55 PM. Bid Opening Date(online) 21/07/2025 at 11.00 AM.** For details please visit website **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/ ১২ / ১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmc.org.in
WB-HMC/NIT/ED/04/EE-II/25-26 **Dated: 05.07.2025**
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া পৌর কর্পোরেশন এলাকার অধীনে পঞ্চাননতলা রোড এবং দেশপ্রাণ শাসমল রোডে পেভার ব্লক এবং বিটুমিনাস কাজের জন্য এইচএমসির নির্বাহী প্রকৌশলী (সড়ক) নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। একই ধরণের কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য, সম্পদশালী এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং EE-II বিভাগ https://wbtenders.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ (অনলাইনে) ২৪.০৭.২০২৫ বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ ছাড়াই যে কোনও আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

৭৬(৩) /২৫-২৬
৭.৭.২৫

সচিব
হাওড়া পৌর নিগম

Office of the Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly
NOTICE INVITING e-TENDER

Notice inviting e-Tender for 4 nos of works, **e-NIT No. 11/2025-26** bearing **Memo no-2557/EO/Singur, Dated-04/07/2025 respectively** of the Office of the Singur Panchayat Samity, Singur, Hooghly, mentioned in the portal **www.wbtenders.gov.in**. For more details related to this e-NIT please login website : - **www.wbtenders.gov.in(Closing date:-17/07/2025 at 5:55 PM)**.

Sd/- Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-১০-২৫, তারিখ ০৩.০৭.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক **টেন্ডার নং. ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-১০-২৫**-এর জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **স্থানসহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনের ২x২৫ কেভি সিস্টেমের জন্য টিটিসি মাস্টে ডাবল পোল আইসোলেটর স্থাপনের জন্য অতিরিক্ত আইটেমগুলির আনুমানিক সময়সূচী। **কাজের আনুমানিক খরচ ঃ** ₹ ৩,০২,৬৫,৫৬০.৫০। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য; **বায়না অর্থ/বিড সিকিউরিটি জমা দিতে হবে ঃ** ₹ ৩,০১,৩০০.০০; **কাজ সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** এলওএ ইস্যু করার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডারের শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টায়। **টেন্ডার খোলা হবে ঃ** টেন্ডার জমা শেষ হওয়ার পর যে কোনো সময় টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিস্তারিত/ বিবরণ/ স্পেসিফিকেশন জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং যদি প্রাপ্ত হয় তবে কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না এবং সরাসরিভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে। HWH-178/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Office of The Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat
Hura Panchayat Samity
Vill-Layakdih, P.O-Lakhanpur, Dist-Purulia, Pin-723104
Notice Inviting Tender No: 07(2025-26)/LKGP

Sealed tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 6(Six) Nos. different works. Date of sale of tender form on any working day from **07.07.2025 to 15.07.2025 (11.30 am to 3.30 pm)**. Last date of dropping of sealed tender form on or before **15.07.2025 up to 12.00 noon.** Date of Tender Opening: **15.07.2025 at 12.30 pm.** For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সমস্ত জনসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, গোলামারা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস বাউন্ডারীর মধ্যে দুটি গাছ আছে। একটি গোলশি অপরটি সেগুন। ঐ গাছগুলির নিলাম আগামী **সোমবার-ইং ১৪।০৭।২৫ তারিখে ১ ঘটিকার** মধ্যে নিলামের দিন ধার্য্য করা হইয়াছে।
নিলামের ডাক ৫০০০০ /-**(পঞ্চাশ হাজার) টাকা** থেকে শুরু করা হবে।
অতএব উক্ত নিলামে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ গোলামারা গ্রাম পঞ্চায়েতে উপস্থিত থাকার আহ্বান করা হইয়াছে। উক্তদিনে ১ ঘটিকার পূর্বে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।

প্রধান
গোলামারা গ্রাম পঞ্চায়েত

NOTICE INVITING E-TENDER

eTender Reference/ e-NIT No.:- **780/PGP - (4 No), 781/PGP - (4 No), 782/PGP - (1 No), 783/PGP - (2 No), 784/PGP - (2 No), 785/PGP - (2 No), & 787/PGP - (1 No), Dt. 04/07/2025**, of schemes are hereby invited. Last date for submission of bid is on **15/07/2025 upto 11.00 AM**. For further details visit the website **https://wbtenders.gov.in/**

Sd/-
Pradhan
Panchra Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engr. (C)/Br.-II, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works: **(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/016/07/2025-2026/UTTARAN** Name of Work: **Repairing of Uttaran sewer line, pits, C.p. at 19, Goabagan Street, 9/3, 9/4, Peary Mohan Sur Lane, 33/34 Gorachand Bose Road etc. in Ward No.-16.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,99,773.72**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/010/013/2025-2026 Name of Work: **Repairing of IP and paver block surface at Aurobinda Sarani, Bhupen Bose Avenue and different places in Ward No.-10 under Br.-II.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,49,889.20**. Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of Bid: **19.07.2025 upto 11 a.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Bid will be opened on: **21.07.2025 at 11 a.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details will be available on and from **08.07.2025 at 5 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-X, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works: **(1) NIT No.: EEC/BX/093/018/2025-2026** Name of Work: **Maintenance of asphaltum road including kerb and channel near Prem. No.-123, 140 P. A. Shah Road etc. in Ward No.-93, Br.-X.** Estimated value (Incl. GST & CESS): ₹ **4,34,677.45**. Earnest Money: ₹ **8,700.00.** Time of Completion: **120 days.**
(2) NIT No.: EEC/BX/081/032/2025-2026 Name of Work: **Maintenance of road near 83A Chetla Road, New Alipore etc. in Ward No.-81, Br.-X.** Estimated value (Incl. GST & CESS): ₹ **4,10,355.36**. Earnest Money: ₹ **8,300.00.** Time of Completion: **90 days.**
(3) NIT No.: X/089/011/2025-2026/UTTARAN Name of Work: **Improvement of passages with C. C. near Premises Nos. 78, 78/1, S. A. Road etc. in Ward No.-89, Br.-X.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,68,623.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **90 days.**
(4) NIT No.: X/089/018/2025-2026 Name of Work: **Maintenance of asphaltum road near 41, 42, P. B. Shah Road etc. in Ward No.-89, Br.-X.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,21,710.50**. Earnest Money: ₹ **2,500.00.** Period of Completion: **60 days.**
(5) NIT No.: X/089/017/2025-2026 Name of Work: **Repairing of Sanitary Latrine at 20, 59 It Lane, 68 K. P. Roy Lane etc. in Ward No.-89, Br.-X.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,98,090.21**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **90 days.**
(6) NIT No.: X/100/012/2025-2026 Name of Work: **Maintenance of asphaltum road near Prem. No.-7/22 DPP Road, E/1/1, E/12, E/56 Ramgarh etc. in Ward No.-100, Br.-X.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,57,785.24**. Earnest Money: ₹ **5,200.00.** Period of Completion: **60 days.**
(7) NIT No.: X/091/013/2025-2026 Name of Work: **Improvement of asphaltum road by laying of new kerb & channel stone and also by laying hot mix near Prem. No.-10B/1H, 10C Mukherjee Para Lane etc. in Ward No.-91 under Br.-X.** Estimated value (Incl. GST & CESS): ₹ **4,49,311.89**. Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Time of Completion: **120 days.**
(8) NIT No.: X/098/012/2025-2026/UT Name of Work: **Restoration of road dist. by W/S Deptt. near 3/135 Gandhi Colony etc. in Ward No.-98, Br.-X.** Estimated value (Incl. GST & CESS): ₹ **1,74,995.08**. Earnest Money: ₹ **3,500.00.** Time of Completion: **90 days.** Last date and time of submission of Bid: **17.07.2025 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 8). Date and time of opening of Bid: **19.07.2025 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 8). The bid forms and other details are available on and from **08.07.2025 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 8). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 8).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-XIII, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works: **(1) NIT No.: KMC/XIII/117/018/25-26 (1st Call)** Name of Work: **Development of C.C. pavement at B. L. Saha Road Bye Lane near Pr. No.-45, 45/1 etc. in Ward No.-117, Br.-XIII.** Work Value: ₹ **2,06,765.05**. Earnest Money: ₹ **4,200.00.** Period of Completion: **25 days.**
(2) NIT No.: KMC/XIII/118/11/25-26 (2nd Call) Name of Work: **Maintenance of existing C.C. passage/road with C. Conc. works at differents slum/uttaran area in Ward No.-118.** Work Value: ₹ **2,99,428.82**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
(3) NIT No.: KMC/XIII/122/2/25-26 (2nd Call) Name of Work: **Maintenance of sewer line/surface drain adjuncts at Rabindra Abasan, Kusum Park, Arabinda Pally, Sukanta Pally, Ustad Amir Khan Sarani Bye Lane near Pr. No.-550B, A20, 1604, 403/2, A13, 504 etc. in Ward No.-122, Br.-XIII.** Work Value: ₹ **2,43,464.48**. Earnest Money: ₹ **4,900.00.** Period of Completion: **45 days.**
(4) NIT No.: KMC/XIII/122/12/25-26 (1st Call) Name of Work: **Development of drainage system providing underground sewer at M.G. Road Bye Lane near Pr. No.-792/A in Ward No.-122, Br.-XIII.** Work Value: ₹ **4,14,153.37**. Earnest Money: ₹ **8,300.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **17.07.2025 upto 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 4). Tender will be opened on: **19.07.2025 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **08.07.2025 (from 5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 4).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-XIV, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works: **(1) NIT No.: KMC/XIV/128/006/25-26/R (1st Call)** Name of Work: **Repairing of bituminous road, near Pr. No.-13B to 13/2 Parui Pucca Road and 32 Parui Pucca Road to 13/12 Basudevpur Road etc. in Ward No.-128.** Work Value: ₹ **3,86,093.17**. Earnest Money: ₹ **7,800.00.** Period of Completion: **30 days.**
(2) NIT No.: KMC/XIV/128/014/25-26/UTTARAN (1st Call) Name of Work: **Construction of Sanitary Latrine at different places in Ward No.-128.** Work Value: ₹ **4,85,565.53**. Earnest Money: ₹ **9,800.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of Bid: **17.07.2025 upto 11 a.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on: **19.07.2025 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **08.07.2025 (from 5 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-XVI, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works: **(1) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/033/25-26** Name of Work: **Maintenance of asphaltum road at Sri Bardhan Pally, Mondal Para etc. in Ward No.-125.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **4,90,307.66**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **16.07.2025 – 12 Noon**. The tender will be opened on: **18.07.2025 – 12 Noon**. The bid forms and other details are available on and from **08.07.2025 (5 p.m.).**
(2) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/123/010/25-26 Name of Work: **Maintenance of road by laying hot-mix at Kailash Ghosh Road near Pre. No.-122X in Ward No.-123.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **4,65,790.45**. Earnest Money: ₹ **9,500.00.** Period of Completion: **30 days.**
(3) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/123/009/25-26 Name of Work: **Restoration of trench by C.C. and hot mix, due to laying of water mains at B. M. Roy Road, M. L. Gupta Road, Kailash Ghosh Road, Prasanta Roy Road etc. in Ward No.-123.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **4,80,100.01**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **21.07.2025 – 12 Noon** (For Sl. No. 2 & 3). The tender will be opened on: **23.07.2025 – 12 Noon** (For Sl. No. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from **12.07.2025 (5 p.m.)** (For Sl. No. 2 & 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

CORRIGENDUM

NIT No. KMC/EEC/I/004/05/2025-2026 published in this Newspaper on **23.06.2025** (Key No. 494/25-26) of **Engineering (Civil)/Br.-I Deptt.** (For Sl. No. 11). Last date and time of submission of Bid will be read as **17.07.2025 at 1 p.m.** instead of 04.07.2025 at 1 p.m., Tender will be opened on **19.07.2025 at 1 p.m.** instead of 07.07.2025 at 1 p.m. **(595/25-26)**

পাটা উইকেট, ভোঁতা বল!
ইংরেজদের 'আপ্যায়নে' নাখুশ শুভমান

এজবাস্টন, ৭ জুলাইঃ ইংল্যান্ড সফর শুরুর আগে তাঁকে শুধু 'ঘরের মাঠের রাজা' বলেছিলেন কৃষ্ণমাচারী শ্রীকান্তের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটার। আরও অনেকেই সন্দেহ তুলেছিলেন বাইরের মাঠে, বিশেষ করে 'সেনা দেশে'র বিরুদ্ধে পারফরম্যান্স নিয়ে। ভারতের পাটা পিচে শুভমান গিল যতটা দক্ষ খেলুড়ে, বিদেশের জমিতেও কি ততটাই আগ্রাসী? গড়ের অনুপাতকে হাতিয়ার করে সমালোচকদের একটা বড় অংশ বুঝিয়ে দেন-এটাই সত্যি। পাশাপাশি নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। মাত্র ২৫ বছর বয়সে শুভমান কি পারবেন ইংল্যান্ড, যেখানে ভারতীয় দল ধারাবাহিকভাবে খারাপ খেলে এসেছে, সেখান থেকে জয় ছিনিয়ে আনতে? তাও এমন পরিস্থিতিতে, যখন টিম ভাল ছন্দে নেই, বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার মতো ক্রিকেটার অবসর নিয়েছেন! সমস্ত প্রশ্নের আংশিক জবাব মিলেছিল প্রথম টেস্টে। লিডস থেকে ভারতকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ব্যাট হাতে শতরান করে শুভমান বুঝিয়ে দেন, তিনি হিসেব মেটাতে এসেছেন। সেই হিসেবের অনেকটা ফসয়ালা হল গতকাল। এজবাস্টনে এর আগে কোনও দিন টিম ইন্ডিয়া শেষ হাসি হাসেনি। না কপিল, না ধোনি, না সৌরভ। কেউই জেতাতে পারেননি। কয়েক প্রজন্ম বাদে নয়া ইতিহাস লিখেছেন সেই শুভমান। প্রথম ইনিংসে দ্বিশতরানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে

সেঞ্চুরি। চার ইনিংস মিলিয়ে এখনই ছ'শোর গণ্ডি পেরিয়েছেন। এভাবে খেলতে থাকলে সিরিজ শেষে আরও কয়েক গন্ডা রেকর্ড ভাঙবেন টিম ইন্ডিয়ার নতুন অধিনায়ক। যদিও অদ্ভুতভাবে এজবাস্টনে স্মরণীয় পারফরম্যান্সের পর ইংল্যান্ডের বলের গুণমান ও পিচের ধরন নিয়ে প্রশ্ন তুললেন শুভমান। যেখানে শয়ে শয়ে রান কুড়িয়েছেন তাকেই আতসকাচের নীচে ফেললেন। সাংবাদিক বৈঠকে ৩৩৬ রানে মহাকাব্যিক জয়ের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তাঁর মন্তব্য, ''এই বলে বল করা খুব কঠিন। উইকেট তো বটেই, বলও আকার বদলে ফেলছে দ্রুত। খুব তাড়াতাড়ি নরম হয়ে পড়ছে। আমি জানি না কারণ কী-উইকেট না বল! কিন্তু এই পরিস্থিতি, যেখানে কোথাও কোনও সাহায্য মিলছে না, সেখানে ব্যাটসম্যানদের আউট করাটা খুব কঠিন!'' প্রসঙ্গত, দীর্ঘসময় ধরে খেলা যায় আর সিম মুভমেন্ট ভাল থাকে বলে ডিউকস বলের কদর। সম্প্রতি কালি লেগেছে। দেখা যাচ্ছে, ৩০ ওভার খতম হতে না হতেই ডিউকস তার আকার ও কাঠিন্য হারাচ্ছে। শুধু শুভমান নন, আরও অনেকেই ইদানীং সওয়াল তুলেছেন। ভোঁতা বল ও নির্বিষ যে দলের রণকৌশলেও বাধা দিচ্ছে-তারও উল্লেখ করেছেন ভারতীয় অধিনায়ক। বলেন, ''যদি বল কিছুমাত্র কাজ করে, আমরা একটা নির্দিষ্ট দিকে পরিককল্পনা নিতে পারি। তখন ক্রিকেট খেলাটাও আনন্দময় ওঠে হয়ে! এর বদলে যদি সবকিছু প্রথম ২০ ওভারের বিষয় হয় এবং বাকি সময় জুড়ে স্রেফ ফিল্ডিং চলে-তাহলে টেস্টের সৌন্দর্যটাই মুছে যায়!'' লর্ডসও কি এজবাস্টন কিংবা লিডসের ধারা মেনে চলবে? মানতে নারাজ গিল। তাঁর অনুমান, ক্রিকেটের মক্কার পিচ পাটা হবে না। সেখানে বল অনেক বেশি সুইং খাবে, সিম মুভমেন্টও দেখা যাবে। জসপ্রীত বুমরাহর খেলার সম্ভাবনা প্রবল। এমন উইকেটে তিনিই হয়ে উঠতে পারেন ভারতের তুরুপের তাস।

সাসারামের টিলা থেকে এজবাস্টনের দিগন্ত, আকাশ দীপের জার্নি যেন স্বপ্নের অভিযাত্রা!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

মাত্র এক মাস আগের ঘটনা। দিদির ক্যানসার ধরা পড়ার পর হাসপাতাল থেকে নার্সিংহোম ছুটে বেড়াচ্ছেন আকাশ দীপ। আইপিএলে খেলতে পারেননি চোটের জন্য। জাতীয় দলে সুযোগ পাবেন কি না ঠিক নেই। এরই মধ্যে ব্যক্তিগত দুর্যোগ। দিদির ক্যানসার দিদি যদি ছেড়ে চলে যায়? ছেড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা, স্বজনবিয়োগের বেদনা নতুন নয়। আগেও তুষের আগুনের মতো পুড়িয়েছে আকাশকে। ২০১৫ সাল। মারা যান রামজিৎ সিং, আকাশের বাবা। মাত্র ছ'মাস বাদে মৃত্যু হয় দাদারও। এক বছরে দুজনের আকস্মিক চলে যাওয়া কতটা বিধ্বস্ত করেছিল বিহারের অখ্যাত গ্রাম থেকে উঠে আসা পেসারকে? রোহতাসের বসতবাটিতে বসে পুরনো সাক্ষাৎকারে আকাশ জানিয়েছিলেন কামব্যাকের কাহিনি। বলেন, ''আমি জানতাম বাবা ও দাদাকে হারানোর পর আমায় কিছু না কিছু করতে হবে। তাই ক্রিকেট থেকে নিজেকে পুরোপুরি সরিয়ে নিই!'' গত বছর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিষেক টেস্টে তিন উইকেট নেওয়ার পর ছেড়ে আসা জীবনকে মনে করে আকাশ বলেন, ''বাবা যতদিন বেঁচেছিলেন, আমি কিছুই করে দেখাতে পারিনি। তাই এই পারফরম্যান্স বাবার জন্য!'' বল কিংবা ব্যাট হাতে নামামাত্র সবার স্বপ্ন থাকে জাতীয় দলের জার্সিতে খেলা। আকাশেরও ছিল। কিন্তু সুযোগ জোটেনি। বেড়ে ওঠা নিয়ে তাঁর মন্তব্য, ''ক্রিকেট নিয়ে সেভাবে চর্চা ছিল না। আমি ২০০৭ সালে টেনিস ক্রিকেট খেলতাম। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নিয়ে সিরিয়াস হই ২০১৬ সালে। তবে থেকে মহম্মদ সামি এবং কাগিসো রাবাদাকে অনুসরণ করে চলেছি। এই সময় বাংলা টিম আমায় সাহায্য করে। পরিবারও পাশে দাঁড়ায়!'' বাংলা টিমে হঠাৎ করে উঠে এলেন কীভাবে? স্মৃতিচারণে সেই সময়কার রঞ্জি দলের কোচ অরুণ লাল বলেন, ''প্রথম দেখাতেই বুঝেছিলাম, আকাশ খাঁটি সোনা। এই নিয়ে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। ওর গতি, সামর্থ্য, শক্তি-সবকিছু রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, কোনওদিন কোনওকিছু নিয়ে অভিযোগ করেনি।'' বিহার ছেড়ে কলকাতায় এলেন ঠিকই। কিন্তু ক্রিকেট খেলতে গেলে তো অতিসীমিত অর্থে বেঁচেবর্তে থাকতে হবে! হাতে রেস্ত কম, অথচ যাতায়াত, খাওয়াদাওয়ার খরচ রয়েছে। এর জন্য সিএবির ডরমিটরিতে থাকা শুরু করেন। যা সত্যি বলতে সেই সময় থাকার অযোগ্য ছিল। খেতেন ক্যান্টিনে। কোনওদিন ভাল খাবার মিলত, কোনওদিন মিলত না। কিন্তু এই নিয়ে কোনও অভিযোগ তোলেননি আকাশ। অথচ তোলার কথা ছিল। অন্তত এমনটাই মত অরুণ লালের। তাঁর কথায়, ''আমি একদিন ডরমিটরি দেখতে গেছিলাম। সত্যি বলছি ওটা নরক, থাকার অযোগ্য। মনে হচ্ছিল, সুস্থ মানুষও এখানে থাকলে রোগে ভুগে মারা যাবে!'' তবু ঘুরে দাঁড়ান আকাশ। স্রেফ হাড়ভাঙা পরিশ্রম আর অপরাজেয় জেদকে মূলধন করে। অরুণ বলেন, ''আকাশ খুবই শক্ত মনের ছেলে। ওর সঙ্গে যারা খেলত, সবার চাইতে মানসিকভাবে শক্তিশালী, শারীরিকভাবে কর্মঠ। ওর গ্রামে একটা টিলা ছিল। চারপাশে ঘন জঙ্গল। আকাশ বাড়ি গেলেই সেই টিলায় ছুটে উঠত আর নামত। পরে আমায় সেসবের ভিডিও দেখাত!'' বিহার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন থেকে নিষিদ্ধ একজন তরুণ খেলোয়াড় ভিন রাজ্যে খেলতে ছুটে এলেন। মাত্র তেইশ বছর বয়সে বাবা ও দাদাকে চোখের সামনে চলে যেতে দেখলেন। অবসাদে ক্রিকেট থেকে গুটিয়ে নিলেম নিজেকে তাও দিন নয়, মাস নয় বেশ কয়েক বছরের জন্য। আইপিএলে যখন চোটের কারণে নামতে পারলেন না তখনই খবর এল, দিদি ক্যানসার আক্রান্ত! এর একমাস বাদে এজবাস্টনে নামার অপ্রত্যাশিত সুযোগ এবং কেল্লাফতে! ক্রিকেট সত্যি অনিশ্চয়তার খেলা!

সুরুচির ধাক্কা ভুলে জয়ের সারণিতে ফিরতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুলাইঃ কলকাতা লিগের প্রিমিয়র ডিভিশন ২০২৫ জয়ের সারণিতে ফিরতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল এফসি। মঙ্গলবার দুপুর ৩টেয় .বারাকপুরের বিবৃতিভূষণ স্টেডিয়ামে গ্রুপ 'এ'র গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বিনো জর্জের ছেলেরা মুখোমুখি হতে চলেছে বিএসএস স্পোর্টিং ক্লাবের। মরসুমের শুরুটা দুর্দান্ত হলেও দ্বিতীয় ম্যাচে আটকে যাওয়ায় কিছুটা ধাক্কা খেয়েছে লাল-হলুদের ছন্দ। প্রথম ম্যাচে মেসারার্স ক্লাবের বিরুদ্ধে ৭-১ ব্যবধানে জিতে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়েছিল লাল-হলুদ শিবির। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে, একই ভেন্যুতে ১০ জনের সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে ১-১ ড্র করে কিছুটা হতাশ হতে হয়েছে কোচ বিনো জর্জকে। দুই ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে বর্তমানে গ্রুপ 'এ'তে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। অন্যদিকে, বিএসএস স্পোর্টিং দুই ম্যাচে তিন পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় সপ্তম স্থানে। প্রথম ম্যাচে কালিঘাট মিলন সংঘকে ১-০ গোলে হারালেও পরের ম্যাচে জর্জ টেলিগ্রাফের কাছে ২-৩ ব্যবধানে হেরে যায় তারা। ফলে দু'দলই জয়ের খোঁজে মাঠে নামবে এবং ম্যাচটি হতে চলেছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের। গত বছরের জুলাই মাসে, এই দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল নৌহাটির স্টেডিয়ামে।

সেবার ম্যাচের ফল হয়েছিল ১-১। সেই স্মৃতি মাথায় রেখেই এবারের ম্যাচে কোনও রকম ঢিলেমি রাখতে রাজি নয় লাল-হলুদের কোচিং স্টাফ। ম্যাচের আগেরদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ইস্টবেঙ্গল দলের কোচ বিনো জর্জ বলেন, ''সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে আমরা প্রথমার্ধে লিড নিয়েও গোল খেয়ে ড্র করেছি, এটা কোনওভাবেই মানা যায় না। ম্যাচ বিশ্লেষণ করে আমরা বুঝেছি কোথায় ভুল হয়েছিল। সেই ভুল শুধরে আগামী ম্যাচে জয় পাওয়াই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।'' বিএসএস স্পোর্টিং সহজ প্রতিপক্ষ নয়। তাদের দলের ফরোয়ার্ড লাইন যথেষ্ট আক্রমণাত্মক। জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে হারলেও তারা লড়াই করেছে শেষ মিনিট পর্যন্ত। বিশেষ করে তরুণ স্ট্রাইকার সৌরভ মণ্ডল নজর কাড়ছেন ধারাবাহিক পারফরম্যান্সে। ইস্টবেঙ্গল বি দলের সামনে রয়েছে জয় ছাড়া কোনও বিকল্প নেই, কারণ শীর্ষ স্থানে থাকার জন্য প্রতিটি ম্যাচে পূর্ণ পয়েন্ট প্রয়োজন। আর বিএসএস স্পোর্টিং চাইবে নিজেদের মর্যাদা রক্ষা করতে ও গ্রুপে ফের জয় এনে দিতে। ফলে মঙ্গলবার দুপুরে বারাকপুরে দেখা যেতে পারে এক উত্তেজনাপূর্ণ ফুটবল লড়াই, যেখানে প্রতিটি গোলই হতে পারে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ।

তরুণ সেন্টারব্যাক বাংসন সিংকে নিতে আগ্রহী বেঙ্গালুরু এফসি

বেঙ্গালুরু, ৭ জুলাইঃ আগের সিজনে দাপুটে পারফরম্যান্স ছিল বেঙ্গালুরু এফসির। ডুরান্ড জয়ের লক্ষ্য থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। ছিটকে যেতে হয়েছিল চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ড থেকে। সেই ধাক্কা কাটিয়ে প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলে ঘুরে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর ছিল কর্নাটকের এই ফুটবল ক্লাব। সেইমতো টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে তাঁরা পরাজিত করেছিল কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা ইমামি ইস্টবেঙ্গল ফুটবল দলকে। যা নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছিল সকলের। পরবর্তীতে সময় যত এগিয়েছে ততই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে শুরু করেছিল সুনীল ব্রিগেড। অতি সহজেই তাঁরা স্থান করে নিয়েছিল সুপার সিক্সে। পরবর্তীতে চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে ও ছিল জেরার্ড জারাগোজার ছেলেদের দাপট। মানোলো মার্কুয়েজের শক্তিশালী এফসি গোয়ার বিপক্ষে অতি সহজেই এসেছিল জয়। দ্বিতীয় লেগে গোয়া দলের দাপট থাকলেও শেষ পর্যন্ত সুনীল ছেত্রীর গোল বদলে গিয়েছিল সমস্ত কিছু। যারফলে নতুন করে ট্রফি জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল সমর্থকরা। তবে সেই ম্যাজিক কাজ করেনি ফাইনালে। ট্রফি জয়ের এই ম্যাচে কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বিপক্ষে একটা সময় এই ম্যাচে এগিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করেছিল বাগান শিবির। সেই হতাশা কাটিয়ে এবার ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য কর্নাটকের এই ফুটবল ক্লাবের। এক্ষেত্রে অনেক আগে থেকেই দল গঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। দেশীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি একাধিক বিদেশি ফুটবলারদের রিলিজ করে দিয়েছিল বেঙ্গালুরু এফসি। পুরনো দলের মধ্যে মাত্র দুই বিদেশিকে রেখে বাকিদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিকল্পনা ছিল আইএসএলের এই ফুটবল দলের। সেটাই হয়েছে শেষ পর্যন্ত। আসলে নিজেদের ভুল ত্রুটি শুধরে নতুন করে দল গোছাতে তৎপর ছিল জেরার্ড জারাগোজা। এই স্প্যানিশ কোচের পছন্দ অনুযায়ী বেশ কিছু ফুটবলারদের দিকে নজর ছিল ভারতের এই দলের। তার মধ্যেই এবার উঠে আসতে শুরু করেছে মনিপুরের এক তরুণ সেন্টার ব্যাকের নাম। তিনি বাংসন সিং। বর্তমানে ক্লাসিক ফুটবল অ্যাকাডেমির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বছর আঠারোর এই ডিফেন্ডার। হিসাব অনুযায়ী আগামী ২০২৬ সাল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে এই অ্যাকাডেমির চুক্তি থাকলেও ট্রান্সফার ফি দিয়ে এই প্রতিভাবানকে পেতে মরিয়া বেঙ্গালুরু। মূলত রিজার্ভ বেঞ্চকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বাংসনকে পেতে চাইছে আইএসএল জয়ীরা।

ক্লাসিক ফুটবল অ্যাকাডেমির সুমিতকে দলে টানছে কেরালা

কোচি, ৭ জুলাইঃ আসন্ন ফুটবল সিজনের কথা মাথায় রেখে অনেক আগে থেকেই দল গোছাতে শুরু করে দিয়েছে কেরালা ব্লাস্টার্স। নয়া কোচের পরিকল্পনা অনুযায়ী এক্ষেত্রে একাধিক ফুটবলারদের দিকে নজর রয়েছে ম্যানেজমেন্টের। সেই সাথে দেশীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি এক্ষেত্রে বেশকিছু বদল দেখা যেতে পারে দলের বিদেশি ফুটবলারদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে। বিভিন্ন মাধ্যম সূত্রে খবর আগের মরসুমে স্কোয়াডে থাকা চারজন বিদেশি ফুটবলারদের দলে রেখেই হয়তো পরিকল্পনা সাজাতে চলেছেন ডেভিড কাতলা। যাদের মধ্যে থাকতে পারেন আদ্রিয়ান লুনা থেকে শুরু করে ডুসান ল্যাগেটর, জেসুস জেমিনেজ এবং নোয়া সাদাউয়ের মতো তারকা। সেই সাথে সব ঠিকঠাক থাকলে অন্যান্য সিজন গুলির মতো দলে দেখা যেতে পারেন দলের উইঙ্গার। যদিও সেই বিষয়টি এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। তাঁর পারফরম্যান্সের দিকে নজর রেখেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে ক্লাব। সেই সাথে দেশীয় ব্রিগেডের উপর বাড়তি নজর দিচ্ছে ম্যানেজমেন্ট। মনে করা হচ্ছে, শেষ কয়েক বছরের তুলনায় এবার অনেকটাই শক্তিশালী হতে চলেছে ভারতীয় ব্রিগেড। স্বাভাবিকভাবেই দলের মধ্যে যে একাধিক বদল আসবে সেই ইঙ্গিত মিলেছিল আগেই। গত সপ্তাহে সেই অনুযায়ী রিলিজ করা হয়েছে একাধিক ফুটবলারকে। খুব শীঘ্রই ঘোষণা করা হতে পারে নতুন ফুটবলারদের নাম। তবে শুধুমাত্র সিনিয়র দল নয়। রিজার্ভ বেঞ্চকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিগত কয়েক মাস ধরেই একাধিক তরুণ প্রতিভার দিকে নজর ছিল দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাবের। যার মধ্যে এবার শোনা যাচ্ছে সুমিত শর্মার নাম। উল্লেখ্য, গত ২০২৩-২০২৪ মরসুমে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের অনূর্ধ্ব ১৭ যুব লিগ জয় করেছিলেন মনিপুরের এই ফুটবলার। পাশাপাশি অরুণাচল প্রদেশকে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ক্ষেত্রে ও বিশেষ ভূমিকা ছিল বছর আঠারোর এই ডিফেন্ডারের। সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখেই ভারতের ক্লাসিক ফুটবল অ্যাকাডেমি থেকে তাঁকে চূড়ান্ত করার পথে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের এই ফুটবল দল। কথাবার্তা ও প্রায় নিশ্চিত করে ফেলা হয়েছে উভয় দলের তরফ থেকে।

টানা দ্বিতীয় জয় সবুজ-মেরুনের

দুরন্ত বার্তা, বারাকপুর, ৭ জুলাইঃ কলকাতা লিগ ২০২৫ দ্বিতীয় জয় ছিনিয়ে নিল মোহনবাগান। কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনকে বড় ব্যবধানে হারানোর পর সোমবার সবুজ-মেরুনের তরুণ দল ২-০ ব্যবধানে পরাজিত করল রেলওয়ে এফসিকে। ব্যারাকপুরের বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্টেডিয়ামে মাত্র ৫ মিনিটেই দলকে এগিয়ে দেন বাগান অধিনায়ক সন্দীপ মালিক। রেলওয়ে গোলকিপার সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভুলে গোলের সুযোগ পান সালাউদ্দিন। গতিপথ বুঝতে না পেরে গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন সুদীপ্ত। সেই মুহূর্তে সালাউদ্দিনের উইং থেকে বাড়ানো বলে হেড করে গোল করেন সন্দীপ। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের উত্তেজনা চরমে ওঠে। খেলার ৬৩ মিনিটে দুই দলের মধ্যে বচসা বাধে। ধাক্কাধাক্কির জেরে রেফারি লাল কার্ড দেখান মোহনবাগানের সালাউদ্দিন এবং রেলওয়ের গোলকিপার ও অধিনায়ক সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে। হলুদ কার্ড দেখানো হয় সাহিল ও রেলওয়ের সন্দীপকে। দ্বিতীয়ার্ধের ৮৫ মিনিটে শিবম মুন্ডা গোল করে দলের জয় সুনিশ্চিত করেন। যদিও এর আগে একটি সহজ সুযোগ তিনি নষ্ট করেছিলেন। এই নিয়ে তিনটি ম্যাচে দুটি জয় পেল মোহনবাগান। একদিকে তরুণদের আগ্রাসী খেলা। অন্যদিকে ম্যাচ পরিচালনায় বারবার অব্যবস্থার চিত্র সব মিলিয়ে কলকাতা লিগের এই ম্যাচ ঘিরে তৈরি হল নানা বিতর্ক। তবে আপাতত জয় নিয়েই খুশি সবুজ-মেরুন শিবির।

থাইল্যান্ডকে হারিয়ে এশিয়ান কাপে ভারত মোটা অঙ্কের আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাইঃ ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের দুর্দান্ত সাফল্যে মুখর গোটা দেশ। থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে অনবদ্য পারফরম্যান্সে নজর কেড়েছে সকলের। এবার ব্লু টাইগ্রেসদের জন্য আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করল সর্ব ভারতীয় ফুটবল সংস্থা। ৫০,০০০ মার্কিন ডলারের পুরস্কার পাচ্ছেন সঙ্গীতা বাসফোর, মনীষা কল্যাণরা। বাছাইপর্বে ভারতের মেয়েরা একেবারে দুরন্ত ফর্মে ছিলেন। প্রথম ম্যাচে মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে ১৩-০ গোলের বড় জয় দিয়ে শুরু হয় ভারতের অভিযান। এরপর তিমুর-লেস্তেকে হারানো হয় ৪-০ গোলে। তৃতীয় ম্যাচে ইরাককে ৫-০ গোলে পরাজিত করে ব্লু টাইগ্রেসরা পৌঁছে যায় গুরুত্বপূর্ণ ফাইনাল সদৃশ ম্যাচে, যেখানে প্রতিপক্ষ ছিল স্বাগতিক ও র‍্যাঙ্কিংয়ে উচ্চতর থাইল্যান্ড। সেই ম্যাচে ২-১ গোলের ঐতিহাসিক জয় তুলে নিয়ে ভারতীয় দল নিশ্চিত করে ২০২৬ এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপের মূলপর্বে জায়গা। এই জয় যদিও মাঠে দেখলে সহজ মনে হতে পারে, কিন্তু এর পিছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের পরিশ্রম ও পরিকল্পনা। ফেডারেশন এবং স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার যৌথ উদ্যোগে গত কয়েক বছরে গড়ে তোলা হয়েছে মজবুত যুব কাঠামো এবং ঘরোয়া লিগ ব্যবস্থা। ফেডারেশনের অন্যতম সফল উদ্যোগ 'আসমিতা মহিলা ফুটবল লিগ'। ২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনূর্ধ্ব ১৩, ১৫, ১৭ স্তরে

মোট ১৫৫টি লিগ আয়োজন করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ সিজনে ৬,৩০৫ জন জুনিয়র মহিলা ফুটবলার অংশ নিলেও, ২০২৪-২৫ মরসুমে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮,৬৫৮ তে। এর ফলে দেশের রেজিস্টার্ড মহিলা ফুটবলারের সংখ্যা গত এক বছরে ২৩২ শতাংশ বেড়েছে যা এক বিশাল মাইলফলক। বাছাইপর্বের আগে ভারতের প্রস্তুতি ছিল অত্যন্ত কঠোর এবং সুসংগঠিত। বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত ৫৩ দিনের জাতীয় ক্যাম্পে স্থানীয় প্রস্তুতি ম্যাচের পাশাপাশি দল খেলেছে দুটি ফিফা আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ, প্রতিপক্ষ ছিল উজবেকিস্তান। এই আন্তর্জাতিক এক্সপোজার এবং টেকনিক্যাল প্রস্তুতিই মূলপর্বের টিকিট নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে। ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে, ''মেয়েদের এই অর্জন আমাদের দেশের ফুটবলের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়। আমরা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ওপর ভরসা রেখেছি, তারই ফল আমরা পাচ্ছি। কিন্তু কাজ এখানেই শেষ নয়, আগামী দিনে আরও কঠিন প্রতিযোগিতা অপেক্ষা করছে।'' ২০২৬ সালের মার্চ মাসে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে এশিয়ান কাপ। সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এশিয়ার সেরা দলগুলি। তাই এখন থেকে প্রস্তুতির কোনও ঘাটতি রাখতে চায় না এআইএফএফ। আন্তর্জাতিক মানের ট্রেনিং ক্যাম্প, শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ-সবকিছুই থাকবে পরবর্তী পরিকল্পনার মধ্যে। ২০০৩ সালে শেষবার যোগ্যতা অর্জন করেই ভারত মহিলা এশিয়ান কাপে অংশ নিয়েছিল। ২০২২ সালে স্বাগতিক হিসেবে অংশ নেওয়ার পর এবার ফের যোগ্যতা অর্জন করে মূলপর্বে পৌঁছাল ভারত। এটি নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। দেশে ফিরেই নয়াদিল্লিতে ব্লু টাইগার্সদের জমকালো সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। গোটা দেশ আজ তাঁদের সাফল্যে গর্বিত। এই দলের সাফল্য শুধু এক টুর্নামেন্ট জেতা নয়, বরং একটি দীর্ঘ লড়াই, স্বপ্ন আর সংকল্পের প্রতিফলন। এই স্বপ্ন আজ পর্যন্ত ছেলেরা সত্যি করতে পারেননি, সেই স্বপ্ন দেখিয়ে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে এনেছেন ভারতীয় মহিলারা। এখন তাঁদের লক্ষ্য ২০২৬ সালে এশিয়ার সেরাদের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দেওয়া।

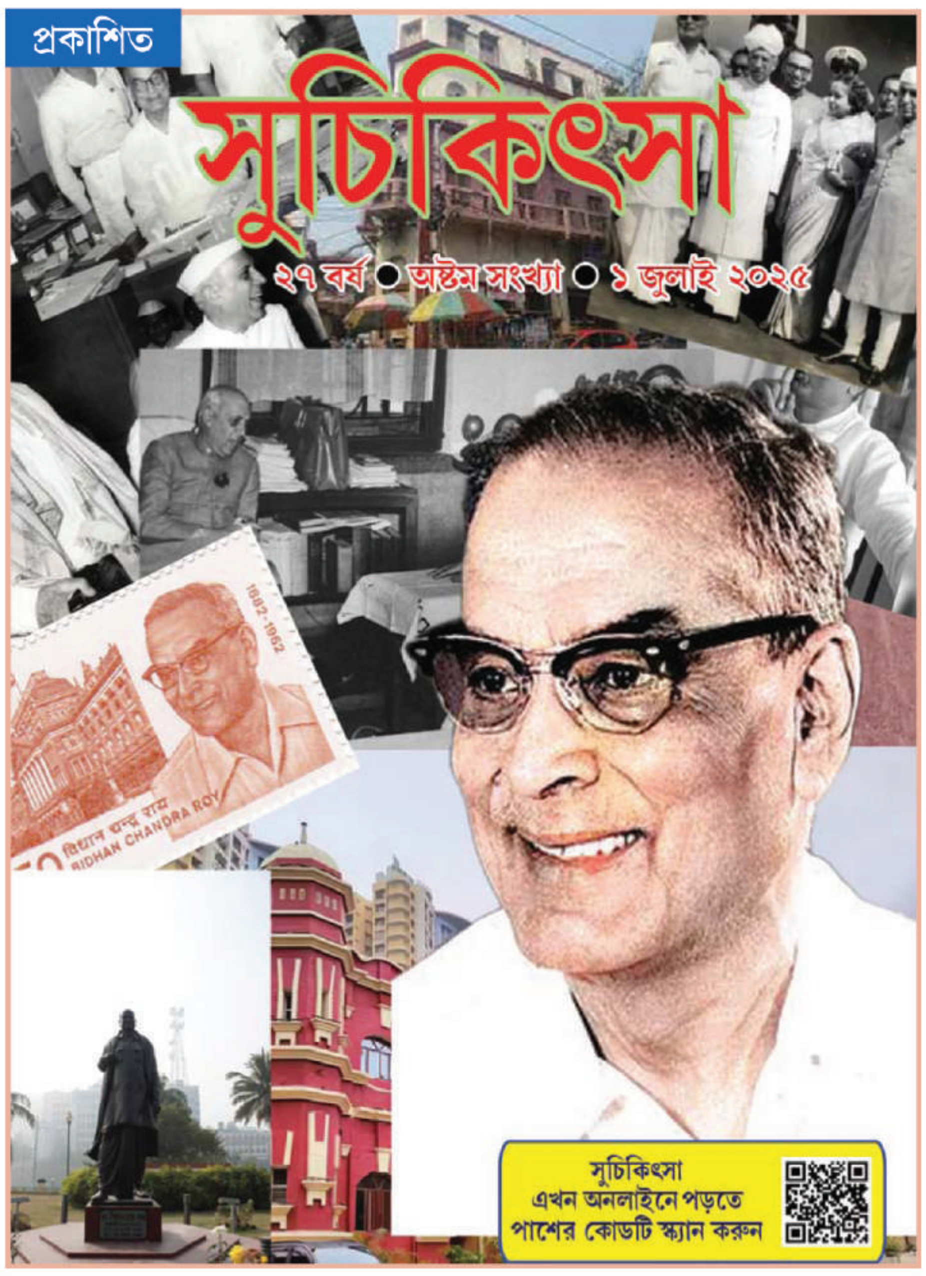

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com